পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 244 Monday, 4 August, 2025 * ৩০ বর্ষ, ২৪৪ সংখ্যা * ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ সোমবার, ৪ আগস্ট, ২০২৫ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

## ঝাড়খণ্ডে জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের ছায়া! মাও-হামলায় উড়ল রেললাইন

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ** এবার জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের ছায়া ঝাড়খণ্ডে। মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে উড়ে গেল চক্রধরপুর ডিভিশনের রাংরা-করমপাড়া রুটের রেললাইন। এই হামলার সময় ওই রুটে কোনও ট্রেন না থাকায় বিরাট দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। যদিও প্রশ্ন উঠছে মাওবাদীরা যদি ট্রেন চলাকালীন এই বিস্ফোরণ ঘটাতো, তাহলে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হত। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৬টা ৪০ নাগাদ এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে চক্রধরপুর ডিভিশনের ওই রেল লাইনে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ভেঙে যায় লাইনের স্লিপার। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে নিরাপত্তা বাহিনী। বিস্ফোরণের পর লাইনের উপর থেকে মিলেছে মাওবাদীদের পতাকা ও ব্যানার। ঘটনার সময় ওই রুটে কোনও ট্রেন না থাকায় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। গোটা অঞ্চল ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করেছে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড পুলিশের পাশাপাশি সিআরপিএফ ও ঝাড়খণ্ড জাগুয়ার্স টিম। এছাড়াও ওই রুটে কোথাও বিস্ফোরক রাখা হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখতে মোতায়েন করা হয়েছে বম্ব ডিটেকশন টিম।

কয়েকমাস আগে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় মাওবাদীদের শীর্ষ নেতা বাসবরাজ ওরফে নাম্বালা কেশবরাওয়ের। সেই মৃত্যুর প্রতিবাদে ২৮ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত 'শহীদ সপ্তাহ' পালন করছে মাওবাদীরা। এই শহিদ সপ্তাহের শেষ দিন অর্থাৎ ৩ আগস্ট বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তর ছত্তিশগড়, বাংলা ও অসমে এই বনধ পালন করার ডাক দেওয়া হয়। মাওবাদীদের শহিদ সপ্তাহ উপলক্ষে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল আগেই। এবার এই হামলায় নড়েচড়ে বসেছে নিরাপত্তাবাহিনী।

এদিকে এই হামলার সঙ্গে জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের মিল দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই। ২০১১ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে একই ছকে হামলা চালিয়েছিল মাওবাদীরা। এই দুর্ঘটনায় ১৪১ জন যাত্রী প্রাণ হারান। একইভাবে রেললাইনে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল মাওবাদীরা ঘটনার সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস। বিস্ফোরণের জেরে লাইচ্যুত হয় ট্রেনটি মৃত্যু হয় বহু মানুষের।

## সংসদে কেন্দ্রের উপর চাপবৃদ্ধির কৌশল
# আজ দলীয় সাংসদদের নিয়ে ভারচুয়াল বৈঠক মমতার

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট** ঃ দিল্লিতে চলছে সংসদ অধিবেশন। একাধিক বিষয় নিয়ে রোজই আলোচনা সেকানে হচ্ছে। বিভিন্ন ইস্যুতে শাসক-বিরোধী তরজাও চলছে। সদ্যাই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা শেষ হয়েছে। বিরোধীদের নানা প্রশ্নের মুখে পাল্টা জবাবও দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াতে নতুন করে রণকৌশল সাজাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। কোন পথে কোন অস্ত্রে কেন্দ্রের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালানো যায়, তা স্থির করতে দলের সাংসদদের নিয়ে ভারচুয়াল বৈঠকে বসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, আজ সোমবার বিকেল নাগাদ ভারচুয়ালি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে শামিল হতে চলেছেন সাংসদরা বলে জানতে পারা গিয়েছে।বিহার ভোটের আগে ভোটার তালিকায় এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে এই মুহূর্তে তোলপাড় দেশ। ইতিমধ্যেই খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৬৫ লক্ষ মানুষ। বিরোধীরা এনিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, এভাবে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। এই ইস্যুতে আগামী ৭ আগস্ট দিল্লির নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি রয়েছে বিরোধীদের। তাতে শামিল হচ্ছে তৃণমূলও। শোনা যাচ্ছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘেরাও অভিযানে

নেতৃত্ব দিতে পারেন। সেই কারণে আগামী ৫ তারিখ তিনি দলের সমস্ত জেলা সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে ভারচুয়াল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন। বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও।

তার আগে, ৪ আগস্ট অর্থাৎ সোমবার দলের সাংসদদের নিয়ে ভারচুয়াল বৈঠকে করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ সমস্ত সাংসদকে তিনি ডেকেছেন। উল্লেখ্য, তৃণমূলের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই সংসদে দলের রণকৌশল কী হবে, তা তিনিই স্থির করে দেন। এবার সেইসঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক হিসেবে তৃণমূল অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কীভাবে কক্ষ সমন্বয় করবে, কীভাবে যৌথ প্রতিবাদে শামিল হবে, কোন ইস্যুতে জোর দেবে, এসব নিয়ে সাংসদদের কাছে স্পষ্ট বার্তা দিতেই মমতার এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর আবার মঙ্গলবার, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাংসদ, বিধায়ক, জেলা সভাপতি-সহ সর্বস্তরের পদাধিকারীদের নিয়ে ভারচুয়াল বৈঠক করবেন বলে খবর মিলেছে।

## সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন নিট পিজি পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশনস ইন মেডিকেল সায়েন্সেস রবিবার নিট-পিজি ২০২৫ পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালিত করেছে। পরীক্ষাটি দেশের ৩০১টি শহরে এবং ১০৫২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ২৪২০০০ জনেরও বেশি প্রার্থীর জন্য কম্পিউটার-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে একক শিফটে পরিচালিত হয়েছিল। এটি ভারতের বৃহত্তম কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা, যা একক শিফটে পরিচালিত হয়েছে। নিট পিজি হল একটি জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা যা ভারতের মেডিকেল কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর এবং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য পরিচালিত হয়। এটি ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশনস ইন মেডিকেল সায়েন্সেস দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বছর নিট পিজি পরীক্ষা ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল।

## ইন্ডিয়া'র বৈঠকে অভিষেকের উপস্থিতি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ** আগামী ৭ অগস্ট রাজধানী দিল্লিতে বসতে চলেছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সেই বৈঠকেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রতিনিধিত্ব করবেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই অভিষেকের দিল্লি সফরের কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়েছে। এই বৈঠক এবং পরবর্তী নৈশভোজের আয়োজক হিসেবে উঠে এসেছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নাম। রাজনৈতিক মহলের জল্পনা, রাহুলের বাসভবনেই বসতে পারে এই বৈঠক। যদিও শেষ মুহূর্তে স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

## ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস

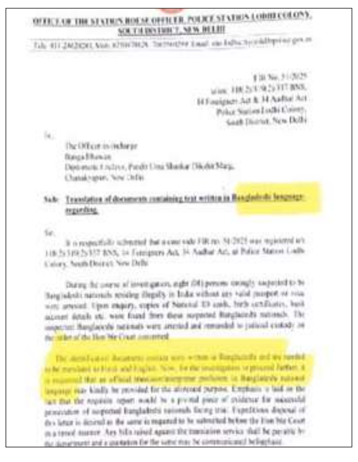
OFFICE OF THE STATION HOUSE OFFICER, POLICE STATION LODHI COLONY, SOUTH DISTRICT, NEW DELHI

Sub: Translation of documents containing text written in Bangladeshi language-regarding.

**দুরন্ত বার্তা, নয়াদিল্লি, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ** 'বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশের ভাষার তকমা! ফের কাঠগড়ায় দিল্লি পুলিশ। বঙ্গ ভবনে পাঠানো একটি চিঠিতে বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে উল্লেখ করেছে দিল্লি পুলিশ। আর এই বিষয়টিকে নিয়েই এবার সরব হল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। এক্স হ্যান্ডেলে দিল্লি পুলিশের সেই বিতর্কিত চিঠিটি পোস্ট করেছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের তরফে পোস্ট করা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, বাংলা ট্রান্সসেলেটর দরকার দিল্লি পুলিশের। কেননা কয়েকদিন আগে দিল্লি পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে ৮ জনকে আটক করে। তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর সেসব নথিগুলি বাংলা ভাষায় লেখা। আর সেই সব নথির তথ্য যাচাইয়ের জন্যই একজন ট্রান্সসেলেটর দরকার। আর সেই চিঠিতেই বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষার তকমা দেওয়া হয়েছে।

দিল্লি পুলিশের সেই চিঠিকেই হাতিয়ার করে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে চিঠির ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে, 'বাংলা বিদ্বেষের সকল সীমা পার করে ফেলছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে একের পর এক বাংলাভাষী শ্রমিকদের হেনস্তা ও গ্রেপ্তারের পর এবার অমিত শাহের দিল্লি পুলিশ সব সীমা অতিক্রম করে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশি ভাষা বলে দাগিয়ে দিল।'

তৃণমূলের অভিযোগ, 'এটি কোনও ভুল নয়। এটি একটি ইচ্ছাকৃত অপমান, পরিকল্পিত চক্রান্ত, যেখানে সংবিধানে স্বীকৃত এবং ধ্রুপদী ভাষার মধ্যে অন্যতম একটি ভাষাকে পরিচয়হীন করে দেওয়া হচ্ছে এবং কোটি কোটি বাংলা ভাষাভাষী ভারতবাসীকে নিজেদের দেশেই বহিরাগত হিসেবে তুলে ধরার অপচেষ্টা চলছে। বাংলা ভাষায় সারা বিশ্বে ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ কথা বলেন। এটি ভারতের ২২টি সরকারি ভাষার মধ্যে একটি। সেই ভাষাকে বাংলাদেশি বলা কেবলই একটি ঘৃণ্য অপমান নয়, ভাষাটিকে ভারতীয় পরিচয় থেকে মুছে দেওয়ার, তার বৈধতা খারিজ করার, এবং বাংলাভাষী মানুষদের বহিরাগত প্রমাণ করার নির্লজ্জ চেষ্টা।' এটা যদি ভুল করে হয়ে থাকে তাহলে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে যে সব আধিকারিক জড়িত তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ ও এই চিঠির সংশোধন করার দাবি জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত কয়েকমাস ধরেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন রাজ্যে অত্যাচারিত হওয়ার অভিযোগ উঠছে। বাংলা ভাষায় কথা বলায় তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে অত্যাচার করা হচ্ছে বলেই অভিযোগ। কখনও মারধর, কখনও তাঁদের উপর হামলা, লুটপাট, উপার্জন কেড়ে নেওয়া, কখনও আবার পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মতো অভিযোগ শোনা গিয়েছে। তারই প্রতিবাদে পথে নেমে আন্দোলনে শামিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে দু'টি মিছিল করেছেন তিনি। এবার জঙ্গলমহলে পথে নেমে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর।

## তামিলনাড়ুতে ৬.৫ লক্ষ নতুন ভোটার 'পরিযায়ী শ্রমিক' বললেন চিদাম্বরম

**নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট** ঃ বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধনে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৬৫ লক্ষ ভোটার। সেই বিতর্কের মধ্যে এবার প্রবীণ কংগ্রেসে নেতা পি চিদম্বরম দাবি করলেন, তামিলনাড়ুতে ৬.৫ লক্ষ 'পরিযায়ী শ্রমিক'কে ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। এই ঘটনাকে 'উদ্বেগজনক' এবং 'অবৈধ' বললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তাঁর আশঙ্কা, নির্বাচন কমিশন দেশের স্বাভাবিক রাজনৈতিক চরিত্রকে বদলে ফেলার চেষ্টা করছে। নিবিড় সংশোধনী নিয়ে সোশাল মিডিয়া পোস্টে চিদাম্বরম বলেছেন, একদিক যখন ৬৫ লক্ষ ভোটার বিহারে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকিতে, তখনই তামিলনাড়ুতে ৬.৫ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে নতুন ভোটার হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে, বিষয়টি 'উদ্বেগজনক' এবং 'অবৈধ' প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়কে (সিএমও) ট্যাগ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ওদের (পরিযায়ী শ্রমিকদের) স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত বলা মানে শ্রমিকদের অপমান করা এবং তামিলনাড়ুর নাগরিকদের নিজেদের সরকার বেছে নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রশ্ন তুলেছেন, ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির একটি স্থায়ী এবং বৈধ বাসস্থান থাকতে হবে।

## পহেলগাঁও হামলার নৃশংস হত্যালীলায় আরও স্পষ্ট পাকযোগ!

**নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ** পহেলগাঁওয়ে হামলাকারী জঙ্গির শেষকৃত্য হল পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। গত সোমবার অপারেশন মহাদেবে নিকেশ হয় পহেলগাঁওয়ে হামলাকারী তিন জঙ্গি। তার পরেই জানা যায়, শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে, তার নিজের গ্রামে। বিশ্লেষকদের মতে, পহেলগাঁও হামলার নেপথ্য পাকযোগ আরও স্পষ্ট হল এই ঘটনায়। গত সোমবার শ্রীনগরের দাচিগাম জঙ্গলে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে মৃত্যু হয় তিন জঙ্গির। এই সামরিক অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন মহাদেব'। লোকসভায় এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলায় তিন জঙ্গিই সেনার গুলিতে মারা গিয়েছে। এই তিন জঙ্গির নাম সুলেমান, আফগান এবং জিবরান। এই তিন জনকে খাবার জুগিয়ে সাহায্য করেছিল যে ব্যক্তি তাকে আগেই আটক করা হয়েছিল। সেই নিহত জঙ্গিদের দেহ শনাক্ত করেছে।অপারেশন মহাদেবে খতম হওয়া জিবরান ওরফে হাবিব তাহিরের শেষকৃত্য হয় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের খাই গালা গ্রামে। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের অনেকেই তাহিরের শেষকৃত্যে হাজির হয়েছেন। লস্কর-ই-তইবার বেশ উচ্চপদস্থ জঙ্গি ছিল এই তাহির। তার শেষকৃত্যে হাজির হয় লস্কর কমান্ডার রিজওয়ান হানিফ। কিন্তু তাকে বাধা দেয় তাহিরের পরিবার। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বেশ অশান্তির সৃষ্টি হয় শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে। গ্রামবাসী এবং তাহিরের পরিবারকে বন্দুক বের করে ভয় দেখায় রিজওয়ানের সঙ্গীসাথীরা। শেষ পর্যন্ত শেষকৃত্য ছেড়ে বেরিয়ে যায় রিজওয়ানরা।উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ভারতের ২৫ জন পর্যটক ও এক স্থানীয় নাগরিকের। নৃশংস এই হামলার পর গত তিন মাস ধরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল জঙ্গিরা। তবে সম্প্রতি জঙ্গিদের কাছে থাকা টি৮২ আল্ট্রাসেট কমিউনিকেশন ডিভাইস চালু করে জঙ্গি মুসা। এটি এক ধরনে স্যাটেলাইট ফোন যা পহেলগাঁওয়ে হামলা চালানোর সময় ব্যবহার করে জঙ্গিরা। সেই ফোন ফের চালু হতেই সেনাবাহিনী জঙ্গিদের লোকেশন জেনে যায়। শুরু হয়ে যায় অপারেশন মহাদেবের প্রস্তুতি। শেষ পর্যন্ত সফলভাবে পহেলগাঁও হামলার জঙ্গিদের নিকেশ করা হয়েছে।

## ফের কল্যাণকে আক্রমণ মহুয়ার

নয়াদিল্লি, **৩ আগস্ট** ঃ পুরনো দ্বন্দ্ব ফের নতুন করে উসকে উঠল তৃণমূল কগ্রেসের ভেতরে। একেবারে বাছা বাছা বিশেষণে দলের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে আক্রমণ শানালেন আরেক সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মহুয়া নিজেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে রীতিমতো কড়া কড়া শব্দ প্রয়োগ করলেন। যা নিয়ে নতুন করে মহুয়া-কল্যাণ দ্বৈরথ শুরু হল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারে কেন হস্তক্ষেপ করছেন না? সঞ্চালিকার এই প্রশ্নের জবাবও মহুয়া দিলেন নিজের তীক্ষ্ণ বাকচাতুর্যের মধ্যে দিয়ে। তাঁর বক্তব্য, মমতা নিজেও এসব ' সহকর্মীদের নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলেছেন। সময় এলে তিনি নিজেই পদক্ষেপ নেবেন বলে আস্থা রাখেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। তবে মহুয়ার এহেন আক্রমণের মুখে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। গোটা ঘটনাটি তিনি

দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। তাদের নির্দেশমতো কাজ করবেন। এর মধ্যে আবার সোমবার দলের সমস্ত সাংসদকে ভারচুয়াল বৈঠকে ডেকেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মহুয়া মৈত্র ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় - দু'জনেরই হাজির থাকার কথা। সেখানেও তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন না তো তাঁরা? উল্লেখ্য, তৃণমূলের নবীন-প্রবীণ জনপ্রতিনিধি মহুয়া মৈত্র ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব নতুন নয়। একদা দিল্লিতে দলের কর্মসূচি থেকেই তার সূত্রপাত। সেসময় মহুয়ার উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করায় সাংসদের তীব্র রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল কল্যাণকে। সেবার তিনি কল্যাণের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করতেও যাচ্ছিলেন। তাঁকে শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আসরে নামেন দলের আরেক সেলেব সাংসদ। তাতে সাময়িক উত্তেজনা প্রশমন হলেও পরে মহুয়া দলকে চিঠি লিখে সবটা জানিয়েছিলেন। সেই চিঠি প্রকাশ্যেও চলে আসে।এবার সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মহুয়া নিজেই কল্যাণের নাম উল্লেখ করে রীতিমতো বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন। শ্রীরামপুরের সাংসদকে 'নারীবিদ্বেষী' 'যৌন অসুখী' বলে আক্রমণ করেন।

## রাশিয়ায় কম্পনের জেরে ৬০০ বছর পর জাগল আগ্নেয়গিরি!

**নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট** ঃ মাত্র দিনচারেকের ব্যবধানে ফের কেঁপে উঠল রাশিয়া। রবিবার সেদেশের কুরিল দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রায় কম্পন অনুভূত হয়। তবে ব।মাপের কম্পন হলেও ওই অঞ্চলে এখনও সুনামি সতর্কতা জারি হয়নি। উল্লেখ্য, লাগাতার ভূমিকম্পের জেরে কামচাটকার ক্রাশেনিন্নিকোভ আগ্নেয়গিরি ফের জেগে উঠেছে। ৬০০ বছর পর ফের এই আগ্নেয়গিরিটি সক্রিয় হয়েছে। গত বুধবার সকালে ৮.৮ মাত্রার বিরাট কম্পনে কেঁপে ওঠে রাশিয়া। ভূমিকম্পের উপত্তিস্থল রাশিয়ার পূর্ব ক্ষেত্র কামচটকা পেনিনসুলা। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আমেরিকা, জাপান-সহ একাধিক দেশে কম্পন অনুভূত হয়। ঘটনার পর রাশিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে সুনামির বিরাট ঢেউ দেখা যায়, যার উচ্চতা প্রায় ১৩ ফুট। ঘটনার পর জারি করা হয় সুনামি সতর্কতা। উপকূলের মানুষকে দ্রুত এলাকা ছা।ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরেই রাশিয়ার পূর্ব উপকূলের কুরিল দ্বীপে এবং

জাপানের হোক্কাইডো উপকূলবর্তী এলাকাতে আছড়ে পড়ে সুনামির ঢেউ। জাপান, রাশিয়ার পর আমেরিকাতেও আছড়ে পড়ে সুনামি। ক্যালিফর্নিয়া এবং হাওয়াই উপকূলে দেখা যায় প্রলয় ঢেউ। ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কম্পন রাশিয়ায়। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বুধবারের ভূমিকম্পের আফটার শকেই রবিবার ফের কেঁপেছে পূর্ব রাশিয়ার বেশ কিছু এলাকা। অনুমান করা গিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই অঞ্চলে আফটার শক চলবে। তবে ভূমিকম্প হলেও সুনামি সতর্কতা জারি হয়নি। তবে রাশিয়ার আপকালীন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, উঁচু ঢেউ আসতে পারে। তাই সৈকত থেকে দূরে থাকা দরকার। রবিবার ভূমিকম্পের খানিক পরেই রুশ সংবাদসংস্থার তরফে জানানো হয়, ৬০০ বছর পর জেগে উঠেছে সেদেশের কামচাটকা এলাকার ক্রাশেনিন্নিকোভ আগ্নেয়গিরি। তবে এখনও পর্যন্ত সেখানে অগ্নুপাতের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। তবে প্রায় ৫-৬ কিলোমিটার পর্যন্ত ছাই ছ।য়ে প।ছে। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়।

## মন্দিরে যাওয়ার পথেই সব শেষ, উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় তিন শিশু-সহ ১১ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ রবিবার সকালে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে

গোন্ডা জেলার ইটিয়াথোক জেলায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করে। চারজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল পৌঁছে গাড়িটিকে জল থেকে তোলার পাশাপাশি ১১ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই একই পরিবারের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে মোতিগঞ্জ থানা এলাকার সীহাগাঁওয়ের বাসিন্দা প্রহ্লাদ গুপ্ত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পৃথ্বীনাথ মন্দিরে যাচ্ছিলেন। মন্দিরে যাওয়ার পথেই এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডলে যোগী লেখেন, ' যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। আহতদের দ্রুত জেলাপ্রশাসন যাতে হাসপাতালে নিয়ে যায়, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

## অস্ত্র ত্যাগের প্রশ্নই নেই, স্বাধীন প্যালেস্টাইনের লক্ষ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি হামাসের

৩ আগস্ট ঃ একে একে বন্ধ হচ্ছে হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতির সব দরজা। ইজরায়েলের তরফে দেওয়া ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুরোপুরি খারিজ করল হামাস। গাজার এই সশস্ত্র সংগঠনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যতদিন না স্বাধীন প্যালেস্টাইন দেশ গঠিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করবে না হামাস।

সম্প্রতি এই ইস্যুতে বিবৃতি জারি করা হয়েছে হামাসের তরফে। যেখানে বলা হয়েছে, আমরা সশস্ত্র প্রতিরোধের অধিকার ততদিন পর্যন্ত ছাড়ব না যতদিন না জেরুজালেমকে আমাদের রাজধানী রূপে মান্যতা দিয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন প্যালেস্টাইন দেশ তৈরি হচ্ছে। হামাসের তরফে এহেন বিবৃতি এমন একটা সময়ে সামনে

এল যখন কাতার, ফ্রান্স ও মিশরের মধ্যস্থতায় সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। যেখানে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, এই দুই অঞ্চলে দ্বিরাষ্ট্র নীতি অবলম্বন করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করা হবে। বদলে হামাস পুরোপুরি নিজেদের অস্ত্র ত্যাগ করবে। তবে সেই প্রস্তাব হামাস অস্বীকার করায় সংঘর্ষবিরতির চেষ্টা পুরোপুরি চলে গেল ঠান্ডা ঘরে। এদিকে সংঘর্ষবিরতির লক্ষ্যে ইজরায়েলের তরফে হামাসকে দুটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যেখানে সকল পণবঃিদকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে হামসকে। যদিও সেই শর্ত মানতে রাজি হয়নি হামাস। সূত্রের খবর, হামাসের দাবি ছিল তেল আভিভের স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি ছাড়া একতরফাভাবে সমস্ত ইজরায়েলি পণবন্দিকে মুক্তি দিতে রাজি নয় তারা। হামাসের অভিযোগ, ইজরায়েলকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য মদত দিচ্ছে আমেরিকাই। হামসের এহেন অন। মানসিকতায় ইতিমধ্যেই গাজার একাংশ দখলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এদিকে গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা এই মারণ যুদ্ধে ইতিমধ্যেই ৬০ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গুলি-গোলার পাশাপাশি অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে নারী ও শিশুদের। গাজায় ইজরায়েলের চরম অমানবিকতার জেরে ক্ষুব্ধ ইউরোপের বহু দেশ। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ইতিমধ্যেই গাজার ক্ষুধা মেটাতে বিদেশি সাহায্যের অনুমতি দিয়েছে ইজরায়েল। ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো একাধিক দেশ রাষ্ট্রসংঘের আসন্ন অধিবেশনে প্যালেস্টাইনকে দেশের মর্যাদা দেওয়ার বার্তা দিয়েছে। সবমিলিয়ে দীর্ঘ এই যুদ্ধে কিছুটা হলেও চাপে ইজরায়েল।

## স্পিকারকে চিঠি ইন্ডি জোটের

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ লোকসভায় বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়ে আলোচনার দাবিতে সরব হল বিরোধী মঞ্চ ‘ইন্ডি জোট। শুক্রবার কংগ্রেস, ডিএমকে, এসপি, তৃণমূল, এনসিপি, শিবসেনা (ইউবিটি), আরজেডি, আরএসপি বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়ে আলোচনার দাবিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছে।একটি যৌথ চিঠিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে বিরোধীরা জানিয়েছে, এই ধরনের পদক্ষেপ দারুণ উদ্বেগের। বিহার নিয়ে যা চলছে, তার কোনও নজির নেই। কংগ্রেস, তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে, উত্তরপ্রদেশের প্রধান বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, শারদ পাওয়ারের এনসিপি, উদ্ধবপন্থী শিবসেনা, লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল, আরএসপি ও অন্যরা এই চিঠি দিয়েছে।চিঠিতে বলা হয়েছে, বিহার বিধানসভা ভোটের কয়েকমাস আগে এ ধরনের ভোটার তালিকা সংশোধনের কোনও নজির নেই। তাদের নির্বাচন কমিশন এও জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই এই পদ্ধতি গোটা দেশের জন্য প্রয়োগ করা হবে। ফলে এর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ আমরা সংশোধনীর সময় নির্বাচন ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তিত। ফলে এ বিষয়টি অবিলম্বে সভায় আলোচনা হওয়া উচিত মনে হয়।

## দলীয় নেতাদের সঙ্গে ৮ আগস্ট বৈঠক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩ আগষ্টঃ বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে এবার শুরু হতে চলেছে ভোটার তালিকায়.বিশেষ নিবি। সমীক্ষা বা এসআইআর। যার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এবার এই আবহেই দলের সমস্ত নেতা, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয়.সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়.। আগামী ৮ আগস্ট বিকেল ৪টা নাগাদ ভার্চুয়ালি ওই বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি।তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের সমস্ত সাংসদ, বিধায়ক, পুরনিগমের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা সভাপতি, জেলা পরিষদের সমস্ত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা ওই বৈঠকে যোগ দেবেন। সেই সঙ্গে তৃণমূল রাজ্য সভাপতি, সমস্ত শাখা সংগঠনের প্রধান, রাজ্য তৃণমূল কমিটির সকল সদস্য এবং কলকাতা পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলরকেও থাকতে বলা হয়েছে এই বৈঠকে। বীরভূম এবং উত্তর কলকাতার ক্ষেত্রে কোর কমিটির সমস্ত সদস্যকে ডাকা হয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। প্রায় ৪ হাজারেরও বেশি নেতা এই ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে।এবারের বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে, তা নিয়ে দলের তরফে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, আগামী ৮ আগস্টের বৈঠকে বুথ স্তরে প্রচারের নকশাও বলা হতে পারে। সেই সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হতে পারে জানা যায়।

## কৃষকদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে টাকা পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী, অরুন্ধতীনগরে অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৩ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি কর্মসূচি উপলক্ষে শনিবার দেশের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে রাজধানী আগরতলার অরুন্ধতীনগর এলাকায় রাজ্য কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজি শীল, কৃষি ও কৃষক কল্যান দফতরের সচিব অপূর্ব রায়, অধিকর্তা ডঃ ফনিভূষণ জমাতিয়া, উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দফতরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস, রাজ্য কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্রের প্রধান যুগ্ম অধিকর্তা ডঃ উত্তর সাহা, যুগ্ম অধিকর্তা রাজীব দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন উত্তরপ্রদেশের বারানসীর বানাউলি থেকে সরাসরি যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন কৃষক সম্মান নিধি কর্মসূচি উপলক্ষে ২০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সারা দেশের কৃষকদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে প্রেরণ করেন।প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী ’সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ এর কথা বলছেন। আগে সুবিধাভোগীদের টাকার বেশিরভাগ দালালরা নিয়ে যেত। কিন্তু, এখন সরাসরি কৃষকের ব্যাঙ্ক একাউন্টে চলে যায়।মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জন্য এখন ত্রিপুরায় ৪৫ হাজারের বেশী লাখপতি দিদি হয়েছেন। কৃষকদের নানা উন্নত জাতের বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হচ্ছে। জৈব চাষ ও প্রাকৃতিক চাষ ইত্যাদিতে জোর দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণে কাজ করছে বর্তমান সরকার।এদিন অরুন্ধতীনগরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পশ্চিম জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৭০ জন কৃষক অংশ নেন। কৃষকদের মধ্যে সয়েল হেলথ কার্ড দেওয়া হয়। সবশেষে উপস্থিত অতিথিরা ন্যাচারাল ফার্মিং এর প্রদর্শনী স্টল ঘুরে দেখেন।

## রক্তের বিভিন্ন অসুখের চিকিৎসায় বিএমটি সেরা, নিদান বিশেষজ্ঞের

কলকাতা, ৩ আগষ্ট, ঃ রক্তের বিভিন্ন অসুখের চিকিৎসায় বোন ম্যারো প্রতিস্থাপনই (বিএমটি) সেরা চিকিৎসা। শুরুতে এই কাজ করিয়ে নিলে রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। গডত বৃহস্পতিবার ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া ব্লাড ম্যারো সেল্যুলার থেরাপির (ইআইবিএমসিটি ২০২৫) তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের অরগানাইজিং চেয়ারপার্সন, রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. তুফান দলুই এ কথা জানান।রক্তে্র ক্যানসার (লিউকিমিয়া), থ্যালাসেমিয়া, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, লিম্ফোমা (ননহজকিন্স), মায়লোমা, ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ‘ ম্যারো’ কাজ না করা ইত্যাদি নানা রক্তের অসুখ ধরা পড়লে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অন্যান্য চিকিসা করে সাময়িক স্বস্তি পেলেও অসুখের ভোগান্তি লেগেই থাকে। শরীর মনের পাশাপাশি আর্থিক দিক থেকে নানা অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়।এবারের সম্মেলনে রক্তের অসুখের চিকিৎসার শুরুতেই বোনম্যারো (ব্লাডম্যারো) প্রতিস্থাপনের সুবিধে নিয়ে আলোচনা হবে।বিশেষজ্ঞরা জানান, এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে হাড়ের মধ্যে থাকা অস্থিমজ্জা বা বোনম্যারো হল রক্ত তৈরির উস। রক্তের নানা গ্রুপের মত বোনম্যারো থেকে নেওয়া স্টেম সেলেরও বিভিন্ন গ্রুপ থাকে, এর নাম এইচএলএ। পরিপূরক হলে তবেই বোনম্যারো প্রতিস্থাপন সম্ভব।দু’রকম ভাবে বিএমটি করা হয়। এক ‘ ট্র্যান্সপ্ল্যাঃট’ অর্থাৎ রোগীর নিজের সুস্থ অস্থিমজ্জা নিয়ে রোগীকে দেওয়া হয়। আর ‘ ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট ’ এর ক্ষেত্রে দাতা অন্য জন। ভাল হয় রোগীর নিজের ভাইবোন হলে। না হলে বাবা মায়ের মধ্যে একজনের থেকে নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৫০ এইচএলএ পরিপূরক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।ইআইবিএমসিটি ২০২৫-এর অরগানাইজিং সেক্রেটারি রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রাজীব দে জানালেন, বোন ম্যারো ট্র্যান্সপ্ল্যান্টে শন শুনতে ব। অস্ত্রোপচার মনে হলেও আসলে রক্ত সঞ্চালনের মত প্যাকেটে করে রোগীর শরীরে নানান সাবধানতা অবলম্বন করে বোন ম্যারো দেওয়া হয়।ডা তুফান দলুই জানালেন, ব্লাড ক্যানসার অর্থা লিউকিমিয়া থেকে শুরু করে, থ্যালাসেমিয়া, মায়লোমা ইত্যাদি জটিল রক্তের অসুখ যেখানে নিয়মিত রক্তঃ সঞ্চালন করা ছাড়া উপায় থাকে না, সেই সব অসুখের একমাত্র নিরাময় বোনম্যারো প্রতিস্থাপন। প্রাথমিক ভাবে খরচসাপেক্ষ মনে হলেও একবারে খরচ করে অসুখ সারিয়ে তোলা যায়। নিয়ম করে রক্তসঞ্চালন ও অন্যান্য ওষুধ ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না।দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কলকাতা সহ পূর্ব ভারতে আন্তর্জাতিক রূপরেখা মেনে চিকিৎসা করা হয়। খরচ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের মোট ২৩ টি কেন্দ্রে বোনম্যারো প্রতিস্থাপন করা হয়। শুক্র ও শনিবার রাজারহাটের একটি হোটেলে কলকাতার এই সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট সব ক’টি কেন্দ্র অংশগ্রহণ করছে।

## সত্যের জয় হয়েছে, মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার রায় প্রসঙ্গে সাধ্বী প্রজ্ঞা

ভোপাল, ৩ আগস্ট ঃ মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার রায় প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন বিজেপি নেত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। রবিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাধ্বী প্রজ্ঞা বলেছেন, সত্যের জয় হয়েছে। ধর্ম ও সত্য আমাদের পক্ষে ছিল, তাই আমাদের জয় নিশ্চিত। সত্যমেব জয়তে! আমি আগেও এটা বলেছিলাম এবং এখন এটা প্রমাণিত হয়েছে। বিধর্মিওঁ কে, দেশদ্রোহিঁ কে মুঁ কালে হুয়ে হ্যায়। তারা জবাব পেয়েছে। দেশ সবসময় ধর্ম ও সত্যের সঙ্গে ছিল এবং সবসময় থাকবে।উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় এনআইএ আদালত সম্প্রতি সমস্ত অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করেছে, যার মধ্যে সাধ্বী প্রজ্ঞাও রয়েছেন।সাধ্বী প্রজ্ঞা এদিন আরও বলেন, আদালতের সিদ্ধান্ত একেবারে স্পষ্ট। যারা এটিকে ’গেরুয়া সন্ত্রাস’ বলে অভিহিত করেছেন, তাদের মুখে এটি একটি চপেটাঘাত। তারা আগেও এটিকে ’গেরুয়া সন্ত্রাস’ এবং ’হিন্দু সন্ত্রাস’ বলে অভিহিত করেছেন। মহারাষ্ট্রের চবন (পৃথ্বীরাজ চবন) ’সনাতন আতঙ্কবাদ’, ’হিন্দুত্ব আতঙ্কবাদ’ নিয়ে কথা বলেছেন। তারা একই শ্রেণীর মানুষ। তারা সকলেই কংগ্রেসের সদস্য। উল্লেখ্য, আদালতে বেকসুর খালাস হওয়ার পর রবিবারই ভোপালের বাড়িতে আসেন সাধ্বী প্রজ্ঞা।

## ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত

নয়াদিল্লি,৩ আগষ্টঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার ( যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে,

## হিমাচলের বন্যা দুর্গতদের পাশে রাজ্যপাল শুক্লা, ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে রওনা তিনটি গাড়ি

শিমলা, ৩ আগস্ট ঃ হিমাচল প্রদেশের বন্যা দুর্গতদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজ্যপাল শিবপ্রতাপ শুক্লা। ২ আগস্ট, শনিবার হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিবপ্রতাপ শুক্লা রাজভবন থেকে বন্যাদুর্গত জেলা মান্ডি এবং কুল্লুর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বহনকারী তিনটি গা।রি যাত্রার সূচনা করেন। রাজ্য রেড ক্রস সোসাইটির মাধ্যমে পাঠানো এই ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে তাঁবু, কম্বল, ত্রিপল, স্যানিটারি সামগ্রী, খাদ্য সরবরাহ এবং অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য পণ্য যা সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ১,২০০টিরও বেশি পরিবারকে সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।রাজ্যপাল শুক্লা বলেছেন, আমি বলতে পারি, এই ত্রাণসামগ্রী সবার চাহিদা মেটাতে পারবে না, তবে এখান থেকে আগেও তিনটি গাড়ি পাঠানো হয়েছিল। আরও তিনটি গাড়ি এখন পাঠানো হয়েছে একটি কুল্লুতে এবং দু’টি মান্ডিতে। আমরা কম্বল, তাঁবু, পারিবারিক তাঁবু, সাবান, দেশলাইয়ের বাক্স, মোমবাতি, পাশাপাশি বিস্কুট, রাস্ক, তেল, স্যানিটারি প্যাড, গ্লাস ইত্যাদি পাঠাচ্ছি। আমার মনে হয় প্রতিটি গাড়িতে ৩০০-৪০০ পরিবারের জন্য উপকরণ রয়েছে। তাই এই ব্যাচে, ১২০০-১৩০০ পরিবারের জন্য ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, আমি তাঁকে এই বিষয়ে বলেছিলাম। তিনি নিজেও সময়ে সময়ে বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে চলেছেন।

## ‘এক পেড় মায়ের নাম’ অভিযানে সামিল রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃদিল্লির যোধপুর হাউসে রবিবার ‘ এক পেড় মায়ের নাম’ অভিযানের আওতায় বেল গাছ রোপণ করলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বেল জাতীয় গাছগুলি ধর্মীয় ও আয়ুর্বেদিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই জীববৈচিত্র রক্ষার ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।তিনি আরও জানান, রাজ্যে ‘এক পেড় মায়ের নাম’ ও ‘ হরিয়ালো রাজস্থান’ অভিযানের আওতায় এই বছর মোট ১০ কোটি চারা রোপণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই সাড়ে সাত কোটির বেশি গাছ লাগানো হয়ে গিয়েছে। হরিয়ালি তিজ উপলক্ষে একদিনে ২.৫ কোটি গাছ লাগিয়ে নতুন রেকর্ড গ।ছে রাজ্যবাসী।যা পরিবেশ সচেতনতার প্রতিচ্ছবি বলে মত মুখ্যমন্ত্রীর।ভজনলাল শর্মা এও বলেন, গাছ লাগানো নিছক প্রতীকী কর্ম নয়, ভবিষ্য প্রজন্মকে একটি সবুজ পৃথিবী উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। পরিবেশ রক্ষা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সেইসঙ্গে ‘ হরিয়ালো রাজস্থান’ অভিযানে আরও গতি আনার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

## রবিবার বিশ্বভারতীতে শুরু হেরিটেজ ওয়াক

বোলপুর, ৩ আগস্ট ঃ বিশ্বভারতীর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, রবিবার থেকে হেরিটেজ ওয়াকের মধ্যে দিয়ে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রাঙ্গণ। এদিন সকালে ছ’জন পর্যটককে নিয়ে শুরু হল হেরিটেজ ওয়াক। কর্তৃপক্ষের আশা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন বাড়বে পর্যটকের সংখ্যা। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে আশ্রম প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত করায় খুশি পর্যটক ও স্থানীয় মানুষ।উল্লেখ্য, কোভিডের সময় থেকে বন্ধ ছিল বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস ঘুরে দেখার সুযোগ। বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য আগেই ঘোষণা করেন, বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দর্শন এবার আরও ভালভাবে এবং নির্ভুলভাবে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা হবে।বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছিলেন, ৩ আগস্ট, রবিবার থেকে শান্তিনিকেতনে শুরু হবে এই হেরিটেজ ওয়াক। প্রশিক্ষিত গাইডের মাধ্যমে বিশ্বভারতীর মূল আশ্রম প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখার পাশাপাশি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সবিস্তারে জানতে পারবেন পর্যটকেরা। প্রথমে রবিবার করে দে। থেকে দু’ঘণ্টার জন্য এই ’ওয়াক’ হলেও, পরবর্তী সময় সপ্তাহে পাঁচ থেকে ছয় দিন হতে পারে। সেইমতই এদিন শুরু হয় হেরিটেজ ওয়াক।

## উত্তর প্রদেশে সততার সঙ্গে নিয়োগ পরিচালিত হচ্ছেঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৩ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার উত্তর প্রদেশ পুলিশ টেলিযোগাযোগ বিভাগের নবনির্বাচিত কর্মচারীদের নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ২০১৭ সালে পুলিশ নিয়োগ শুরু করার পর থেকে, উত্তর প্রদেশ পুলিশ এখনও পর্যন্ত ২,১৭,৫০০ জনেরও বেশি পুলিশ কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করেছে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, একসময় তরুণরা পরিচয় সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। একটি পরিবার এবং একটি দলের অপকর্মের ফলে সৃষ্ট সেই সংকট সমগ্র রাজ্যের জন্য কলঙ্ক বয়ে এনেছিল। সেই পরিবার এবং দলের অন্যায়ের ফলে তকালীন ২০ কোটি জনগণকে এর পরিণতি ভোগ করতে বাধ্য করা হয়, যার ফলে উত্তর প্রদেশে অনাচার, গুন্ডামি এবং দীর্ঘস্থায়ী কারফিউ জারি করা হয়। ২০১৭ সালে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর, আমরা নিযগে বোর্ডকে শক্তিশালী করেছিলাম যাতে প্রক্রিয়া।টি সম্পূর্ণ সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালিত হয়।

## কংগ্রেস ও আরজেডি-র পুরো খেলা ধরা পড়ে গিয়েছেঃসম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ বিশেষ নিবি। সংশোধনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিক্ষোভ ও নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে উপর্যুপরি আক্রমণ নিয়ে এবার কংগ্রেস ও আরজেডি-কে আক্রমণ করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র।তিনি বলেছেন, সর্বোচ্চ নেতার দু’টি এপিক নম্বর, তাহলে কার্যকর্তাদের অবস্থা ভাবুন। এই কারণেই কি তারা এসআইআর-কে ভয় পাচ্ছে? কল্পনা করুন এই কংগ্রেস এবং আরজেডি নেতা এবং তাদের কর্মীরা, যারা বুথ দখল করত এবং গুন্ডামির ভিত্তিতে জিতত, তাদের পুরো খেলা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে।বিজেপি মুখপাত্র তথা সাংসদ সম্বিত পাত্র আরও বলেছেন, তেজস্বী যাদব দু’টি জায়গায় ভোট দিয়েছেন। তাহলে ভাবুন তার দলের কর্মীরা কী করছেন। এই কারণেই তিনি এতটা বিরক্ত... তেজস্বী যাদব কি ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়নের সময় ভুল হলফনামা দাখিল করেছিলেন? তিনি কি শপথ নিয়ে মিথ্যা কথা বলেছিলেন?

## ঘরের ভিতর তিনটি নিথর দেহ, চাঞ্চল্য রাঁচিতে

রাঁচি, ৩ আগস্ট ঃ রবিবার সকালেও বন্ধ ঘরের দরজা খুলছিল না। ভেতরে যে এমন দৃশ্য অপেক্ষা করছিল, তা কল্পনাও করেনি বাসিন্দারা। শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত ফ্ল্যাটের দরজা না খোলায় প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ফ্ল্যাটে ঢুকে এক মহিলার ও তার দুই সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধার করে।ঘটনাটি ঘটেছে, রবিবার সকালে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত এলাকার লাটমা অঞ্চলে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এক মায়ের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত প্রাণ কেড়ে নিল তিনটি জীবন। মৃত মহিলা যুক্তা সিংহ (৩৪), তাঁর মেয়ে আরাধ্যা (১৪) ও ছেলে আরব (১২) তিনজনেই একই ঘরে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয় এদিন।প্রাথমিক

## রাশিফল

**মেষঃ**আজ আপনি অনেক নতুন কিছু হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারেন। আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা আপনি শীঘ্রই আপনি বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ পেতে চলেছেন। আজকে রোমান্সের জন্য খুবই ভালো দিন। শুভ দিন হবে।

**বৃষঃ**আজকের দিনে আপনি সম্ভবত খুবই অধৈর্ষ ও অস্থির হয়ে পাবেন। তা সত্ত্বেও যে আপনি যথেষ্ট ধীরস্থির থাকতে ও কাজে মন দিতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবেন, তার জন্য নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দিন।

**মিথুনঃ**যারা একা আছেন তারা একটা তাজা টাটকা প্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। যারা সম্পর্কে আছেন যাদের বুঝে কথা বলা উচি নাহলে কেস খাবেন। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দাযিত্বের জন্য আর্থিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করা বেশ শক্ত। কাজের জায়গায়, আপনার দায়িত্ব নেওয়া প্রতিটি কাজ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। সংসারে শান্তি হবে।

**কর্কটঃ**প্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহাযতা করবে।

**সিংহঃ**আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।

**কন্যাঃ** যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল

**তুলাঃ**পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে

**বৃশ্চিকঃ**আপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে

**ধনুঃ**আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ।

**মকরঃ** সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ।

**কুম্ভঃ** আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।

**মীনঃ**প্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোমাঃটক নৈশভোজ, লোভনীয়. মুখরোচক মিষ্টির মতো মনে হতে পারে! আপনার একটি হাসিখুশি, প্রফুল্ল এবং সুরেলা সন্ধ্যা কাটতে পারে। অর্থনৈতিক দিকে, আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। কাছের

## আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৯ জুলাই, মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৭৯সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার- সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫ম০০০নিট এবং রাত ১১টা ৫৫০০০০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

# সুন্দরবনের মোহনায় বাড়াছে ইলিশ, বাজারে বাড়তে পারে রূপালি সোনার জোগান

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ সুন্দরবনের মোহনায় ভিড় বাড়াচ্ছে ইলিশ, ভরসা দিচ্ছে মৎস্যজীবীদের জাল; পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বাড়তে পারে রূপালি সোনার জোগান। বাঙালির শ্রাবণ-ভদ্র মানেই ইলিশ। আর সেই রূপালি মাছের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে বলেই মনে করছেন মৎস্যজীবীরা। কারণ, সম্প্রতি সুন্দরবনের মোহনায় ধরা পড়ছে প্রচুর ইলিশ। মাঝিমাল্লারা জানাচ্ছেন, প্রতিদিনই বড় আকারের

ইলিশ মিলছে জালে। এই পরিস্থিতি বজায় থাকলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই রাজ্যের বাজারে ইলিশের জোগান যেমন বাড়বে, তেমনি দামও কিছুটা কমবে বলে আশা করছেন মাছ ব্যবসায়ীরা।

প্রতিবছর বর্ষাকাল শুরু হলেই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে শুরু হয় ইলিশ ধরার মরসুম। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সময়কেই 'ইলিশ মরসুম' বলা হয়। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে এই সময়েও জালে তেমন ইলিশ উঠছিল না। আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অপরিণত ইলিশ ধরা;এসব নানা কারণে ইলিশের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু এ বছর সেই ছবিতে কিছুটা হলেও পরিবর্তনের আভাস মিলছে।

সুন্দরবনের নামখানা, মৌসুনি, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগর, হেনরিজ আইল্যান্ড, গোসাবা,এসব জায়গা থেকে প্রতিদিনই ফিরছেন শতাধিক ট্রলার। আর তাদের জাল ভর্তি হয়ে ফিরছে বড় বড় ইলিশে। নামখানার মৎস্যজীবী সংগঠন জানাচ্ছে, সমুদ্রের জলে এখন উপযুক্ত মাত্রায় অক্সিজেন রয়েছে এবং স্রোতের গতিও অনুকূল, যা ইলিশের উপকূল অভিমুখে আসার সম্ভাবনাকে বাড়িয়েছে।

এদিকে মাছ ধরার ক্ষেত্রেও এবার বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলেছেন মৎস্যজীবীরা। জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৬২ দিন সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। সেই নিষেধাজ্ঞার সময় প্রকৃতি নিজের গতিতে ইলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি, মাছ ধরার জন্য নির্দিষ্ট আকৃতির ফাঁসযুক্ত জাল ব্যবহারের নির্দেশও পালন করেছেন অধিকাংশ ট্রলার মালিক ও মাঝিমাল্লারা। এতে করে খুব ছোট আকারের ইলিশ ধরা পড়েনি, ফলে ইলিশের প্রজনন বাড়তে পেরেছে বলে অনুমান।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৎস্যজীবী দিব্যেন্দু মাইতি বলেন, এবার বড় আকারের ইলিশ অনেক পাওয়া যাচ্ছে। ৭০০-৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ জালে উঠছে নিয়মিত। কেউ কেউ এক কেজি ওজনের ইলিশও ধরেছেন। এই প্রবণতা যদি আরও কিছুদিন চলে, তাহলে রাজ্যের সমস্ত বড় মাছ বাজারে ইলিশের জোগান অনেকটাই বাড়বে। গত দু'বছর ধরে যে ভাবে কেজি প্রতি ইলিশের দাম ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, এবার সেই দামে কিছুটা ভারসাম্য আসতে পারে।

তবে শুধুমাত্র জোগান বাড়লেই তো হবে না, বাজারে সেই ইলিশ ঠিকঠাক বণ্টনের ব্যবস্থাও জরুরি। ইতিমধ্যেই হাওড়া, শিয়ালদহ, গড়িয়া, নিউ মার্কেট, বরাহনগর, বারাসত, রাজারহাট, সোনারপুর সহ কলকাতা এবং আশপাশের বেশ কয়েকটি বড় বাজারে ইলিশের আমদানি শুরু হয়েছে। বেহালা সাকরাইল বাজারের মাছ ব্যবসায়ী মুকুন্দ সরকার জানান, তএখন বাজারে ৫০০-৬০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মিলছে ৮০০ থেকে ১২০০ টাকার মধ্যে। আরও সস্তা হতে পারে যদি এই জোগান বজায় থাকে।

এদিকে রফতানির বাজারেও আশার সুর। বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে ইলিশের প্রজনন ও সংরক্ষণ নিয়ে যে পরিকল্পনা চলছে, তাতে সফল হলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যে ইলিশের আদান-প্রদান আরও বাড়তে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তবে এ মুহূর্তে রাজ্যবাসীর চোখের সামনে ভরসার ছবি হল, বাংলার উপকূলে পাওয়া ইলিশেই কিছুটা তৃপ্তি মিলছে।

রাজ্য মৎস্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, মৎস্যজীবীদের উৎসাহ দিতে ও টেকসই মাছ ধরা বজায় রাখতে আগামী দিনে আধুনিক ট্রলার, জিপিএস প্রযুক্তি, সুরক্ষা উপকরণ এবং সঠিক জাল ব্যবহারের উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি, জেলাশাসকদের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থাও জারি থাকবে যাতে অপরিণত ইলিশ ধরা না পড়ে। ইতিমধ্যেই সাগরদ্বীপ ও নামখানার আশপাশে 'ইলিশ উৎসব' পালনের ভাবনা চলছে স্থানীয় পর্যায়ে।

ইলিশকে কেন্দ্র করে যেমন বাঙালির আবেগ জড়িয়ে রয়েছে, তেমনই রয়েছে জীবিকার গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই ইলিশ ধরা, সংরক্ষণ এবং বণ্টনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রতিটি পর্বেই দায়িত্বশীলতা প্রয়োজন।

যদিও আবহাওয়ার মেজাজ কেমন থাকবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। হঠাৎ করে সমুদ্রে নিম্নচাপ তৈরি হলে বা প্রবল ঢেউ উঠলে মাছ ধরার কাজ আবার ব্যাহত হতে পারে। তাই এই মুহূর্তে যতটা সম্ভব মাছ ধরার চেষ্টা করছেন মাঝিমাল্লারা। তাঁরা জানাচ্ছেন, সমুদ্র এখন শান্ত। তবে আরও এক সপ্তাহ এই পরিবেশ বজায় থাকলে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তাদের রসনাকে কিছুটা হলেও তৃপ্ত করতে পারবেন বহু প্রতীক্ষিত ইলিশ দিয়ে। সব মিলিয়ে, অনেকদিন পর পশ্চিমবঙ্গের বাজারে ইলিশের সম্ভাব্য জোয়ারে আশার আলো দেখছেন সকলেই। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকলে ও প্রশাসনের সক্রিয় তদারকি অব্যাহত থাকলে বাঙালির শ্রাবণ-ভাদ্র আবারও ফিরে পেতে পারে তার ঐতিহ্যবাহী রূপালি সঙ্গীকে।

# উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা, নিম্নচাপে হতে পারে অতি ভারী বৃষ্টি

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা, গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে হতে পারে অতি ভারী বৃষ্টি। আবারও রাজ্যের আবহাওয়ায় বড় রকমের পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক দিনে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত, যা ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে। সেই ঘূর্ণাবর্ত থেকে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের বলয়ের প্রভাবে উত্তরবঙ্গে প্রবল বর্ষণ হতে পারে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

বিশেষত, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় আগামী কয়েক দিন ধরে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় ২০০ মিলিমিটার বা তারও বেশি বৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা। পাহাড়ি এলাকায় এই ধরনের অতি বৃষ্টির ফলে ধস নামার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না হাওয়া অফিস। নদী ও পাহাড় ঘেরা অঞ্চল হওয়ায়, প্রবল বৃষ্টিপাতে জলস্তর হঠাৎ বেড়ে গিয়ে জনজীবনে প্রভাব ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আবহাওয়া দফতরের মতে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, যা নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি ধীরে ধীরে বিহার ও উত্তরবঙ্গের দিকে সরে আসছে। এর সঙ্গে রয়েছে প্রচুর জলীয় বাষ্প, যা বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসছে। এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবে আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক বর্ষণের পূর্বাভাস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা ড. হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, স্কুএই নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টি ধীরে ধীরে তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। এর ফলে পাহাড়ি জেলা এবং প্লাবনপ্রবণ অঞ্চলে বাড়তি সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে এই সময়টিতে এমনিতেই বৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এবারের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃষ্টির মাত্রা এতটাই বেশি হতে পারে যে তা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তাগুলি ধসের কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে নদী উপচে প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, যে সব এলাকায় অতীতে ধস নামার ইতিহাস রয়েছে, সেই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফে পাঠানো হয়েছে বিশেষ টিম। জাতীয় সড়ক এবং রেলপথ সচল রাখতে ইতিমধ্যেই রেল কর্তৃপক্ষ ও সড়ক দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় শুরু হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে যাঁরা পর্যটনে গেছেন, তাঁদেরও নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত তেমন কোনও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কলকাতা সহ দক্ষিণের বেশিরভাগ জেলাতেই আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হলেও, তা কোনও ভাবেই উত্তরবঙ্গের মতো তীব্র হবে না। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান ও নিম্নচাপের গতিপথ সম্পূর্ণরূপে উত্তর দিকে হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গ আপাতত বিপদের বাইরে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী হতে পারে। ফলে, শুধু উত্তরবঙ্গই নয়, পরে বিহার, অসম, ও মেঘালয়েও এই নিম্নচাপের প্রভাব পড়তে পারে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করেছে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার জন্য। এর মানে, প্রশাসন ও নাগরিক;উভয় পক্ষকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে।

আবহাওয়ার এই রূপ বদলের প্রভাব পড়তে পারে কৃষিক্ষেত্রেও। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে ধানচাষ এই সময়ে পুরোদমে চলে। কিন্তু অতিবৃষ্টিতে জমিতে জল জমে গেলে ধানগাছের ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ে। সেচ দপ্তর ও কৃষি দপ্তর থেকে কৃষকদের সতর্ক করা হয়েছে যাতে তাঁরা আগাম ব্যবস্থা নিতে পারেন।

এদিকে আবহাওয়া নিয়ে আতঙ্কের আবহে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, রাজ্যে এখনও বর্ষার বৃষ্টি পুরোপুরি সক্রিয় নয়, কিন্তু এত দ্রুত ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে কেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, বঙ্গোপসাগরের উষ্ণতা এবং জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে এখন প্রায় নিয়মিতই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে এই পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ রূপ নেবে, তা বলা কঠিন হলেও প্রশাসন সতর্ক।

# তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাব কমাতে বিজেপির উত্তরবঙ্গে তোড়জোড়

ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের দিনই শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা অভিযান করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। ওই দিন ধর্মতলার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, এ বার থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের কোনও কর্মসূচি হলে পাল্টা কর্মসূচি করবে তাঁর দল। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণাকে হাতিয়ার করেই কোচবিহার জেলা তৃণমূল শুভেন্দুর কর্মসূচির পাল্টা কর্মসূচি সাজিয়েছে। ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের সাক্ষাতের পাল্টা যে কর্মসূচি শাসকদলের জেলা সংগঠন নিয়েছে, সেই বিষয়টি জানানো হয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদেরও। এ ক্ষেত্রে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে যাতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সমর্থন পাওয়া যায়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাইছেন কোচবিহার জেলার বিজেপি নেতৃত্ব ।দিনকয়েক আগে ঘোকসাডাঙায় বিজেপি বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনার পর ৬৫ জন বিধায়ক নিয়ে এসে সভা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কোচবিহার জেলা তৃণমূল। সেই ঘোষণার পরেই বিরোধী দলনেতা তথা দলীয় বিধায়কদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বিশেষ বন্দোবস্ত করতে শুরু করেছেন কোচবিহার জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তবে বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তায় তাঁরা কী পদক্ষেপ করতে চলেছেন, সে বিষয়ে এখনই খোলসা করতে নারাজ তাঁরা। কারণ, তাঁদের নিরাপত্তার কৌশল তৃণমূল নেতৃত্ব বা রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা জেনে গেলে, কর্মসূচি নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। বিরোধী দলনেতা ৫ অগস্ট, মঙ্গলবার কোচবিহারে এসে তাঁর বিধানসভার সতীর্থদের নিয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করবেন ।এর পাল্টা ওই দিনই জেলার ১৯টি জায়গায় এনআরসি-বিরোধী অবস্থান আন্দোলন করবে তৃণমূল। শনিবার জেলা তৃণমূলের কার্যালয়ে ওই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ।কোচবিহারের বাবুরহাট, ঘুঘুমারি, মাথাভাঙা, সিতাই, চ্যাংরাবান্ধা, তুফানগঞ্জ, ভেটাগুড়ি-সহ বহু জায়গায় সভা চলে। দুপুর ২টো পর্যন্ত এই সভাগুলি হবে। ফলে কোচবিহারে ঢোকার সমস্ত এন্ট্রি পয়েন্টে তৃণমূলের কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক জমায়েত করেছে বলে তৃণমূলের দাবি। তৃণমূলের এই কর্মসূচির ফলে যাতে বিরোধী দলনেতার কর্মসূচি কোনও ভাবেই প্রভাবিত না হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাইছেন কোচবিহার বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি ৬৫ জন বিধায়ক যাতে কোনও ভাবেই আক্রান্ত না হন, সেই বিষয়টিও তাঁদের মাথায় রয়েছে। যদিও রাজ্য বিজেপির এক নেতা জানাচ্ছেন, বিরোধী দলনেতা-সহ বিধানসভার বিজেপি বিধায়কেরা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পান। ওই দিন কর্মসূচির সময় সেই নিরাপত্তারক্ষীরা উপস্থিত থাকবেন। তাই নিরাপত্তা নিয়ে তাঁরা বিশেষ চিন্তিত নন। তবে বিজেপির কর্মসূচি বানচাল করার চেষ্টা হলে যে পাল্টা কর্মসূচি দিয়েই কোচবিহার উত্তপ্ত করে দেওয়া হবে, সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে রাজ্য বিজেপির তরফে।

## ক্লাব সমন্বয় সমিতির প্রতিবাদী পদযাত্রা

নববারাকপুর,৩ আগস্ট ঃ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষী ও বাঙালিদের উপর লাগাতার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে গোটা বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ভাষা আন্দোলনে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বিকেলে বাংলা ভাষীদের ওপর বিজেপির সন্ত্রাস ও বাংলা বিদ্বেষের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পথে নামল নববারাকপুরে ক্লাব সংগঠন গুলিও। নববারাকপুর ক্লাব সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে থেকে প্রতিবাদী পদযাত্রা শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষ হয় পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের ঋষি বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোডে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূর্তির পাদদেশে। ছিলেন ক্লাব সমন্বয় সমিতির সভাপতি তথা পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, সম্পাদক তথা পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মিত্র সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি, ক্লাব সংগঠনের সংগঠক, সদস্যরা ও মহিলারা। বাংলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিজেপি সরকারের তীব্র বিষেদগার করেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। নববারাকপুরে সামাজিক সংগঠন গুলির ঐক্যবদ্ধ সংঘবদ্ধতা কে সাধুবাদ জানান বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণের প্রতিবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য।

# 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে প্রথম দিনেই ব্যাপক সাড়া হাওড়া অঞ্চলে

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে প্রথম দিনেই ব্যাপক সাড়া হাওড়ায়। বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। মন্ত্রী বলেন, 'সমস্যার মধ্যে দিয়েই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। আশা করব এই সমস্যা মেটাতে পারব।'

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে প্রথম দিনেই ব্যাপক সাড়া হাওড়ায়। বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। মন্ত্রী বলেন,

'সমস্যার মধ্যে দিয়েই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। আশা করব এই সমস্যা মেটাতে পারব।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ২ আগস্ট, ২০২৫ শনিবার থেকে সারা বাংলা জুড়ে চালু হয়েছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প। এর মাধ্যমে পাড়ার ছোট ছোট বিভিন্ন সমস্যাগুলিরও ( যেমন জলের কল, ইলেকট্রিক পোল বসানো, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে না, আবর্জনা জমে আছে, খেলার মাঠের বেহাল দশা ইত্যাদি ) দ্রুত সমাধান করা যাবে। শনিবার সকাল থেকে হাওড়াতেও শুরু হয় 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। এদিন সকাল থেকে মানুষের উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মতো। হাওড়া ও বালি পুরসভা এলাকায় এদিন বেশ কয়েকটি ক্যাম্প হয় ।তিনটি বুথ নিয়ে করা হয় একটি ক্যাম্প। প্রতি বুথে কাজের জন্য বরাদ্দ রয়েছে দশ লক্ষ টাকা। এদিন সকালে হাওড়ার শরৎ সদনে একটি ক্যাম্পে আসেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। নিজেদের এলাকার সমস্যা জানাতে আসা মানুষজনের সাথে তিনি কথাও বলেন। রাস্তার বেহাল দশা, রাস্তায় জল জমা, পানীয় জলের সমস্যা সহ বিভিন্ন অসুবিধার কথা তাঁরা জানান মন্ত্রীকে। তাঁদের অভিযোগ নথিবদ্ধ করা হয়। সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেন মন্ত্রী। এদিন মন্ত্রী ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের শরৎ সদন, ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শিক্ষাসদন এবং ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের আমন্ত্রণ উৎসব ভিলায় শিবির পরিদর্শন করেন। ওই ক্যাম্পগুলোতে কর্তব্যরত আধিকারিকবৃন্দ ও উপস্থিত জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন তিনি। প্রসঙ্গত, নাগরিক পরিষেবা আরও ভালো করে পেতে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি সাধারণ মানুষের জন্য কাজে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। বরাদ্দ টাকা দিয়ে কাজের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি বুথের সমস্যার সমাধান করার। এর জন্য প্রতিটি বুথের জন্য ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। রাস্তা, পুকুর, পানীয় জল, নিকাশি, আলো প্রভৃতি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় জমা জলের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়েছে। সেই মাস্টার প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশন হলে জমা জলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জল আর দাঁড়াবে না। বেলিলিয়াস রোড, ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস প্রভৃতি একাধিক রাস্তা সারানোর জন্য ওয়ার্ক অর্ডার তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য রাস্তা সারানোর কাজ হচ্ছে না। সমস্যা আছে। হাওড়ার মানুষের সমস্যা রয়ে গেছে। এটা সমাধান করতে হবে। পুরসভাও চেষ্টা করছে। পুরসভার কর্মী সংখ্যা কম। অনেক সমস্যা আছে। সেই সমস্যার মধ্যে দিয়েই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। আশা করব এই সমস্যা মেটাতে পারব। ক্যাম্পে পুরসভার কর্মী সংখ্যা বেশি আছে। এই কাজ তাঁরা করবেন। ভোটার লিস্টের কাজ সরকারি কর্মীরা করবেন।' অন্যদিকে, এদিন দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ঝোড়হাট অঞ্চলে ক্যাম্প পরিদর্শন করেন হাওড়া পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী। বালিতে ক্যাম্প পরিদর্শন করেন বালির বিধায়ক ডা রানা চ্যাটার্জি। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে ক্যাম্প ঘুরে দেখেন উপ মুখ্য প্রশাসক দেবাংশু দাস। মধ্য হাওড়ায় ক্যাম্প পরিদর্শন করেন পুরসভার কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়াল। আন্দুলে ক্যাম্প পরিদর্শন করেন

# সৎমায়ের অত্যাচারে থানায় নাবালিকা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩ আগস্ট ঃ এবারে সমায়ের অত্যাচারে বাড়িতে থাকতে না পেরে পুলিশে অভিযোগ করলো ক্যানিংয়ের ১৪ বছরের এক নাবালিকা ।বাড়িতে খেলাধুলোর বয়সে মেয়েটি সংসারের যাবতীয় কাজ করে। তার পরেও সমা খুশি নন। দিনের পর দিন মারধর করা হয় ঐ নাবালিকাকে ।অবশেষে স্কুল থেকে বাড়ি না ফিরে সে সোজা চলে যায় থানায় ।মা নেই। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। কিন্তু সমায়ের জন্য বাড়িতে থাকাই দায় হয়েছে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর ।আর তাই বিহিত চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলো সে। অভিযোগ পেয়ে নাবালিকার বাবা ও সৎমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। দঃ ২৪ পরগনার জয়নগর লোকসভার ক্যানিংয়ের থুমকাঠি জুনিয়র হাই স্কুলে পড়াশোনা করে নাজিরা মোল্লা। বয়স ১৪ বছর। পড়াশোনা, খেলাধুলোর বয়সে মেয়েটি সংসারের যাবতীয় কাজ করে। তার পরেও সমা খুশি নন। পুলিশের কাছে তার অভিযোগ, দিনের পর দিন সমা তাকে মারধর করছেন। পান থেকে চুন খসলেই গালাগালি, বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ।ছোট থেকেই সে বাসন মাজা থেকে শুরু করে ঘর মোছা, আনাজ কাটা থেকে বাড়ির সব টুকিটাকি কাজ

# সম্পত্তি বিবাদে কাকা ভাইপোর দ্বন্ধে খুন

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ বুড়ো বুড়ো এলাকায় সম্পত্তি বিবাদের জেরে কাকা-ভাইপোর রক্তাক্ত সংঘর্ষ, মৃত্যু ভাইপোর।

বাড়ির মধ্যে চিৎকার, ধস্তাধস্তি, আর তারপর রক্তাক্ত দেহ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বুঁদবুঁদ এলাকায় ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা। অভিযুক্ত কাকা, নিহত ভাইপো। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল দুই পরিবারের মধ্যে। সেই দ্বন্দ্ব রক্তাক্ত মোড় নিল রবিবার রাতে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে নিজের ভাইপোকে খুন করল কাকা। এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে শোক ও আতঙ্ক।

ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাঁচু বেড়িয়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মণ্ডলপাড়া এলাকায়। নিহত যুবকের নাম বিক্রম মণ্ডল, বয়স ২৫ বছর। অভিযোগ, তার কাকা প্রশান্ত মণ্ডল, যিনি দীর্ঘদিন ধরেই পারিবারিক জমি নিয়ে বিবাদের কেন্দ্রে ছিলেন, তিনিই ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিক্রমকে আক্রমণ করেন। একাধিক আঘাতের জেরে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে যুবক। পরিবারের সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রতিবেশীদের একাংশ জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ করেই বিক্রম ও তার কাকার মধ্যে তীব্র ঝগড়া শুরু হয়। আগে থেকেই জমি নিয়ে মনোমালিন্য ছিল। এদিন তা চরমে পৌঁছয়। প্রথমে গালিগালাজ, তারপর হাতাহাতি, এবং শেষে ঘটনাটি রক্তক্ষয়ী আকার ধারণ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রশান্ত মণ্ডল হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছুটে এসে একাধিকবার কোপ মারেন বিক্রমকে। রক্তে ভেসে যায় এলাকা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বজবজ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত প্রশান্তকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদ দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। ওই জমিতে কে থাকবে, কে ভাড়া তুলবে, এই নিয়েই দ্বন্দ্ব।

# মুর্শিদাবাদে মাদক পাচার বন্ধে বিএসএফ

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ বিএসএফ সূত্রের খবর, শুক্রবার গভীর রাতে লালগোলার খান্দুয়া বিওপি-র ৭১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কর্তব্যরত মহিলা জওয়ান দুই সন্দেহভাজনকে সীমান্তের দিকে এগোতে দেখেন। ওই জওয়ান তাঁদের পিছু নেন। বিষয়টি দ্রুত অন্যদের জানান ওই মহিলা জওয়ান। শূন্যে রাবার বুলেট ছোড়েন তিনি। দু'জন সেটা বুঝতে পেরে ছুটে গ্রামের দিকে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। জওয়ানেরা বেশ কিছু ক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও তাঁদের হদিস পাননি। সীমান্ত লাগোয়া ওই এলাকায় অনুসন্ধান শুরু হয়। একটি ঝোপের আড়াল থেকে উদ্ধার হয় তিনটি প্লাস্টিকের ব্যাগ।

মুর্শিদাবাদের লালগোলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মাদক পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করা হলেও এখনও কেউ আটক বা গ্রেফতার হয়নি। বিএসএফ সূত্রে খবর, কয়েক জনকে সন্দেহজনক ভাবে কাঁটাতারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখে কর্তব্যরত এক মহিলা জওয়ান তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করেন। সেই সময় পাচারকারীরা পালিয়ে গিয়েছিল। ওই জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে মেথাক্যালোন, ব্রুসিন এনহাইড্রেস এবং কোডিন উদ্ধার করা হয়।

# বাঁকুড়াতে এখন বৃষ্টি কমলেও দুর্ভোগ

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ বাঁকুড়ায় বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টির জেরে ফুঁসতে শুরু করে দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শালি, শিলাবতী, ভৈরোবাঁকি-সহ একাধিক নদী। নদীগুলির জলস্তর এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, দ্বারকেশ্বর ও গন্ধেশ্বরী নদীর উপর থাকা সেতু জলের তলায় চলে যায়। শুক্রবার দুপুরের পর বাঁকুড়ায় আর ভারী বৃষ্টি না-হওয়ায় শনিবার সকাল থেকে নদীগুলির জলস্তর নামতে শুরু করে। এর ফলে শনিবার জলমুক্ত হয় গন্ধেশ্বরী নদীর মানকানালি সেতু। দ্বারকেশ্বর নদের জলস্তর নামলেও, শনিবারও ওই নদের উপর থাকা ভাদুল ও মীনাপুর সেতুর প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চতা দিয়ে জল বইতে থাকে। এতে যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ ছিল। দ্বারকেশ্বর নদের কেঞ্জাকুড়ার সেতু পুরোপুরি জলমুক্ত না হলেও, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ডুবে থাকা ওই সেতু দিয়ে শনিবার দুপুর থেকে পারাপার করেন সাধারণ মানুষ।

সে ভাবে ভারী বৃষ্টি না-হওয়ায় সামগ্রিক ভাবে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হল বাঁকুড়ায়। জেলার নদীগুলির জলস্তর বিপদ সীমার নীচে নেমে গেলেও, ডুবে থেকেছে একাধিক সেতু ও রাস্তা।

# বিধায়ক তহবিলের টাকায় দুটি শ্মশানঘাটের উদ্বোধন হিঙ্গলগঞ্জে

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ হিঙ্গলগঞ্জের বরুনহাটে, বিধায়ক তহবিলের অর্থানুকুল্যে নির্মিত দুটি শ্মশানঘাটের উদ্বোধন হলো। বরুণহাট, রামেশ্বরপুর সংলগ্ন বেশ কিছু গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে শ্মশানঘাটগুলি সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্মশানঘাট নির্মানে সহযোগিতার হাত বাড়ান বিধায়ক। বিধায়ক তহবিলের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত হয় দুটি শ্মশানঘাট।

রবিবার, হাসনাবাদ ব্লকের বরুনহাট রামেশ্বরপুর পঞ্চায়েতের বরুনহাট লস্করপাড়া ও দক্ষিণ বরুনহাটে দুটি শ্মশান ঘাটের উদ্বোধন হলো। বিধায়ক দেবেশ মন্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামেশ্বরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান আবুল কালাম, হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, অঞ্চল সভাপতি নাড়ুগোপাল হরি সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ও স্থানীয়বাসিন্দারা।

বিধায়কের কথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গেটা বাংলার উন্নয়নে মানুষের প্রয়োজন উপলব্ধি করে যে কাজ গুলো করা দরকার। এই গ্রাম গুলিতে শ্মশানঘাটের প্রয়োজন ছিলো, মানুষের আকাঙ্খা ছিলো সেই আকাঙ্খার কথা কে প্রাধান্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ দিয়ে সহযোগিতার কথা বলেন সেই মতো শ্মশানঘাট দুটি নির্মিত হয়েছে। স্থানীয় প্রধান আবুল কালাম বলেন শ্মশানঘাট গুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিলো,মানুষের অসুবিধার কথা অনুধাবন করে বিধায়কের কাছে আবেদন করা হয়েছিলো ।তিনি তার তহবিলের কুড়ি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। সেই অর্থে চারটি শ্মশান ঘাট সংস্কার ও নির্মান কার্য হয়। তার থেকেই দুটির উদ্বোধন হলো রবিবার। গ্রামবাসীদের কথায় দীর্ঘদিনের দুরবস্থার অবসান হওয়ায় তারা স্বস্তি পেয়েছেন। পূর্বে সংস্কারের অভাবে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ সৎকারে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো। নবনির্মিত ঘাটে এখন থেকে স্থানীয়দের আর অসুবিধা হবে না বলে মত এলাকাবাসীর,তবে আগামীতে শ্মশানঘাট সংলগ্ন স্থানে একটি ঘাটের ব্যবস্থার দাবি করেন তারা।

# তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সমাবেশের প্রস্তুতি শুরু হল হাসনাবাদে

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ তৃণমূলে ছাত্র সমাবেশের প্রস্তুতি শুরু হাসনাবাদে। আগামী ২৮ শে আগষ্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ।টি.এম.সি.পি র প্রতিষ্ঠা দিবসে গান্ধী মুর্তির পাদদেশে ছাত্র সমাবেশে ছাত্র সমাজের উদ্দ্যেশ্যে বার্তা দেবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্র সমাবেশ কে সফল করতে ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। রবিবার,হাসনাবাদ দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আমলানী হরিপুরে দেওয়াল লিখনের মধ্যদিয়ে সমাবেশের প্রস্তুতি শুরু হলো ।রবিবার এই দেওয়াল লিখনে ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রতিনিধিরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বও ।দেওয়াল লিখনে হাত লাগান হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য, ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আসলাম গাজী, আমালনী পঞ্চায়েতের উপ প্রধান নাসিরুদ্দিন গাজী , প্রধান প্রতিনিধি ধনঞ্জয় মন্ডল, হাসনাবাদ দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি কালাম শেখ, সহ সভাপতি হাবিব গাজী সহ অন্যান্নরাও।

আসলাম গাজী বলেন, হাসনাবাদ ব্লকের ছাত্র যুবরা সবসময় এগিয়ে থাকে, এই দিনটি আবেগের দিন,ইতিমধ্যে সমাবেশের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে,বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা হাসনাবাদ থেকে সমবেত ভাবে এই সমাবেশে সামিল হবে ।কয়েক হাজার মানুষ হাসনাবাদ ব্লক থেকে এই সমাবেশে যোগ দেবে বলেন তিনি ।কালাম গাজী বলেন হাসনাবাদ ব্লক থেকে এবছর রেকর্ড সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী এবছর গান্ধী মুর্তির পদদেশে ছাত্র সমাবেশে যোগদেবে।

# কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে বৃষ্টির জলে রাস্তা বেহাল

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ কলকাতা শহরের বিভিন্ন রাস্তার দায়িত্বে বিভিন্ন সংস্থা। যেমন শহরের অলিগলি তথা ভিতরের রাস্তার দায়িত্বে কলকাতা পুরসভা। তেমনই বেশ কিছু বড় রাস্তার দায়িত্বে পূর্ত দফতর। আবার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস-সহ শহরের উড়ালপুলগুলির দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (কেএমডিএ)। কলকাতা বন্দর এলাকার রাস্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের। তাই সম্মিলিত ভাবে রাস্তা সারিয়ে তোলার দায়িত্বও ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার।

গত কয়েক সপ্তাহে কলকাতা শহরের রাস্তার হাল ক্রমশ বেহাল হয়েছে। কোথাও রাস্তায় পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। কোথাও আবার বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে রাস্তায় যান চলাচলে। শহরের উড়ালপুলগুলির দশাও বেশ খারাপ বলেই অভিযোগ। কলকাতা শহরের রাস্তার ধারাবাহিক বৃষ্টির কারণে তা খারাপ হয়েছে বলেই দাবি কলকাতা পুরসভার। গত পাঁচ বছরে কলকাতা শহরে এমন প্রবল বৃষ্টি হয়নি। কখনও রাতভর, কখনও আবার দিনের বেলাতেই বারিধারা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে শহরের পিচের রাস্তার। তা ছাড়া ধারাবাহিক বৃষ্টির কারণে রাস্তা সারানোর সময়টুকুও পাওয়া যায়নি।

কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক বলেন, তশহরের যে রাস্তার দায়িত্বে যে সংস্থাই হোক না কেন, বৃষ্টি না থামলে কারও পক্ষেই রাস্তা সারানো সম্ভব নয়। বৃষ্টি বন্ধ থাকলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা শহরের বেশির ভাগ রাস্তা সারিয়ে তুলতে পারি।" তিনি আরও বলেন, তরাস্তা সারানো নিয়ে সমস্যা অন্য জায়গায়। শহরের বেশির ভাগ রাস্তাই তৈরি হয়েছে পিচ দিয়ে। পিচের রাস্তার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে বৃষ্টির জল। বৃষ্টির জল পিচ রাস্তায় পড়লে রাস্তা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে বৃষ্টি না কমলে আমরা রাস্তা সারাইয়ের কাজে হাত দিতে পারি না।

# এক নাগাড়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে নাজেহাল অবস্থা পার্বত্য অঞ্চল

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ সকাল থেকে কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়েছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন ও পূর্ত দফতর। তিস্তাবাজারের বাসিন্দাদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সকালের পর জল খানিকটা নামার পর আবার উদ্ধারকাজ শুরু হয়। রাস্তায় জমা জল, পলি, পাথর পরিষ্কার করতে থাকেন পূর্ত দফতরের কর্মীরা। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত তিস্তাবাজারের বিভিন্ন রাস্তা জমা জলের তলায়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন কালিম্পং বিডিও শামিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, "রঙ্গিতে ড্যামের গেট খুলে দেওয়ার ফলে জলের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। তবে আমরা সতর্ক ছিলাম। ভোররাতেই বাসিন্দাদের সুরক্ষিত জায়গায় সরানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব পলি, নুড়ি, পাথর সরিয়ে রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।" নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে দার্জিলিং ও কালিম্পঙে। সোমবার রাত থেকে উচ্চ পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাত যেমন হয়েছে, তেমনই ছাড়া হয়েছে বাঁধের গেট। তার ফলে প্লাবিত তিস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। সোমবার রাত থেকে ঘুম উড়েছে কালিম্পং জেলার তিস্তাবাজার এলাকার বাসিন্দাদের। মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় বাজছে সাইরেন। সতর্ক করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিস্তার পারের বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তত ক্ষণে প্লাবিত হতে শুরু করেছে তিস্তাবাজারের নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলও। মুহূর্তের মধ্যে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। প্লাবিত হয়েছে জাতীয় সড়কও। এখন জলের তলায় ২৯ মাইলের একাধিক এলাকা। দফায় দফায় বন্ধ হচ্ছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। বিরিকদাড়ার কাছে ধস নেমেছে। তাই সাময়িক ভাবে ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ। বিকল্প পথ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে লাভা ও গরুবাথানের রাস্তা।

# পারিবারিক বিবাদে দাদা খুন

দুরন্তবার্তা, ৩ আগস্ট ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে দাদাকে রডের আঘাতে খুন করার অভিযোগ উঠল ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে। নিহত ব্যক্তির নাম দেবাশিস খাঁ। তাঁর বয়স ৩৫ বছর। এই ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত আশিস খাঁ ওরফে লালটু। ঘটনাটি ঘটেছে বজবজ থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাসা মনসাতলা এলাকার খাঁ পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবাশিস এবং আশিস, দুই ভাই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। পঞ্চায়েত দফতরের তরফে দেবাশিস একটি ঘর পেয়েছিলেন। সেই ঘরের ছাদ ঢালাইকে কেন্দ্র করেই দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার থেকে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা চলছিল। রবিবার সকালে আশিস রড দিয়ে দাদা দেবাশিসের মাথায় আঘাত করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪৪, সোমবার, ১৮ শ্রাবণ ১৪৩২

## উত্তম যুগ অমর, অক্ষয়

উত্তমকুমার হাসলে সূর্যোদয় হয়। উত্তমকুমারের নতুন নতুন সিনেমা দেখে এসে সে গল্প করত। বিভোর হয়ে যেত। কয়েকটা সিনেমা দেখেছি, যার নায়ক উত্তমকুমার। যেমন, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, স্ত্রী, সপ্তপদী, অগ্নীশ্বর, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, চৌরঙ্গী, আরও অনেক ,সব নাম মনে করতে পারছি না। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' দেখে খুব কেঁদেছিলাম। আর 'চৌরঙ্গি' র স্যাটা বোসকে দেখে কোনও বাঙালি যে অমন স্মার্ট হতে পারে প্রথম জানলাম। তখন নয়, অনেক পরে বুঝেছি উত্তমকুমারের মধ্যে একটা নেশা ছিল , যা কিনা বাঙালি দর্শকদের মধ্যে এক তীব্র মোহাচ্ছন্ন ভাব ঘটিয়ে দিত। ওনার হাঁটাচলা, কথা বলার ভঙ্গি, হাসি, অভিনয়, সবকিছুই স্বপ্নের মত মনে হয়। আমার বিচারে অমন পার্ফেকশনিস্ট, বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে আর কেউ নেই। একটা সিনেমা নাম সম্ভবত 'অপরিচিত', দেখার পর আমার যাকে বলে মনে দাগ রেখে গেছে। এমন সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য, আভিজাত্য, অভিনয়কে চরিত্রোপযোগী করে তোলার অনন্যসাধারণ দক্ষতা, এত-সব গুণাবলী নিয়ে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে আর কেউ আসেননি। আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় ছবি বিশ্বাস, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণে রেখেই এ-কথা বলছি। এখন যখন ভাবতে বসি, তখন দেখি, সিনেমা দেখিনা দেখিনা করেও উত্তমকুমার অভিনীত প্রায় প্রতিটি ছবি দেখা হয়ে গেছে। 'বনপলাশীর পদাবলী' বা 'যদুবংশ' ছবিতে তাঁর অভিনয় ভাবি তখন নস্যাৎ করে দিই অনেক সমালোচকের কথা যারা বলেন উত্তমকুমারকে সব চরিত্রে মানায় না। আসলে ব্যাপারটা তো ছিল না। জীবিত অবস্থাতেই উত্তমকুমার একটা মিথ-এ পরিণত হয়েছিলেন। যদি বলতাম, আবার অঙ্গনে একজন অসাধারণ অভিনেতা তিনি তাহলে হয়ত সমালোচকদের গাত্রদাহ হত না। কিন্তু উত্তমকুমার যে শুধুমাত্র অভিনেতা ছিলেন না, এ-কথা হলপ করে বলা যায়, তাঁর চরিত্রচিত্রণের জন্য ব্যক্তিত্বময় উজ্জ্বল উপস্থিতি ও মোদ্দা কথায় তাঁর যাদুকরীর ছোঁয়ায় বহু দুর্বল-চিত্রনাট্য-সম্বলিত সিনেমাও তরে গেছে। বক্স অফিস হিট করেছে। ফলে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় কারো কারো ঈর্ষা হয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে উত্তমের সমান্তরালে সৌমিত্রকে বসিয়ে একটা তুলনা সৃষ্টির প্রয়াস বাজারে বহুদিন ছিল। তাতে অবশ্য মহানায়কের ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। কারণ মানুষটাও তো ছিলেন বিরাট মনের মানুষ। কত দান ধ্যান। অভিনেতা-অভিনেত্রী কলাকুশলীদের জন্য কত সাহায্য করেছেন। ইন্ডাস্ট্রির একচ্ছত্র সম্রাট তিনি। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন উদাহরণ আগামী একশো বছরেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কথাটা আজকাল বাংলা সিনেমা দেখলেই বোঝা যায়। উত্তমকুমারের অসংখ্য কৃতিত্বের মধ্যে একটা হল তাঁর কখনও বিখ্যাত পরিচালকের প্রয়োজন হয়নি। বরং বহু অখ্যাত পরিচালক তাঁর প্রসাদগুণে বিখ্যাত হয়ে গেছেন। 'চিড়িয়াখানা' এবং 'নায়ক' মন দিয়ে দেখেছি। 'নায়ক'এর নায়ক উত্তমকুমারকে ইতালির পৃথিবীবিখ্যাত অভিনেতা মার্সেল্লো মাস্ত্রয়ানির চেয়ে কোনও অংশে কম মনে হয়নি। তবে যদি বলি বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির অসংখ্য দৈন্যজনিত অসুবিধার কথা, নিত্য নতুন টেকনোলজির অভাবের কথা, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা, তাহলে বলব আমাদের মহানায়ক উত্তম মাস্ত্রিয়ানির চেয়ে অনেক কদম এগিয়ে। আসলে উত্তম যুগ ফুরিয়ে গেলে তা কিন্তু এখন অমর এবং অক্ষয়।

## চলচ্চিত্রের পিতা কমল মিত্র

কমল মিত্র ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের অঘোষিত 'পিতা'। গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর রাশভারি চেহারা নিয়ে প্রায়ই অপমান করতে দেখা যায় নায়ক বা নায়িকাকে। তিনি উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি, তুলনামূলক বিত্তের মাপেন পৃথিবীর ভালোমন্দ। 'শিল্পী', 'চিরদিনের', 'সবরমতী'-সহ কত ছবিতে যে তিনি পরিবারের কর্তা হিসেবে অভিনয় করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কে ভুলতে পারে 'দেয়া নেয়া' ছবিতে গান গাওয়ার জন্য একমাত্র পুত্র উত্তমকুমারের সঙ্গে বচসার দৃশ্য? তাঁর নিজের জীবনেও কি প্রায় হুবহু ঘটনা ঘটেনি? বাবা দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়লে সংসারের হাল ধরার জন্য নেমে পড়তে হয়েছিল কর্মক্ষেত্রে। পাশাপাশি চলত শৌখিন নাট্যদলে অভিনয়। ভাগ্যিস সেবার আসানসোলে 'আলমগির' নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন এসডিও ম্যাক ইনার্নে সাহেব। জয়সিংহ চরিত্রে তাঁর অভিনয় দেখে পরামর্শ দিয়েছিলেন সাহেব, কেন এখানে পড়ে আছ? তুমি নিজেই জানো না তোমার মধ্যে কী জিনিস আছে? তিনি কমল মিত্র (Kamal Mitter)। শুধু 'বাবা' চরিত্রে নয়, বাংলা চলচ্চিত্রের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে তাঁর নাম। অন্যদিকে পেশাদার থিয়েটার আর যাত্রাতেও দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন আজীবন। ১৯১২ সালে বর্ধমানের বিখ্যাত 'চাঁদবার মিত্র' পরিবারে জন্ম তাঁর। একসময় চাকরি করেছেন সরকারি কালেক্টরের অফিসে। কিন্তু রক্তে ছিল অভিনয়ের তীব্র নেশা। কলকাতায় এলেই চলে যেতেন বিভিন্ন থিয়েটার দলগুলিতে। যদি কোনোভাবে সুযোগ মেলে অভিনয়ের। তিনের দশকে বাংলা থিয়েটারের আর্থিক অবস্থা আহামরি কিছু ছিল না। অনেকেই ভাগ্যপরীক্ষা করছেন নবাগত চলচ্চিত্র মাধ্যমে। এই অনিশ্চিয়তার মধ্যে তাঁকে ঢুকতে বারণ করেছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবকী বসু। এদিকে পরিবারেও চরম অভাব। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন না ভালো উপার্জন করতে সক্ষম হবেন, ততদিন পর্যন্ত চেয়ারে বসবেন না, খাটে শোবেন না। অবশেষে প্রতিজ্ঞা ভাঙার সুযোগ এল ১৯৪৩-৪৪ সালে। গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'নীলাঙ্গুরীয়' ছবিতে মিলে গেল 'এক্সট্রা' চরিত্র। কোনো পারিশ্রমিক নেই। মাত্র এক লাইন সংলাপ। টেবিল চাপড়ে বলতে হবে, আপনি তো দেখছি মশাই একটি বর্ণচোরা আম!

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মায়ের কাছ থেকে ঐশী শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মায়ের ঐশী শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি করতে হবে।

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঐশী শক্তি প্রার্থনা করতে হবে মায়ের কাছে। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। ঐশী শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে ব্যবহার করলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। । সৎ ধর্ম শক্তি। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে সেবা ধর্মকে গ্রহণ কর।

## ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতন, মায়ের ওপর ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তি ওপরে ভরসা রেখে চলতে হবে। কাজ করতে হবে। কাজে সফল হতে হবে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার। নিজেকে উন্নত করলেই দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে মনে করতেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলতেন, কাজ করে যেতে হবে। কাজের মতো জীবনকে উন্নত করার ওষুধ আর নেই। যিনি নিষ্ঠা ভরে কাজ করতে পারেন তিনি সফল কর্মী। সবাইকে কর্মী হতে হবে। পরিশ্রমী কর্মী হওয়ার খুবই দরকার। জীব জগৎকে উন্নত করতে গেলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম ছাড়া জীবনে উন্নতি করার কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। সবাইকে দেশের সেবা করতে এগিয়ে আসতে হবে। ভারতমাতার জয়গান গাইতে হবে। ভারতমাতার দুঃখতে মোচন করতে হবে। জীবনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তোলার একটি মাত্র পথই হল কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। সেটা করলে জীবনে উন্নতি।

# দিব্যা দেশমুখ শুধু মাত্র ভারতীয় মহিলাদের গর্ব নয়, সারা বিশ্বের মহিলাদের গর্ব

**বিশেষ প্রতিবেদক**

দিব্যা দেশমুখ - সাফল্যের আলোয় অন্ধকারের ছায়া মুছে যায়।

জীবনের কঠিন অধ্যায়গুলি যখন মানুষকে বারবার থামিয়ে দিতে চায়, তখন কেউ কেউ সেই বাঁধাকে অতিক্রম করে এমন এক শিখরে পৌঁছায়, যেখানে আলোই একমাত্র পথপ্রদর্শক। তেমনই একজন হলেন দিব্যা দেশমুখ। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, প্রতিকূলতা যতই গভীর হোক না কেন, আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের আলো সব অন্ধকার দূর করতে সক্ষম। কিশোরী বয়সেই আন্তর্জাতিক দাবা অঙ্গনে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান গড়ে তুলেছেন দিব্যা। একাধারে তিনি প্রতিভাবান, মননশীল, আবার দারুণ দৃঢ়চেতা; এই সবকিছু মিলিয়ে তিনি কেবল একজন খেলোয়াড় নন, এক নতুন প্রজন্মের অনুপ্রেরণার মুখ।

ভারতের মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরের মেয়ে দিব্যা দেশমুখ মাত্র ১৮ বছর বয়সেই দেশের অন্যতম সেরা দাবাড়ুদের তালিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একদিকে যখন কিশোরীরা পড়াশোনা, ফ্যাশন, কিংবা সামাজিক চাপের ভারে নিজেদের স্বপ্নকে গুটিয়ে নিচ্ছে, ঠিক তখন দিব্যা নিজের সময়, মন, আর অধ্যবসায় উৎসর্গ করছেন এক জটিল এবং মননশীল খেলায়, যার নাম দাবা। এই খেলাটি কেবল প্রতিপক্ষকে হারানো নয়, বরং নিজের মনের সাথে এক অন্তর্যালাপ, যেখানে যুক্তি, ধৈর্য এবং কৌশল;এই তিনটি স্তম্ভে দাঁড়িয়ে থাকে সাফল্যের মিনার।

দিব্যা'র সাফল্যের এই পথটি কিন্তু একেবারেই সহজ ছিল না। তিনি যখন দাবা খেলতে শুরু করেন, তখন সমাজের একটি বড় অংশ নারী দাবাড়ুদের নিয়ে অতটা উৎসাহ দেখায়নি। মেয়েদের বুদ্ধির খেলা বলা হয়তো যায়, কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিল ভিন্ন। প্রাথমিকভাবে অনেকেই তাঁর প্রতিভাকে ছোট করে দেখেছিলেন। কিন্তু দিব্যা নিজের কাজের মাধ্যমে সমস্ত সন্দেহের জবাব দিয়েছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নারী বা পুরুষ নয়;প্রধান হল মস্তিষ্কের প্রখরতা ও নিয়ন্ত্রণ। এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি একের পর এক প্রতি যোগিতায় অংশ নিয়ে শুধু বিজয়ীই হননি, বরং নিজের জাত চিনিয়েছেন বিশ্বদরবারে। দাবার দুনিয়া অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ, যেখানে একটি ভুল পদক্ষেপ গোটা খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে। অথচ দিব্যার মতো তরুণ মস্তিষ্ক সেসব চ্যালেঞ্জকে মুখের হাসিতে সামলেছেন। তাঁর খেলায় একধরনের পরিণত ভাব থাকে, যা তাঁর বয়সের তুলনায় বিস্ময়কর। এমনকি অভিজ্ঞ গ্র্যান্ডমাস্টাররাও তাঁর মুভ দেখে অবাক হন। ২০২৩ সালে FIDE Womenós Grand Swiss টুর্নামেন্টে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল চোখ ধাঁধানো। একাধিক ম্যাচে তিনি বিশ্বের প্রথম সারির মহিলা দাবাড়ুদের পরাজিত করেছেন, যা তাঁকে ভারতের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল গ্র্যান্ড মাস্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আজকের যুবসমাজের চোখে নতুন এক আদর্শ। এমন এক সময়ে, যখন মোবাইল স্ক্রিন ও সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্টে আচ্ছন্ন একটি প্রজন্ম ধীরে ধীরে মনঃসংযোগ হারাচ্ছে, দিব্যা দেখিয়ে দিয়েছেন ধৈর্য ও মনোসংযোগই প্রকৃত শক্তি। দাবা যে শুধু খেলা নয়, বরং এক ধরণের জীবনদর্শন; তাও উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। এই খেলায় কোনও দ্রুতবেগ নেই, নেই দর্শকের হর্ষধ্বনি কিংবা বাইরের উত্তেজনা। আছে শুধু বোর্ডের উপর দুটি মস্তিষ্কের নীরব যুদ্ধ। আর এই নীরব যুদ্ধেই জয়ী হয়েছেন দিব্যা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে, দিব্যার মতন বহু প্রতিভা আমাদের দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যাঁরা প্রতিনিয়ত নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে চলেছেন। তবে তাঁদের অনেকেই থেকে যান আড়ালে, শুধুমাত্র সুযোগ ও সহায়তার অভাবে। দিব্যার পরিবারের ভূমিকাও এখানে অনস্বীকার্য। তাঁর বাবা-মা শুরু থেকেই তাঁকে সবরকম ভাবে সাহায্য করেছেন। খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সাহসিকতা এবং পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা যে কতটা জরুরি, দিব্যার জীবনে তার নিখুঁত উদাহরণ পাওয়া যায়।

বর্তমানে দিব্যা কেবল ভারতের নয়, বিশ্ব দাবারও একটি উজ্জ্বল নাম। আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের রেটিং লিস্টে তাঁর ক্রমোন্নতি চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর উপস্থিতি এবং বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি আজকের প্রজন্মের কাছে এক আদর্শ চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর কথা, তাঁর ভাবনা, তাঁর সরল কিন্তু গভীর জীবনবোধ কেবল একজন খেলোয়াড়কে নয়, একজন মানবিক ব্যক্তিত্বকেও সামনে আনে।

সাংবাদিক সম্মেলনে একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল;তিনি কি কখনও হেরে যাওয়ার পর ভেঙে পড়েন? দিব্যার উত্তর ছিল, হার আমার শেখার সুযোগ। তাতেই আমি বুঝতে পারি, কোথায় উন্নতি করতে হবে। এই মনোভাবই তাঁকে আলাদা করে দেয়। এমন এক সময়ে, যখন প্রতিযোগিতায় হার মানেই হতাশা, আত্মবিশ্বাসের পতন কিংবা সামাজিক ট্রলিং, সেখানে দিব্যা হারকেও আত্মউন্নয়নের পাঠ হিসেবে গ্রহণ করেন।

ভারতের ক্রীড়াজগতে বহুদিন ধরেই নারী খেলোয়াড়দের অবদান কম করে দেখা হয়েছে। তবে সম্প্রতি এই চিত্রটা কিছুটা বদলেছে। মীরাবাই চানু, পি ভি সিন্ধু, হরমনপ্রীত কৌরের মতো মহিলা ক্রীড়াবিদেরা যে পথ তৈরি করেছেন, সেখানে দিব্যা দেশমুখ যুক্ত করলেন এক নতুন অধ্যায়। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিভা কোনও নির্দিষ্ট খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এবং মেয়েরা দাবার মতো চিন্তাশীল খেলাতেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে পারে।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দিব্যার মত প্রতিভা শুধু গর্বের বিষয় নয়, বরং একটি বার্তা। এই বার্তা আমাদের বলে, যে কোনও অন্ধকারই দূর করা সম্ভব যদি আপনি নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। সাফল্য কারও জন্য একরাতের বিষয় নয়। এর পেছনে থাকে দীর্ঘ সাধনা, মানসিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতা। দিব্যা দেশমুখ সেই সব গুণের এক জীবন্ত উদাহরণ।

তাঁর গল্প আমাদের শেখায়, যে প্রতিটি ছেলেমেয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক সম্ভাবনার আলো। সমাজের দায়িত্ব হলো, সেই আলোর পথকে সুগম করে দেওয়া। যদি আমরা সেই পথ তৈরি করতে পারি, তাহলে অন্ধকার আর কোনও দিন জয়ী হতে পারবে না। দিব্যার জীবনকথা তাই শুধু এক দাবাড়ুর সাফল্যের কাহিনি নয়, বরং এক আলোকবর্তিকার পথচলা, যা ভবিষ্যতের আরও হাজার হাজার দিব্যার জন্ম দেবে।

ভারতীয় ক্রীড়া জগতে এখন মহিলা ক্রীড়াবিদেরা ক্রমশ এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের নিষ্ঠা প্রশিক্ষণ তাদেরকে সামনে দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। ধৈর্য এবং একাগ্রতা যেভাবে মহিলাদেরকে দক্ষ ক্রীড়াবিদ করে তুলছে তার ফলে পুরুষ কীড়াবিদেরা ক্রমশ পিছনের সারিতে অবস্থান করছে। শুধু ক্রীড়াজগতে কেন সব দিক দিয়ে মহিলারা এখন সামনের সারিতে চলে আসতে শুরু করেছে। যে মহিলারা এক সময়ে সমাজের ভোগ পণ্য হিসাবে পরিচিত ছিল আজকে সেই সব মহিলারা নিজেদের সাফল্য দিতে প্রমাণ করে দিতে সক্ষম হয়েছে যে তারা পুরুষ শাসিত সমাজকেও পরিচালিত করতে পারে। পুরুষ শাসিত সমাজের দ্বারা কিন্তু তারা প্রভাবিত নয়। আজকের যুগ হচ্ছে মহিলাদের সমানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যুগ। মহিলাদের ঘরে বসে পুরষদের কথা মতো চলার দিন ক্রমশ শেষ হয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। একদিন দেখতে পাওয়া যাবে যে ভারতের প্রতিটি ঘরে ঘরে মহিলারা পুরুষদের পরিচালিত করছে। দিব্যা দেশমুখকে এক সময়ে বলা হয়েছিল শুধু মাত্র পড়াশুনা করে বিবাহ করে ঘর সংসার করতে। কিন্তু দিব্যার স্বপ্ন ছিল সেট জগতে সুনাম অর্জন করবে। তাঁর প্রতিভাবকে কাজে লাগাবে। তার এই মনের গোপন কথা তার পিতাকে বলেছিল। মাকে বলেছিল। ফলে কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রতিভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে দিব্যাকে বলা হয়েছিল সে যে জগত তৈরি করার চেশ্চা করচে বা সাধনা করছে তাতে তাদের সায় আছে। পিতা মাতার প্রত্যক্ষ ইসারা পেয়ে দিব্যা নিজের পথ ধরে চলে দাবা প্রতিযোগিতায় আজকে বিশ্বের সেরা সম্মানকে লাভ করল।

# নাগরিকত্বের দোলাচল ও বঙ্গ শ্রমিকদের ওপরে হামলা

**বিশেষ প্রতিবেদক**

সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের উপর বারংবার যে হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা শুধুমাত্র কিছু বিচ্ছিন্ন সহিংসতার নজির নয়;বরং তা ভারতের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক দীর্ঘস্থায়ী নাগরিকত্ব সংকটের বহিঃপ্রকাশ। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠেছে জাতি, ভাষা, এবং পরিচয়ের জটিল রাজনীতি, যা শুধুমাত্র কিছু মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে না, বরং গোটা দেশের সংহতি ও সংবিধানিক আদর্শকেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

গত কয়েক বছর ধরে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিতর্ক এবং তার সাথে যুক্ত আইন, যেমন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA), জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (NRC), এবং ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (NPR); দেশের বহু নাগরিকের মধ্যে একপ্রকার আতঙ্কের আবহ তৈরি করেছে। এই আইনের সঙ্গে যখন রাজ্য ভিত্তিক আঞ্চলিক রাজনীতির এক জটিল গাঁটজাল জুড়ে যায়, তখন তৈরি হয় এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি। বিশেষত যেসমস্ত রাজ্যে স্থানীয় পরিচয়, ভাষা বা জাতিগত গর্বকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেসব রাজ্যে বাইরের রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকদের প্রতি বিদ্বেষ ও সহিংসতা হঠাৎ বেড়ে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের উপর আক্রমণের ঘটনা বারবার সামনে এসেছে। দিল্লি, হরিয়ানা, গুজরাট বা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা, নিগ্রহ কিংবা বেআইনি নজরে দেখা;এগুলিকে আর চুপ করে থাকার মত বিষয় বলা চলে না। এমনকী কিছু ক্ষেত্রে এই হামলার পিছনে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা, কিংবা কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলির সক্রিয় মদতও উঠে এসেছে। সরকার পক্ষের তরফে কোনও কোনও সময় এধরনের ঘটনাকে 'গুজব' বলে উড়িয়ে দেওয়া হলেও, আক্রান্ত শ্রমিকদের বয়ান এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছে বাস্তবের চিত্রটা অনেক বেশি ভয়াবহ।

প্রশ্ন হলো;এই আক্রমণের আসল কারণ কী? বাংলা ভাষাভাষী মানুষ কি শুধুমাত্র তাদের ভাষার কারণে নিশানা হচ্ছেন? নাকি এর মূলে রয়েছে একটি বৃহৎ রাজনীতিক উদ্দেশ্য, যেখানে বাংলা ভাষী শ্রমিকদের 'বহিরাগত' হিসেবে দেখিয়ে জনমানসে একপ্রকার বিভাজনের আবহ তৈরি করা হচ্ছে? ভারতের সংবিধান স্পষ্টভাবে বলে দেয়;দেশের যেকোনও নাগরিক, যেকোনও রাজ্যে বসবাস ও কাজ করার অধিকার রাখে। তাহলে এই সাংবিধানিক অধিকার বারবার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কেন?

বাঙালি শ্রমিকদের বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবার থেকে আসেন। তাঁরা অন্য রাজ্যে যান জীবিকার সন্ধানে। তাঁরা নির্মাণ ক্ষেত্র, হোটেল, কারখানা, কৃষিকাজ; প্রতিটি পরিশ্রমের কাজে যুক্ত। কিন্তু আজ যেভাবে তাঁদের অপরাধী প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে, তাতে এক জাতীয় নিরাপত্তা হীনতার চিত্র ফুটে উঠছে। ভাষার ভিত্তিতে এই শ্রেণির মানুষের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব, ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ; ভাষাগত বহুত্ববাদকেও খণ্ডিত করে দিচ্ছে।

আর এখানেই নাগরিকত্বের সংকট আরও প্রকট হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন CAA বা NRC প্রণয়নের কথা বলে, তখন তা নিয়ে বহু রাজ্যে প্রশ্ন ওঠে;কে নাগরিক, কে নয়, তা নির্ধারণ করবে কে? কিসের ভিত্তিতে? কাগজপত্রের অভাবে যদি কেউ নাগরিকত্ব হারায়, তাহলে সে যাবে কোথায়? তার কাজের অধিকার থাকবে তো? এই প্রশ্নগুলো উত্তরহীন থাকায় এক ধরনের আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, যার শিকার হন প্রান্তিক মানুষরাই;বিশেষ করে যারা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও সংবিধান বা নাগরিকত্বের জটিল শর্তাবলী সম্পর্কে সচেতন নন।

এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় ভাষা ও জাতিগত পরিচয়ের নামে 'অভ্যন্তরীণ বহিরাগত'-দের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনা বেড়ে চলেছে। আর এই প্রেক্ষিতেই বাঙালি শ্রমিকেরা হয়ে উঠেছেন সহজ টার্গেট। এই পরিস্থিতিতে শাসক ও বিরোধী; উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব হয়ে পড়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া। দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশই ঘটনাপ্রবাহ চলাকালীন কেবল বিবৃতি দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। যাঁরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের পুনর্বাসন, নিরাপত্তা ও মানসিক স্বস্তির বিষয়গুলো প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়।

বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রতি এই বৈরী মনোভাব কেবল রাজনৈতিক বিভাজনের লক্ষণ নয়, বরং এটি এক ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ইঙ্গিতও দেয়। ভাষা, ধর্ম, জাতি;এই সব কিছুর উপরে এক সাংবিধানিক পরিচয় আছে; 'আমি একজন ভারতীয় নাগরিক'। কিন্তু এই পরিচয়টিই যদি বিপন্ন হয়, তবে সে দেশের গণতন্ত্র আর কতটা সুদৃঢ়, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যায়। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে একটি স্বচ্ছ ও মানবিক নীতি গ্রহণ করা।

# সত্যজিৎ রায়ের প্রিয়জন ছিলেন কামাখ্যা মুখোপাধ্যায় ওরফে কামু মুখার্জি

**বিশেষ প্রতিবেদক**

কামু মুখোপাধ্যায়ের জীবন নির্ভর এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার বেশ কয়েক মাস পর আজকাল পত্রিকার হয়ে সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত জানালেন উপন্যাসটি তাঁর এবং প্রধান সম্পাদকের ভালো লেগেছে। তিনি চাইছেন আমি যেন বইটা লেখার গল্পগুলো লিখি। অভিনেতা কামু মুখোপাধ্যায়কে অনেকবার দেখেছি। তিনি থাকতেন আমাদের স্কুলের পাড়ায়। জায়গাটা ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনের কাছে। বাচ্চাদের সঙ্গে কখনো তিনি ক্রিকেট খেলতেন; আবার তাদের হাত সাফাইয়ের ম্যাজিক দেখাতেন। ম্যাজিকের প্রতি আশৈশব ভালোবাসা তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। 'সোনার কেল্লা'প্রথম কবে দেখেছিলাম মনে নেই। তবে এটা মনে আছে স্কুল ছুটির পর আমরা কয়েক বন্ধু গিয়েছিলাম মন্দার বোসের বাড়ি দেখতে। আমাদের এক সহপাঠী ছিল তাঁর প্রতিবেশী। রাস্তা থেকে সরু গলি ঢুকে গেছে বাড়ির ভিতরে। অন্যান্য দিন তিনি গলির মুখে বসে থাকতেন। আজ নেই কেন? আমরা যখন গলিতে উঁকিঝুঁকি মারছি তখন মনে হল কেউ বুঝি বেরিয়ে আসছেন। বেশি কিছু বোঝার আগেই এক বন্ধু চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে দুষ্টু লোক আসছে'। অজানা ভয় ও সঙ্কোচে আমরা দৌড় দিলাম। আমার শিশু মনে মন্দার বোস যে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিলেন, সে কথা কামু মুখোপাধ্যায়কে কোনোদিন বলার সৌভাগ্য হয়নি! তখন কি জানতাম একদিন তাঁর জীবন নির্ভর উপন্যাস লিখব!

কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়ের ডাক নাম, কামু। তিনি বলতেন, কামাখ্যার 'কা' আর মুখার্জীর 'মু' এই হল কামু। সিনেমা বিষয়ে ফিচার, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা কিংবা আত্মজীবনী লেখা হয়েছে। কিন্তু সিনেমার চরিত্রদের জীবন নির্ভর উপন্যাস বাংলায় খুব কিছু লেখা হয়নি। ২০২২-২৩ সালে সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় যখন ধারাবাহিক 'নিঃসঙ্গ নক্ষত্র' লিখছি তখন এই তথ্য আমার জানা ছিল না। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য একদিন বললেন কথাটা। এরপর ২৪ ও ২৫ সালে বইমেলার আগে দীপ প্রকাশন থেকে যথাক্রমে প্রকাশিত হয় মহুয়া রায়চৌধুরী ও কামু মুখোপাধ্যায়ের জীবন নির্ভর উপন্যাস, 'নিঃসঙ্গ মহুয়া' এবং 'ম্যাজিক হলেও সত্যি' বই দুটি। কামুকে নিয়ে লেখার কথা প্রথম মাথায় আসে সত্যজিৎ রায়ের, 'একেই বলে শুটিং' বইটি পড়ে। 'ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'কামুর বিচিত্র কীর্তিকলাপের কথা লিখতে গেলে একটা পুরো বই হয়ে যায়'।

প্রশ্ন জেগেছিল, এমন বই আছে কি? না, এর আগে কামু মুখোপাধ্যায়ের উপর সম্পূর্ণ বই বা কোনো পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। কাজেই জীবন নির্ভর উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আমার মধ্যে চেপে বসে। কিন্তু লিখব ভাবলেই তো আর লেখা যায় না। এমন উপন্যাস লেখার জন্য অনেক তথ্যের প্রয়োজন। যাতে বাস্তবের সঙ্গে প্রয়োজন মত কল্পনা মিলিয়ে তাঁর চরিত্রটি নির্ভুল ভাবে নির্মাণ করা যায়। যা পড়লে পাঠকদের মনে তাঁর সম্পর্কে জমে থাকা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বহুগুণ বেড়ে যাবে। প্রথমেই তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রকাশিত লেখাগুলিকে সংগ্রহ করতে শুরু করি। কামুর মৃত্যুর পর সন্দেশ পত্রিকায় প্রদীপকুমার চক্রবর্তী একটি স্মৃতিকথা লেখেন। লেখাটির শিরোনাম, 'অবিস্মরণীয় মন্দার বোস ও চিরস্মরণীয় কামু মুখোপাধ্যায়'। এই লেখায় তাঁর সিনেমা জীবন, ব্যক্তিগত কর্মজীবন এবং ছেলেবেলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। এছাড়াও কামু কীভাবে কথা বলতেন সেটাও এই লেখা পড়লে আন্দাজ পাওয়া যায়।

'একেই বলে শুটিং' বইটির কথা আগেই বলেছি। কামুর বিচিত্র কীর্তিকলাপ, খাওয়া দাওয়ার এবং আরও অনেক মজার ঘটনা এই বইতে সত্যজিৎ চমৎকার ভাবে লিখেছেন। গুপী-বাঘা, সোনার কেল্লা, জয়বাবা ফেলুনাথ ইত্যাদির শুটিং-এর গল্প পড়লেই বোঝা যায় কামুর হিউমার, স্যাটায়ার ও পানিং রায় সাহেব কতটা পছন্দ করতেন। পুরো ইউনিটকে কামু কেবল মাতিয়ে রাখতেন না, সামলেও রাখতেন। শুটিং-এ জনতার উপচে পড়া ভিড় সামাল দেওয়া ছিল তার মধ্যে অন্যতম।

বিজয়া রায়ের 'আমাদের কথা' বইটির বারো জায়গায় কামু প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি শুরুতেই লিখছেন, 'মানিক তাকে এত স্নেহ করতেন, এতই ভালবাসতেন যে, ওকে ছাড়া এতদিন কী করে চলেছিল মনে-মনে তা-ই ভাবতাম। লোকটি হল আমাদের অত্যন্ত প্রিয়জন কামু মুখোপাধ্যায়'। বইটি পড়লেই বোঝা যায় কামুর সঙ্গে বিজয়া রায়ের সম্পর্ক ছিল মাতৃসমা বৌদির মত। হয়ত সেই জন্যেই তিনি রায় বাড়ির একজন হয় উঠেছিলেন।

সত্যজিৎ রায়কে কামু কী চোখে দেখতেন সেটার ইঙ্গিতও এই বইতে রয়েছে। এছাড়াও শুটিং-এর অবসরে বৌদিকে নিয়ে বাজারে যাওয়া, তাকে মজার মজার গল্প শোনানো ইত্যাদি অনেক ঘটনা এই বইতে রয়েছে। সংবাদপত্র কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে এযাবৎ কামু মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে যা লেখা হয়েছে তা মূলত সত্যজিৎ এবং বিজয়া রায়ের বই থেকে নেওয়া।

# পাঠকদের কলমে কবি সুকুমার রায়

**বিশেষ প্রতিবেদক**

'আছে দুঃখ,আছে মৃত্যু' গানটি সুকুমার রায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে গাইছেন রবীন্দ্রনাথ,তন্ময় হয়ে সেই গান তিনি শুনেছেন একবার নয় দু'বার।

ওষুধ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। দুরারোগ্য মারণ ব্যাধি কালাজ্বর বাসা বেঁধেছে সুকুমারের শরীরে,খুবই অসুস্থ,গান শুনতে ভালবাসতেন । সহধর্মিণী সুপ্রভা দেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথকে শেষবারের মত দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই খবর রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে যেতে সব কাজকর্ম ফেলে তিনি উদ্বেগাকুল হয়ে পৌঁছে গিয়ে ছিলেন সুকুমারের মৃত্যুশয্যার পাশে,মাত্র কয়েক বছর আগে যাঁর বিবাহ সভায় তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কে ঘরে ঢুকতে দেখে সুকুমারের চোখে-মুখে অসীম আনন্দের ছাপ,তিনি রবীন্দ্রনাথকে বললেন 'আছে দুঃখ,আছে মৃত্যু' গানটি গাইতে। রবীন্দ্রনাথ সেই গান গেয়েছিলেন একবার নয় দু'বার। আরও একটি গান রবীন্দ্রনাথ ধরলেন 'এত কালের ভয়-ভাবনা কোথায় যে যায় সরে, ভালোমন্দে ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে'। সকুমার তবু অতৃপ্ত আবার ফরমাশ করলেন 'দুঃখ এ নয়,সুখ নয় গো,গভীর শান্তি এ যে' গানটি গাইতে হবে,এই গানও রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন দু'বার। আনন্দিত সুকুমার প্রণাম জানিয়ে কবিগুরু কে বিদায় দিলেন।

সেদিন তাঁর সব আকাঙ্খার অবসান হওয়ার কিছুদিন পরে অকাল জীবনাবসান হল সুকুমার রায়ের। বড় ট্র্যাজেডি হল তিনি নিজের চোখে দেখে যেতে পারেন নি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'আবোলতাবোল'। ইউ রায় এন্ড সন্স থেকে ১৯২৩সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'আবোলতাবোল',দিনটি ছিল ১৯ সেপ্টেম্বর। অথচ তার মাত্র কয়েকটি দিন আগে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তিনি আকাশের তারা হয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছত্রিশ।

সুকুমার রায়ের অকাল প্রয়াণে ব্যথিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, লিখেছিলেন 'আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি,কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্য দান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি।

# পূর্বস্থলী চুপি কাষ্ঠশালী এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙলো প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৩ আগস্ট ঃ পূর্বস্থলীর কাষ্ঠশালী বাজার এলাকায় জলাশয়ের উপর বেআইনি নির্মাণ, যা নিয়ে কয়েক মাস আগে স্থানীয় এলাকারই বিশ্ব দত্ত নামের এক ব্যক্তি কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন বর্ষার সময় এই বিল্ডিং জলাশয়ের উপরে হলে, নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা হবে, জলমগ্ন হয়ে পড়বে এলাকা। এরপরই বিল্ডিং নির্মাণের উপর স্টে অর্ডার দেয় মহকুমা শাসক। পরবর্তী সময় অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে রবিবার এলাকায় উপস্থিত হয়, পূর্বস্থলী ২ ব্লক প্রশাসন এবং পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে, স্থানীয় এলাকারই এক বাসিন্দা সাহের শেখ কয়েক মাস আগে স্থানীয় এক ব্যক্তির থেকে জায়গা কিনে এখানে বিল্ডিং তৈরি করছিলেন। এরপরই জলাশয়ের উপর বিল্ডিং তৈরি করায় নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা হবে, এমনই অভিযোগ হয় মহকুমা শাসকের দপ্তরে। ঘটনার পরে বিল্ডিং ভেঙে ফেলার অর্ডার হয়। সেই মতন আজ বিল্ডিং ভাঙতে প্রশাসনের আধিকারিকরা এলে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বিল্ডিং কর্তৃপক্ষের দাবি, পঞ্চায়েতে পারমিশন দিয়েছেন, এখানের জন্য ট্যাক্স নিয়েছে, পঞ্চায়েতে প্রধান সই করেছে পারমিশনের কাগজে। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পঞ্চায়েতকে। পাশাপাশি তাদের আরো প্রশ্ন আমাদের বিল্ডিংয়ে শুধু ভাঙ্গার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পাশে বহু বিল্ডিংয়ে এই জলাশয়- এর উপরে রয়েছে, তাদের কোন নোটিশ দেওয়া হয়নি। বিল্ডিং ভাঙ্গা হলে সকলেরই ভাঙা হোক। যদিও এদিন তারা প্রশাসনকে অনুরোধ করেন তারা নিজেরাই বিল্ডিং ভেঙ্গে নেবে তার জন্য কিছুদিন সময় চেয়ে নেন রবিবার তারা। যদিও এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধান কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

# দুটি পর্যায়ে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত উত্তর-পূর্ব রেলের

গোরখপুর, ৩ আগস্ট ঃ পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের সাথে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য, রেলপথ মন্ত্রক সমগ্র ভারতীয় রেলওয়েতে দুটি পর্যায়ে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে ১ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২৫ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৫। এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সময়, রেলওয়ে স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, সঞ্চালন এলাকা এবং রেলপথের চারপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বিশেষ করে আবর্জনা নিষ্কাশনের উপর বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের তিনটি বিভাগের বিভিন্ন স্টেশন, লখনউ, বারাণসী এবং ইজ্জতনগরে একটি বিশাল পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হচ্ছে। স্বচ্ছতা পাখওয়াড়ার আওতায়, গোরখপুর জংশন এবং গোন্ডা স্টেশনে রেল কর্মচারী এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পরিচ্ছন্নতার শপথ পাঠ করানো হয়। ই.এন.এইচ.এম. 'স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত' স্লোগান নিয়ে রেলওয়ে শাখার কর্মীদের নিয়ে একটি পরিচ্ছন্নতা র‍্যালি বের করা হয় এবং রেলওয়ে যাত্রীদের তাদের চারপাশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য একটি সংকল্প অনুষ্ঠিত হয়। বস্তি, খলিলাবাদ, লখনউ জংশন এবং আইশবাগ স্টেশনে কর্মীদের পরিচ্ছন্নতার শপথ গ্রহণ করা হয়, একটি পরিচ্ছন্নতা র‍্যালি বের করা হয় এবং যাত্রীদের ভেজা ও শুকনো বর্জ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়। দেওরিয়া সদর, ভাটনি, বালিয়া, গাজীপুর শহর, আজমগড়, মৌ, বারাণসী শহর, বানারস, সিওয়ান, ছাপড়া এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনে, প্রভাত ফেরি বের করে এবং পথনাটকের মাধ্যমে যাত্রী ও কর্মচারীদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এর সাথে সম্মিলিত শ্রমদানও করা হয়। ইজ্জতনগর, বেরেলি শহর এবং কাসগঞ্জ স্টেশনে রেলওয়ে স্কাউটস এবং গাইডদের সহায়তায় পথনাটক আয়োজন করা হয়। পথনাটকের মূল উদ্দেশ্য হল যাত্রী এবং স্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, আবর্জনার সঠিক নিষ্কাশন, একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা এবং রেলওয়ে প্রাঙ্গণে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। এছাড়াও, স্টেশন এবং ট্রেনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বার্তা দিয়ে যাত্রীদের সচেতন করা হয়েছিল। এছাড়াও, ভোজিপুরা স্টেশনে পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে যাত্রীদের কাছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান সম্পর্কিত বার্তা প্রচার করা হয়েছিল, যাতে সচেতনতামূলক বার্তাটি যত বেশি সম্ভব যাত্রীদের কাছে পৌঁছায়।

# সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী বাবাসাহেব আম্বেদকর স্মরণে সাংবাদিক রত্নে ভূষিত হলেন সমীর দাস

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ ২০২৫ সালে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী বাবাসাহেব আম্বেদকর সহ গুরুচাঁদ ঠাকুর , গৌতম বুদ্ধ, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, কাজী নজরুল ইসলাম ,কৃত্তিবাস ওঝা , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণে সমাজের গুণীজন সংবর্ধনা ও আলোচনা চক্র অনুষ্ঠান করা হয়। আম্বেদকর কালচারাল কলেজ পরিচালনায়, এবং নিউ ব্যারাকপুর আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, নিউ ব্যারাকপুর পিপলস এডুকেশন সোসাইটি সহযোগিতায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

করেন ঠাকুর শ্রী শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। এছাড়া উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অত্রদানন্দ, ডাক্তার হাসিবুর রহমান চৌধুরী ডক্টর অপূর্ব কুমার বিশ্বাস, ডঃ দীপা দাস ,অধ্যাপক ডক্টর বঙ্কিমচন্দ্র মন্ডল, জয়া বসু, দেবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলাবতী বিশ্বাস এবং সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাস। বিধায়ক এবং দলিত সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি প্রখ্যাত দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন বেপারী, দলিত সাহিত্য একাডেমী সহ-সভাপতি ডক্টর আশিস হীরা। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডক্টর বঙ্কিমচন্দ্র মন্ডল। অধ্যক্ষ ইন্দ্রমোহন মন্ডল, ডক্টর । প্রীতি রায় অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যক্ষ হিঙ্গলগঞ্জ কলেজ ডক্টর শেখ কামাল উদ্দিন , ডাক্তার শ্যামল বিশ্বাস সি এম ও এইচ , অধ্যাপক দীপক বিশ্বাস, অধ্যাপক পঙ্কজ মন্ডল, আচার্য মনোরঞ্জন হালদার, সাংবাদিক ও লেখক সমীর দাস, অভয়বঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক জগদীশ যাদব, সংগীত পরিবেশন করেন লোকসংগীত শিল্পী ইয়াসিন শেখ , বাউল গনেশ চন্দ্র রায় । কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী জয়া বসু , দেবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীন্দ্র হালদার , মনোজিত মল্লিক , স্বপন নাথ, ফিরোজা বেগম, সিরাজুল ইসলাম ঢালী, ইউসুফ মল্লিক সম্পাদক প্রতিভার সন্ধানে , ইউসুফ মোল্লা ,বিকাশ রঞ্জন বর, বিমল পোদ্দার ,ডক্টর প্রতাপ রঞ্জন হাজরা ,ডক্টর নিশীদ রঞ্জন দাস অধ্যাপক , কানাইলাল বিশ্বাস বোম্বে, মল্লিকা রায়, দশমিক পলাশ, ডক্টর কৌশিক হালদার, খোকন চন্দ্র বালা, দেবাশীষ বিশ্বাস, সোমনাথ ঘোষাল , ওরিপ্রিয়া বসু , রাজেন্দ্র তেওয়ারি , পিনাকেশ রায় সম্পাদক অগ্রদূত সংঘ , অভিজিত বিশ্বাস বিখ্যাত মিউজিসিয়ান ,অজয় কুমার রায়, বিজন হাজরা, শিবু সৌম্য বিশ্বাস, নরেনদার চৌহান, কুলদীপ জোশি, মিলন মন্ডল, সরার হাওলাদার বি শেখর অলিপ্রিয়া বসু, সোমনাথ ঘোষাল, ডক্টর শাহনওয়াজ খান, পলাশ হালদার সহ ২ শতাধিক বিশিষ্ট সমাজসেবী কবি সাহিত্যিক সংগীত শিল্পী উপস্থিত ছিলেন।

# রংবেরঙের রাখিতে রঙিন দোকানগুলি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ হাতে আর কয়েকদিন তার পরেই রয়েছে রাখি পূর্ণিমা , রাখি বন্ধন উৎসব। প্রত্যেক বছর রাখি বন্ধন উৎসব এর আগে রাখির বাহারি রঙে প্রকাশ কর্নার সংলগ্ন দোকানগুলি রামধনুর রং ধারণ করে। রাখির রঙে সেজে উঠেছে হকার্স কর্নারের বিভিন্ন দোকান। রংবেরঙের রাখি, বিভিন্ন দামের রাখি রয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন রঙের রাখি রয়েছে। ক্রেতারা ইতিমধ্যেই দোকানে আসতে শুরু করেছেন। এবার মোটামুটি ভালই বাজার রয়েছে রাখির। পাশাপাশি ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন তারা আশা রাখছেন সময় যত গড়াবে বিক্রি আরো বেড়ে যাবে।

# মালিগাঁওয়ে দুটি নবনির্মিত লন টেনিস কোর্টের উদ্বোধন করলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার

মালিগাঁও, ৩ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব

৩০ জুলাই ২০২৫ তারিখে মালিগাঁওয়ের নামবাড়ীস্থিত এনএফআর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ) কমপ্লেক্সে দুটি নবনির্মিত আউটডোর লন টেনিস কোর্টের উদ্বোধন করেন। এটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রীড়া পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি এবং অঞ্চলজুড়ে ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রচারের জন্য এনএফআরএসএ-এর প্রচেষ্টায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। নবনির্মিত টেনিস কোর্ট আন্তর্জাতিক মানকযুক্ত এবং মাল্টি-লেয়ার্ড ল্যাটেক্স অ্যাক্রিলিক রেসিন-বেসড 'কুশন' সিস্টেমের সাথে আপগ্রেড করা হয়েছে। এই উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন সারফেসটি উন্নত স্থিতিস্থাপকতা, ইউভি সুরক্ষিত এবং খেলোয়াড়দের সুরক্ষা প্রদান করে যা প্রতিযোগিতামূলক এবং পেশাদার স্তরের টেনিসের জন্য আদর্শ। এই দুটি আউটডোর কোর্ট, একটি বিদ্যমান ইনডোর কোর্ট সহ, টেনিস প্রেমীদের জন্য একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। এনএফআরএসএ বর্তমানে একটি লন টেনিস একাডেমি পরিচালনা করে যেখানে ৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এই প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই জাতীয় পর্যায়ে উৎকষ্ট প্রদর্শন করেছেন, দেশজুড়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে পদক জিতে এবং র‍্যাঙ্কিং অর্জন করে অ্যাসোসিয়েশনের নাম উজ্জ্বল করেছেন। টেনিসের বাইরেও, এনএফআরএসএ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী ক্রীড়া বাস্তুতন্ত্রের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এনএফআরএস-এর ক্রীড়াবিদরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই প্রশংসা অর্জন করেছেন। এনএফআরএসএ অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, সাঁতার, ক্রিকেট, ফুটবল এবং তীরন্দাজি সহ এক ডজনেরও অধিক ক্রীড়া একাডেমি পরিচালনা করে, এবং স্বীকৃত পেশাদার কোচদের পরামর্শে প্রায় ২,০০০ এরও বেশি ক্রীড়াবিদকে প্রশিক্ষণ দেয়। পরিকাঠামোগত বিকাশের মধ্যে উন্নত ইনডোর এবং আউটডোর স্টেডিয়াম, আধুনিক জিমনেসিয়াম, সিন্থেটিক ট্র্যাক, একটি সুইমিংপুল, ক্রিকেট অনুশীলন হল এবং এমনকি ফিজিওথেরাপি এবং স্পোর্টস হোস্টেল সুবিধা রয়েছে। এই সুযোগ-সুবিধাগুলি কেবল ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়ন তৈরির লক্ষ্যেই নয় বরং কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের মধ্যে সুস্থতা এবং শারীরিক ফিটনেস বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কাজ করছে, যা খেলাধুলার সুবিধা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

# লাগাতার অতি বর্ষণে জেরবার গোটা জেলা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ আগস্ট ঃ লাগাতার অতি বর্ষণের জেরে কোপাই নদীর জল ঢুকে পড়ল বল্লভপুরে অবস্থিত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র সোনাঝুরি।আড্ডা রিসোর্টে। রিসোর্টের রুমগুলির বাইরে জল ঢুকে পড়ায় পর্যটকদের নৌকায় করে উদ্ধার করা হয়। পরিস্থিতির আচম্বিতে পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রুমগুলির বাইরেও এক কোমড় জল। এই অতি বর্ষণের জেরে নাকাল জনজীবন। সিউড়ির তিলপাড়া ব্যারাজে ফাটল দেখা দেওয়ার ফলে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আতঙ্কে মানুষ । ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়েছে ব্যারাজ মেরামতির কাজ। অন্যদিকে, বল্লভপুরের কোপাই নদী সংলগ্ন এই রিসোর্টের একাধিক অংশ ইতিমধ্যেই জলের তলায় চলে গেছে। এর ফলের সমস্যায় পড়েছেন রিসোর্টে আটকে থাকা পর্যটকেরা। অন্যদিকে, অতি বর্ষণের জেরে নানুরে ঘটে গেল বড়সড় দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল মার্বেল বোঝাই ২২ চাকা লরি। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন লরির চালক ও খালাসি। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল গভীর রাতে, নানুর থানার অন্তর্গত মোহনপুর মাঠ এলাকায়। রাজস্থান থেকে বীরভূমের উদ্দেশ্যে মার্বেল বোঝাই করে আসছিল লরিটি। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কাদা রাস্তা ও মাঝপথের গভীর গর্ত দেখে চালক সেটিকে পাশ কাটাতে যান। সেইসময় ভারসাম্য হারিয়ে কাঁচা জমির দিকে ধাক্কা মারে লরিটি ও সঙ্গে সঙ্গে উল্টে যায়। স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে চালক ও খালাসিকে উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নানুর থানার পুলিশ। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চালকের দাবি, এই দুর্ঘটনায় লরির মার্বেল ও কাঠামো মিলিয়ে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এদিন রবিবার নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের পানাগড় মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের নাকপুর চেকপোস্ট ভাড়ী যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে। ওই রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না সিউড়ি। জানা গেছে, এই জাতীয় সড়কের উপর সিউড়ির তিলপাড়া ব্যারেজে ফাটল দেখা দেওয়ায় ভারি যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বীরভূম জেলা শাসকের তরফ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার পর নেওয়া হয়েছে এই ব্যাবস্থা। দুর্গাপুর, আসানসোল ,বাঁকুড়া, বর্ধমান, দুবরাজপুর সহ আরো অন্যান্য জায়গা যাওয়ার যেসব গাড়িগুলি এই জাতীয় সড়ক ধরে যেত সেইগুলিকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ওই ভারি যানবাহন গুলিকে নাকপুর চেকপোস্ট হয়ে মুর্শিদাবাদের পাঁচগ্রামের বাদশাহী রোড হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেকটা ঘুর পথে যেতে হচ্ছে তাদের গন্তব্যস্থলে। ফলে বেশ বিপাকে পড়ছে দূরদূরান্ত থেকে আসা গাড়ি চালকরা।

# সব বাধাকে পেছনে ফেলে মায়ের স্বপ্ন পূরণের লড়াইয়ে নবদ্বীপের মেঘা ও রাজদ্বীপ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ আগস্ট ঃ সব বাধাকে পেছনে ফেলে মায়ের স্বপ্ন পূরণের লড়াইয়ে নবদ্বীপের মেঘা ও রাজদ্বীপ কর্মকার । কথায় আছে ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো! আর এবার সেই লোককথাই যেন বাস্তবের রূপ পেলো নদীয়ার নবদ্বীপের এই পরিবারের ঘরে। নদীয়া জেলার নবদ্বীপের উত্তর বঙ্গপাড়ায় ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে দুই সন্তান নিয়ে বসবাস করেন রামপ্রসাদ কর্মকার, ও পূর্ণিমা কর্মকার, রামপ্রসাদ কর্মকার পেশায় দিনমজুর, আর পূর্ণিমা কর্মকার পেশায় পরিচারিকা। দিন আনা দিন খাওয়া এই পরিবারে স্বপ্ন আজ লড়াই করছে বাস্তবের সঙ্গে। তাদের দুই সন্তান দশম শ্রেণীর পড়ুয়া মেঘা কর্মকার ও ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া রাজদ্বীপ কর্মকার,পড়াশোনার পাশাপাশি জিমনাস্টিক খেলায়ও সমান পারদর্শী এই দুই ভাইবোন। পূর্ণিমা কর্মকার জানান ছোটবেলা থেকেই জিমন্যাস্টিকের প্রতি ভালোবাসা ছিল তার, কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে হাল ছাড়েননি তিনি। বিয়ের পর দুই সন্তানকে নিজের মতো করে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। সেই স্বপ্নই জেগে উঠেছে দুই সন্তানের মধ্যে । নবদ্বীপ ক্রিয়েটিভ জিমনাস্টিক একাডেমির ছাত্রছাত্রী, দুজনেই রাজ্য পর্যায়ে এক্রোবেটিক জিমনাস্টিক গেমে নিজেদের গ্রুপে স্টেট চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু সাফল্যের সিঁড়ি পেরিয়ে এখন তারা দাঁড়িয়ে জাতীয় স্তরের দোরগোড়ায়। কিন্তু প্রতিযোগিতায়

অংশ নিতে প্রয়োজন প্রায় ৩০ হাজার টাকা, যা দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারটির পক্ষে জোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন। বাবা এতদিন পড়াশোনা ও খেলাধূলার যাবতীয় খরচ বহন করলেও এখন পুরো পরিবার সংকটে। তবু মা হার মানতে না রাজ । সন্তানদের স্বপ্নের মঞ্চে পৌঁছে দিতে মরিয়া তিনি। রাজদীপ ও মেঘার চোখে এখন একটাই স্বপ্ন , দেশের শ্রেষ্ঠ হওয়ার, আর মায়ের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার। প্রশিক্ষক বিশ্বরূপ সরকার জানান, আগামী ৭ আগস্ট হতে চলছে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা। যেখানে তাদের প্রশিক্ষন শিবিরের ১৩ জন প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে, তার মধ্যে রয়েছে এই রাজদ্বীপ ও মেঘা, এবারও তারা সাফল্য পাবে বলেও আশাবাদী তিনি। মেঘা কর্মকার জানায় ছোট থেকেই মা ও বাবা এই জিমনাস্টিকে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করে, মূলত মায়ের অপূর্ণ ইচ্ছে ও স্বপ্নকে বাস্তবের রূপ দিতেই তার ও তার ভাইয়ের এই লড়াই, প্রশিক্ষনের জায়গায় নেই সঠিক পরিকাঠামো, বৃষ্টি হলেই বন্ধ করে দিতে হয় প্রশিক্ষণ, কিন্তু নিজেদের লড়াইয়ে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ রাজদ্বীপ ও মেঘা, সহ ১৩ জন প্রতিযোগী, দিন রাত এক করে চলছে তাদের শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি। মোটের ওপর একাধারে পারিবারিক দারিদ্র্যতা পাশাপাশি প্রশিক্ষনের বাধা এই বৃষ্টি, আর এ সব কিছুর সাথেই লড়াই করে এখন নিজেদের সেরা প্রমানের লড়াইয়ে মরিয়া নবদ্বীপের এই মেঘা ও রাজদ্বীপ তা বলাই বাহুল্য।

# সাঁকো ভেঙে বিপত্তি

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৩ আগস্ট ঃ দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় ছিল বাঁশের সাঁকোটি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসন, বিধায়ক সকলকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। রবিবার সকালে ক্যানিং ও জয়নগর সংযোগকারী পিয়ালি খালের উপর তৈরি সেই বাঁশের সাঁকোটিই ভেঙে পড়ল। ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। সাঁকো ভেঙে পড়ায় আপাতত নৌকায় করে দু'পাড়ের মধ্যে যাতায়াত করছেন এলাকাবাসী। ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বধূকুলা ও জয়নগরের তিলপির মধ্যে এই বাঁশের সাঁকোটি সংযোগ রক্ষা করতো। দীর্ঘদিন ধরেই বাঁশের সাঁকোটির খারাপ অবস্থা। স্থানীয়রা কংক্রিটের সেতুর দাবি তুললেও আজ পর্যন্ত তা হয়নি। নিজেদের উদ্যোগেই তাই কোনও মতে বাঁশের সাঁকো মেরামত করে চলছিল যাতায়াত। দু'পাড়ের বহু সাধারণ মানুষ, চাষি, স্কুল পড়ুয়া প্রতিদিন এই সাঁকো ব্যবহার করেন। বিগত কয়েকদিন অতি বৃষ্টির কারণে খালে জলের পরিমান অনেকটাই বেড়েছে। সেই জলের স্রোতে রবিবার সকালে সাঁকোটি ভেঙে যায়।

# ফুঁসছে তিস্তা-তোর্সা! ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস, বাংলা-সিকিম যোগাযোগ আশিংক বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ পাহাড়ে একটানা বৃষ্টিতে বিপযর্স্ত জনজীবন। লাগাতার বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলা-সিকিম লাইফ লাইন দশ নম্বর জাতীয় সড়ক। রবিবার সকালে শ্বেতিঝরার কাছে জাতীয় সড়কে ধস। রাস্তার একাংশ ভেঙে চলে গিয়েছে তিস্তার গর্ভে। জাতীয় সড়কে সমস্ত রকম ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শনিবারই এই এলাকায় রাস্তায় ফাটল ধরা শুরু করেছিল। রবিবার সকালে জাতীয় সড়কের বেশ খানিকটা অংশ চলে যায় তিস্তায়। শুধু জাতীয় সড়ক নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টির জন্য সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দুই নদীতেই হলুদ সংকেত

জারি করেছে সেচদপ্তর। জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ির কিছু এলাকায় উঠেছে তিস্তার জল। আশঙ্কা লাগাতার বৃষ্টি চললে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি একাধিক এলাকায় জল ঢুকতে শুরু করবে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারেও লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জেরে জল বাড়ছে ডিমা, কালজানি, রায়ডাক-সহ বিভিন্ন নদীতে। রাতভর আলিপুরদুয়ারে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। সকাল আটটা পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমান ১৫২ মিলিমিটার। ফুঁসে উঠছে নদীগুলি। উত্তরবঙ্গে শনিবার থেকে অতিভারী বৃষ্টি হচ্ছে। আগামী দুই দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার পর্যন্ত দাপট দেখাবে বৃষ্টি। তেমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। উত্তরবঙ্গের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। যার জেরে এই প্রবল বৃষ্টি। মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টি চলবেই। ভারী বৃষ্টির ফলে নদীর জলস্তর বাড়বে। তিস্তা, তোর্সা এবং জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। নিচু এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কার কথা শুনিয়েছে হাওয়া অফিস।

# দিঘা শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স এসোসিয়েশনের ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ৩ আগস্ট ঃ দিঘা শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স এসোসিয়েশনের ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত নগরী দিঘা বাইপাসে এক বেসরকারি সভাগৃহে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিন সংগঠনের শতাধিক হোটেল মালিক ও কর্মকর্তারা সামিল হন। এদিন টুরিস্ট গাইড ম্যাপও প্রকাশ করা হয়। দিঘা শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত পাত্র জানিয়েছেন, এই রাজ্যে বহুল চর্চিত পর্যটন কেন্দ্র হল দিঘা। যা আজ তিলোত্তমায় পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি চাহিদাও বাড়ছে দিঘা পর্যটন কেন্দ্রের। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নবনির্মিত হোটেলের সংখ্যা। পরিষেবাকে আরও উন্নততর করতে হবে। দূষণ রোধের জন্য প্লাস্টিক বর্জন অভিযানে নামা হচ্ছে। হোটেলের কর্মীদের বেতন ও বোনাস সঠিকভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে। দিঘায় যানজট নিয়ন্ত্রণ একেবারেই জরুরী। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন দিঘার এক্সিকিউটিভ অফিসার নীলাঞ্জন মন্ডল, রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক বারিক, দিঘা থানার ওসি অমিত প্রামাণিক, মোহনা উপকূল থানার ওসি প্রবীর সাহা, সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী ও তপন কুমার মাইতি, চন্দন রায়, অসিম দাস বর্মন, শীর্ষেন্দু বিকাশ কুণ্ডু ও শতাব্দী রায় প্রমুখ।

# দু'দিন ডাক-পরিষেবা বিপর্যস্ত, সোমবার থেকে নয়া ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে ডাক-পরিষেবার নয়া ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার (অ্যাডভান্সড পোস্টাল টেকনোলজি) প্রাথমিক কাজের জন্য শুক্র ও শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ডাক-পরিষেবা ব্যাহত হয়। জিপিও-কিছু পরিষেবা রবিবারও চালু থাকে। কিন্তু এদিন সব বন্ধ ছিল। নয়া ব্যবস্থা সোমবার চালু হলেও সর্বস্তরে এর সঠিক রূপায়ণেও কিছু সময় লাগবে বলে গ্রাহকদের আশঙ্কা। এতদিন ' (Systems, Applications, and Products in Data Processing) প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করতেন ডাককর্মীরা। এবার নতুন প্রযুক্তি। আগে একই উইন্ডোতে একাধিক পরিষেবা কর্মীরা দিতে পারতেন না। ফলে পরিষেবায় বেশি সময় লাগত। এবার একটা উইন্ডোতেই তাঁরা নানা পরিষেবা দিতে পারবে। গোটা দেশেই চালু হচ্ছে এই নয়া ব্যবস্থা। নতুন এপিটি টু পয়েন্ট জিরো সোমবার চালু হওয়ার কথা। গত দুদিন গ্রাহক পরিষেবা ব্যাহত হওয়া প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডাককর্তা বলেন, শনিবার বিভিন্ন ডাকঘরে পরিষেবা দেওয়া যাবে না বলে আগেই জানানো হয়েছিল। শুক্রবার ঠিক ছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। কিন্তু নতুন প্রযুক্তি কার্যকরী করতে কিছু সমস্যা হয়েছিল।

# 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটিকে 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটিকে 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি iOS প্ল্যাটফর্মেও এটি ধীরে ধীরে পরিবর্তন করা হয়েছে। মেট্রো যাত্রীরা যারা ইতিমধ্যেই এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং ব্যবহার শুরু করেছেন তাদের এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই অ্যাপে আগে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং সুযোগ-সুবিধা ছিল তা নাম পরিবর্তনের পরেও উপলব্ধ থাকবে। উল্লেখ্য যে, এখন পর্যন্ত ১২.৩ লক্ষ অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং ৭৬,০০০ এরও বেশি iOS ব্যবহারকারী সক্রিয়ভাবে এই অ্যাপটি ব্যবহার করছেন। এই পরিসংখ্যান মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহারের পদ্ধতি দেখাতে সহায়তা করছেন। যাত্রীদের ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি গ্রহণ করার এবং মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানোর আগে অনলাইনে টিকিট কেনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ লাইনের কারণে ভিড় এড়াতে।

# তিনটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

৩ আগস্ট ঃ ভাবনগর, রেওয়া এবং জব্বলপুরে তিনটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তাদের উদ্বোধন করেছেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, অন্যদিকে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেব সাই রাযপুরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। শ্রী রাম নগরীতে আসা ভক্তরা গুজরাট এবং অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্টকে সংযুক্তকারী নতুন ট্রেন থেকে সরাসরি উপকৃত হবেন, যা ধর্মীয় পর্যটনকে উৎসাহিত করবে। রেলমন্ত্রী গুজরাটের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণাও করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে পোরবন্দর, রাজকোট দৈনিক ট্রেন পরিষেবা, রানাভাব স্টেশনে একটি কোচ রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা, প্রস্তাবিত সারদিয়া- ভাসজালিয়া নতুন লাইন এবং পোরবন্দর শহরের ভদ্রকালী গেটে ফ্লাইওভার নির্মাণ। ভাবনগর বন্দরে দুটি গতিশক্তি কার্গো টার্মিনাল এবং একটি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে রেল যোগাযোগকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেনের ঘোষণা করেছেনঃ ভাবনগর-অযোধ্যা ক্যান্ট (গুজরাট-উত্তরপ্রদেশ), রেওয়া- পুনে (মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্র) এবং জবলপুর-রাযপুর (মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়)। তিনটি ট্রেনই উদ্বোধন করা হযেছে, যা সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং ছত্তিশগড়ের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। অনুষ্ঠান চলাকালীন, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ট্রেনটির উদ্বোধন করেন, এবং ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেব সাই রাযপুর স্টেশন থেকে পরিষেবাটির উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি নিমুবেন বাম্বানিয়াও ভাবনগরে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রেলের সাথে একটি আবেগপূর্ণ সংযোগ রয়েছে, যে কারণে তিনি সর্বদা এর সম্প্রসারণ এবং উন্নযনকে অগ্রাধিকার দেন। **গুজরাট এবং ভাবনগরের জন্য নতুন প্রকল্পের ঘোষণা** আসন্ন উন্নযনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে পোরবন্দর এবং রাজকোটের মধ্যে একটি দৈনিক ট্রেন পরিষেবা শীঘ্রই শুরু হবে। এছাড়াও, রানাভাভ স্টেশনে একটি কোচ রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা স্থাপন করা হবে এবং পোরবন্দর শহরের ভদ্রকালী গেটে সারদিয়া-ভাসজালিযা নতুন লাইন এবং একটি ফ্লাইওভার পাইপলাইনে রয়েছে। ভাবনগরে, দুটি গতিশক্তি কার্গো টার্মিনাল এবং বন্দরে একটি কন্টেইনার টার্মিনাল প্রস্তাব করা হয়েছে। এই নতুন কন্টেইনার টার্মিনালটি এই অঞ্চল থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহিত করবে। রেলমন্ত্রী গত ১১ বছরে ভারতীয় রেলওয়ের অর্জনগুলিও তুলে ধরেন, উল্লেখ করেন যে ৩৪,০০০ কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক স্থাপন করা হযেছে। বর্তমানে ১,৩০০ টিরও বেশি স্টেশন পুনর্বিকাশ করা হচ্ছে - যা বিশ্বের বৃহত্তম স্টেশন আধুনিকীকরণ কর্মসূচির অংশ। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই উন্নযনের সময় ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখা ভারতের মতো প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। **ভারতীয় রেলের পুনরুজ্জীবন** অমৃত ভারত এক্সপ্রেস সম্পর্কে বলতে গিয়ে রেলমন্ত্রী জানান যে এটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো সুবিধা প্রদান করে তবে অনেক বেশি সাশ্রযী মূল্যে। ইতিমধ্যেই ৮টি ট্রেন চালু রয়েছে এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস নেটওয়ার্কে একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি নমো ভারত ট্রেনের কথাও উল্লেখ করেন, যা শহরগুলিকে সংযুক্ত করে একটি উচ্চ-গতির পরিষেবা। বর্তমানে, একটি ট্রেন আহমেদাবাদ এবং ভূজের মধ্যে এবং আরেকটি জয়নগর এবং পাটনার মধ্যে চালু রযেছে। **বন্দে ভারত স্লিপার সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে** রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে দীর্ঘ দূরত্বের রাতারাতি ভ্রমণের জন্য তৈরি বন্দে ভারত স্লিপার পরিষেবা সেপ্টেম্বরে শুরু হবে। তিনি আরও বলেন যে মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং একবার সম্পন্ন হলে, দুটি শহরের মধ্যে যাত্রা করতে মাত্র ২ ঘন্টা ৭ মিনিট সময় লাগবে। **৩টি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু - ভাবনগর-অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট এক্সপ্রেস** এই নতুন পরিষেবা গুজরাট থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে, যা রামনগরী অযোধ্যার যাত্রাকে আরও মসৃণ এবং আরামদাযক করে তুলবে। এটি ভাবনগরের বন্দর এবং শিল্প এলাকাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানগুলির সাথে সংযুক্ত করতেও সাহায্য করবে। **রেওয়া-পুনে এক্সপ্রেস পরিষেবাঃ** এই ট্রেনটি মধ্যপ্রদেশের রেওযা, সাতনা এবং মাইহারের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিকে একটি প্রধান শিক্ষা ও শিল্প কেন্দ্র পুনের সাথে সংযুক্ত করে। এটি হাজার হাজার যাত্রীর জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার বৃহত্তর অ্যাক্সেসকে সহজতর করবে। **জবলপুর-রাযপুর এক্সপ্রেসঃ** এই পরিষেবাটি মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের উপজাতি এবং শিল্প অঞ্চলের মধ্যে সংযোগকে শক্তিশালী করে। এটি বৃহত্তর সামাজিক ও আঞ্চলিক একীকরণকে উসাহিত করবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নযনের জন্য একটি নতুন গতি দেবে। ভারতীয় রেলওয়ের এই নতুন পরিষেবাগুলি একটি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায় যা প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি রাজ্য এবং প্রতিটি অঞ্চলের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রে রাখে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ভারতীয় রেল কেবলমাত্র একটি পরিবহন নেটওয়ার্ক থেকে একটি আত্মনির্ভর ভারতের মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে।

## লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্দ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ ক) অজয় কুন্ডু পিতা গোপাল কুন্ডু সাকিম কদমাঘাটি, ছাতারকানালী, বাঁকুড়া, খ) গৌতম ঘোষ পিতা ফটিক ঘোষ সাকিম হীরাপুর ওন্দা বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ৩১৮৭ /২১, ৩২৪৮/ ২১, ৪৪৬৮/ ২৫, ৪৪৬৯/ ২৫ নং কোবালা দলিল মূলে ১) শ্রী সুনীল কুমার সিংহ ওরফে সুনীল সিংহ পিতা জ্ঞানেন্দ্র মোহন সিংহ, ২) শ্রী সুশান্ত কুমার সিংহ ওরফে সুশান্ত সিংহ পিতা জ্ঞানেন্দ্র নাথ সিংহ সাকিম বিকনা, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া ৩) শ্রীমত্যা মীরারানী সিংহ ওরফে মীরাবালা সিংহ স্বামী স্বর্গীয় ধীর নারায়ন সিংহ ওরফে ভোলানাথ সিংহ সাকিম ভৈরবপুর, অমরকানন, গঙ্গাজলঘাটী, বাঁকুড়া। ৪) শ্রী বিদ্যুৎ সিংহ ৫) শ্রী প্রদ্যুৎ সিংহ ৬) শ্রী সোমনাথ সিংহ সর্ব্বপিতা শিশির সিংহ ৭) শ্রীমত্যা শেফালী সিংহ স্বামী শিশির সিংহ, ৮) শ্রী শঙ্করদাস সিংহ ওরফে শঙ্কর সিংহ পিতা জনেন্দ্রনাথ সিংহ গৃহস্থালী, সর্ব্বসাকিম বিকনা, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া উক্ত দাতার পক্ষে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ০৩৬১ /১৯, ২৩০০/ ২০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ কাপড়ী, পিতা জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, সাকিম জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে বাঁকুড়া, বিকনা মৌজায় (জে.এল-২৩৫) ৫০১ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৭১৮ নং দাগে মোট ০.২১ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন এবং মোবারকপুর মৌজায় (জে.এল-২৩৪) ২৬৮, ২৯৬, ৩৩৮, ৩২৯, ৩৭৭, ৩৮৪ খতিয়ানভুক্ত হাল ১৭,১৮,৫২ নং দাগে মোট ০.৩০ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ধন্যবাদান্তে

Sukumar Mallick
Advocate
District Judge's Court, Bankura
E.No.340/2001 of W.B

**Office of the Prodhan**
**Dwarhatta Gram Panchayat**
**Dalapatipur::Haripal::Hooghly**
**Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN - 140/DGP/2025-26**

For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for CONSTRUCTION OF CC ROAD AT 5 (Five) Different places. Source of Fund: 15th FC Untied. Document download/sell starting(online) from **01.08.2025 at 18.00 Hrs.** Last date of submission of Bid(online) **01.08.2025 18.00 Hrs.** Bid Opening date for Technical Proposals(Online): **09.08.2025 at 18.00 Hours.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Dwarhatta Gram Panchayat**

## বিজ্ঞান ও পরিবেশ

# মহাকাশে পাড়ি! সফল উৎক্ষেপণ নাসা ও ইসরোর যৌথ উদ্যোগে তৈরি ‘নিসারের’

নাসা ও ইসরোর উদ্যোগে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ ‘নিসার’ শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে মহাশূন্যের রওনা দিল। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কৃত্রিম উপগ্রহটির উৎক্ষেপণ সফল হয় ৫টা বেজে ৪০ মিনিটে। ইসরোর তরফে এক্স হ্যান্ডেল উৎক্ষেপণের ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। ক্যাপশানে লেখা হয়েছে, উৎক্ষেপণ। আমরা উৎক্ষেপণ করেছি! নিসারকে সঙ্গে নিয়ে GSLV-F16 সফলভাবে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে। এই বিষয়ে ইসরোর চেয়ারম্যান ড. ভি নারায়ণন বলেন, নিসারের উৎক্ষেপণ কৃত্রিম উপগ্রহের প্রযুক্তিতে বিরাট পদক্ষেপ। জানা যাচ্ছে, ভূপৃষ্ঠ, সমুদ্র, বরফ এবং অরণ্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করবে ১.৫ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা) খরচে তৈরি নিসার। তবে এর নির্মাণ খরচের মধ্যে ৭৮৮ কোটি টাকা দিয়েছে ইসরো। আপাত ভাবে এই বিনিয়োগ বিপুল অঙ্কের হলেও তা শেষপর্যন্ত ‘ হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।জানা যাচ্ছে, প্রতি ৯৭ মিনিটে পৃথিবীকে চক্কর কাটবে সে। এবং মাত্র ১২ দিনের মধ্যেই এই গ্রহের ভূখণ্ড ও তুষারাবৃত অঞ্চলের বিস্তৃত মানচিত্র তৈরি করে ফেলবে। সবচেয়ে বড় কথা, অন্ধকার, মেঘ, ধোঁয়া ইত্যাদিকে এড়িয়ে পৃথিবীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনও ধরে ফেলতে পারবে নিসার। ফলে এই সব তথ্য গবেষকদের কাছে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠবে। বিনামূল্যেই সেই তথ্য ব্যবহার করে বিজ্ঞানী, জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা তাঁদের কাজ চালাতে পারবেন। ফলে আগামিদিনে অনেক বড় আবিষ্কারের পথ খুলে দিতে

পারে নিসার অন্বেষণ। অসমে প্রতি বছরই হওয়া বন্যার আগাম হদিশ কিংবা হিমালয়ের হিমাবাহের গলন কত দ্রুত হচ্ছে সবই বের করা সম্ভব হবে। তবে উৎক্ষেপণের পরই সেটি কর্মক্ষম হয়ে উঠবে না। উৎক্ষেপণের পর তা সেটআপ করতে ৯০ দিন সময় লাগবে। তারপরই সেটি কাজ শুরু করবে। তিনি বলেছিলেন ২০২৫ সালে ভিনগ্রহীদের সংস্পর্শে আসবে পৃথিবী! বুলগেরিয়ার দৃষ্টিশক্তিহীন ‘ নস্ত্রাদামুস’ বাবা ভাঙ্গার বহু ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই মিলে গিয়েছে। মিলবে কি এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও? প্রকাশিত এক প্রতিবেদন ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গত ১৬ জুলাই প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এক অতিকায় মহাকাশযান ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। হয়তো নভেম্বরেই তারা পৌঁছে যাবে সূর্যের কাছাকাছি। এবং তারপর পৃথিবীর নজরের বাইরে চলে যাবে। মনে করা হচ্ছে, স্রেফ নজরদারি নয়, এরপর তারা হামলাও করতে পারে পৃথিবীতে। ১ জুলাই প্রথমবার ৩আইঅ্যাটলাস নামের এক জ্যোতিষ্ককে দেখতে পান বিজ্ঞানীরা। দেখা যায়, সেটি ১ লক্ষ ৩০ হাজার মাইল প্রতি ঘণ্টা বেগে ধেয়ে আসছে। আবিষ্কারের পরদিনই বোঝা গিয়েছিল, সেটি রয়েছে সৌরজগতের বাইরে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল ওই জ্যোতিষ্কটি ধূমকেতু। যার ব্যাস ১৫ মাইল। অর্থা আকারে ম্যানহাটন শহরের চেয়েও বড়। এরপরই চমকপ্রদ দাবি করেন গবেষক অ্যাভি লোব, অ্যাডাম হিবার্ব ও অ্যাডাম ক্রাউল। তাঁরা বলেন, ৩আইঅ্যাটলাস কোনও প্রাকৃতিক বস্তু নয় সম্ভবত। হতেই পারে সেটি ভিনগ্রহীদের নজরদারি প্রযুক্তিসম্পন্ন কোনও যান। এই তিন গবেষকের অন্যতম লোব এর আগে ২০১৭ সালে ‘ নামের এক ইঃ টারস্টেলার (যা সৌরজগতের বাইরের প্রতিনিধি) বস্তুকেও ভিনগ্রহীদের যান বলে দাবি করেছিলেন। এবার তিনি দাবি করছেন, এই রহস্যময় বস্তুটিও আসলে ভিনগ্রহীদেরই যান। আশঙ্কা, নভেম্বরে সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছে ‘ হয়ে যাওয়াটা নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার নয়। ইচ্ছে করেই পৃথিবীর বাসিঃদাদের নজর থেকে আড়ালে থাকার জন্য। এবং আপাতভাবে যতই মনে হোক, স্রেফ নজরদারি চালানো হচ্ছে- আসলে হয়তো এটা পৃথিবী আক্রমণের কৌশল! আর এতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। একটা বিষয় নিশ্চিত- বস্তুটি ধুমকেতু হোক কিংবা ভিনগ্রহীদের যান, আগামী নভেম্বরে গোটা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সেদিকেই লক্ষ্য রাখবেন।

# বছরে ৩২ কোটি গাছের মৃত্যু বজ্রপাতে! কোন অশনি সংকেত সভ্যতার জন্য?

বজ্রপাতে দাউ দাউ জ্বলছে গাছের মাথা- ঝড়বৃষ্টির দিনে এমন দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। আপাত ভাবে মনে হতে পারে বজ্রপাতে মানুষ বা অন্য প্রাণীর মৃত্যু যেমন ঘনঘন দেখা যায়, গাছের দুর্ভাগ্য হয়তো তেমন নয়। কিন্তু জানা গেল যে পরিসংখ্যান তা চমকে দেওয়ার মতো। বছরে ৩২ কোটি গাছের মৃত্যু হয় বজ্রপাতে। এক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে এমনই জানানো হয়েছে।

কী জানাচ্ছে গবেষণা? মিউনিখের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানাচ্ছে, প্রতি বছর এভাবে বজ্রপাতে গাছ ধ্বংস হওয়ার ফলে ০.৭৭ থেকে ১.০৯ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি নিঃসরণ হবে বাতাসে। তুলনায় বলা যায় সারা বছর দাবানলে গাছের জ্বলে ওঠার ফলে ১.২৬ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-

অক্সাইড বাতাসে মিশে যায়। তবে এপ্রসঙ্গে বলা ভালো, বজ্রপাতের হিসেবে কিন্তু সেই গাছগুলি নেই, যেগুলি বজ্রপাতের ফলে সৃষ্টি হওয়া দাবানলে ধ্বংস হয়। সেটাকে হিসেবে রাখলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হয়।

যেহেতু পৃথিবী ক্রমেই উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে উঠছে, তাই বজ্রপাতের ঘটনাও অহরহ ঘটার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। ফলে এই বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত বলেই মনে করছেন গবেষকরা। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বজ্রপাতে গাছের মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটে বলে জানা যাচ্ছে গবেষণা থেকে। প্রতি বছর যত জৈব ভর নষ্ট হয় তার মধ্যে বজ্রপাতেই নষ্ট হয় ০.২৫ অংশ। বিষয়টির দিকে নিবিড় নজর রাখার কথা বলছেন বিজ্ঞানীরা। ভবিষ্যতে যদি বজ্রপাতে গাছের মৃত্যুসংখ্যা বাড়ে তাহলে বাতাসে আরও বেশি পরিমাণে মিশবে কার্বন ডাই অক্সাইড। যা থেকে তৈরি হচ্ছে আশঙ্কার মেঘ।

# যমুনার শুদ্ধিকরণে পথ দেখাচ্ছে ফ্রান্সের নদী

দিল্লির বুক চিরে বয়ে যাওয়া যমুনা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে যমুনার দূষণে দিল্লিবাসী অতিষ্ঠ। গত ফেব্রুয়ারিতে সরকার বদলেছে রাজধানীর। প্রশ্ন উঠেছে, এবার কি যমুনা সংস্কার করা হবে? এই পরিস্থিতিতে যমুনাকে পথ দেখাচ্ছে ফ্রান্সের শ্যেন নদীর সংস্কার। ১০২ বছর পরে প্রথমবার সেই নদীতে জনসাধারণকে স্নানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেখানে। যা যমুনাকেও পথ দেখাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ অলিম্পিকে শ্যেন নদীতে সাঁতার কাটেন প্রতিযোগীরা। সেই শুরু। এবার সাধারণের জন্যও অনুমতি মিলল স্নানের। অথচ ১৯২৩ সাল থেকে ‘অসুস্থ’ নদীটি। কেবল স্নানই নয়, এই নদীর জল স্পর্শ করাতেও ‘বিপদ’ দেখছিলেন বিশেষজ্ঞরা। অভিযোগ ছিল, নদীতে প্রচুর পরিমাণে মলের খণ্ড ভাসতে দেখা যাচ্ছে। কার্যতই দূষণে ভরা সেই শ্যেন নদীই এবার সকলের সামনে নতুন নিদর্শন তৈরি করছে। বিশেষ করে যমুনার মতো দূষিত নদীর কাছে আজকের পরিচ্ছন্ন শ্যেন পৌঁছে দিচ্ছে নয়া বার্তা। গত শতকের নয়ের দশকে শুরু হয়েছে শ্যেন পরিষ্কার করার কাজ। ভারতীয় মুদ্রায় সব মিলিয়ে ১৪০৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল ফ্রান্স প্রশাসন। জল পরিশ্রুত করতে নেওয়া হয়েছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য। অবশেষে ফল মিলেছে। গত সপ্তাহেই প্যারিসের বাসিন্দারা বহু দশক পর প্রথমবার স্নান করেছেন শ্যেন নদীতে।

এহেন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, দিল্লি কি এই সংস্কার থেকে শিক্ষা নেবে না? এপ্রসঙ্গে বলা যায়, ক্ষমতায় আসার আগেই প্রচারে যমুনাকে দূষণমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। এমনকী এই ইস্যুতেও কাঠগড়ায় তুলেছিল আম আদমি পার্টিকে। প্রচার চালানো হয়েছিল, দু-দুবার নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা রাখেনি কেজরিওয়াল সরকার। ক্ষমতায় এসে ইতিমধ্যেই ৩১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছে রেখা গুপ্তার সরকার। যমুনা পরিষ্কারের জন্য দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় ২৭টি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে বলে দিল্লি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। আপাতত তাই আশা, যমুনাও হয়তো একদিন শ্যেন নদীর মতো সকলের স্নানের যোগ্য হয়ে উঠবে।

# ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তান, মৃত্যু ৫ শিশুর, আহত বহু

৩ ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের খাইবার পাকতুনখোয়া। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৫ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ১৩। এর নেপথ্যে কোনও জঙ্গি যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ খাইবার পাকতুনখোয়া প্রদেশের লাক্কি মারওয়াত জেলার সদর থানার কাছে একদল শিশু খেলাধূলা করছিল। সেই সময় তারা একটি মর্টার শেল খুঁজে পায়। জানা যাচ্ছে, সেটা নিয়ে খেলতে গিয়েই ঘটে যায় অঘটন। হঠা বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫ জন শিশুর। আহতের সংখ্যা ১৩. খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়

পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড এবং উদ্ধারকারী দল। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিসাধীন। কিন্তু মর্টার শেলটি সেখানে কে বা কারা রাখল, তা এখনও জানা যায়নি। এর নেপথ্যে কোনও জঙ্গিযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। তাঁদের অবস্থা সংকটজনক এ প্রসঙ্গে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, কীভাবে ওই মর্টার শেলটি সেখানে এল, তা এখনও জানা যায়নি। আমরা ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।

### মধ্যপ্রদেশে ভ্রমণে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

নরসিংহপুর, ২ আগস্ট ঃ মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলায় জলপ্রপাত পরিণত হল মৃত্যুফাঁদে। জানা গেছে , স্কুলের ছুটি পেয়ে পিকনিক করতে গিয়ে তিন পুুয়া জলপ্রপাতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় । শুক্রবার গভীর রাতে উদ্ধার হয় তিন পুুয়ার নিথর দেহ। মৃতদের নাম তন্ময় শর্মা, অশ্বিন জাট এবং অক্ষত সোনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুপুরে স্কুলের পর তিন পড়ুয়া একসঙ্গে বাইকে বেরোয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরে না ফেরায় অভিভাবকরা খোঁজ শুরু করেন। হাথীনালায় গিয়ে দেখা যায়, পা।ে রয়েছে বাইক, জামাকাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী। খবর পেয়ে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দলের যৌথ অভিযানে গভীর রাতে তিনজনের দেহ উদ্ধার করে।

# মেট্রো রেলওয়েতে স্বচ্ছতা অভিযান শুরু

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে ১ আগস্ট ২০২৫ থেকে স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালনা করছে। এই অভিযানের সময়, স্টেশন, ট্রেন এবং অন্যান্য রেলওয়ে.প্রতিষ্ঠানে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা এবং স্যানিটাইজেশন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে, আজ অর্থাৎ ০২.০৮.২০২৫ তারিখে মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে ‘ অঙ্গীকার’ গ্রহণ করা হয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। মেট্রো রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মীরা পরিবেশ পরিষ্কার রাখার এবং প্রতি সপ্তাহে পরিচ্ছন্নতার জন্য স্বেচ্ছাসেবী কাজের জন্য সময় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখার জন্য বিশেষ সচেতনতামূলক বার্তাও প্রচার করা হচ্ছে। মেট্রো কর্মকর্তা ও কর্মীরা যাত্রীদের এই অভিযানে সহযোগিতা করার জন্যও অনুরোধ করছেন।

# আয়ারল্যান্ডে বাড়ছে ভারতীয় বিদ্বেষ, সতর্কতা জারি দূতাবাসের

৩ আগস্ট ঃ আয়ারল্যান্ডে ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে বাড়তে থাকা বর্ণ বিদ্বেষী হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দূতাবাস একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা পরামর্শ জারি করেছে। দূতাবাস ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য ‘যুক্তিসঙ্গগত সতর্কতা’ অবলম্বন করতে এবং বিশেষ করে অসময়ে নির্জন এলাকায় যাওয়া এড়াতে পরামর্শ দিয়েছে। এই পরামর্শ এমন সময়ে এসেছে যখন ডাবলিনে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর বেশ কয়েকটি হিংসাত্মক হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, যা এই দেশে বসবাসকারী এক লক্ষ ভারতীয় অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ ও ভয়ের সঞ্চার করেছে। দূতাবাস জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বর (০৮৯৯৪২৩৭৩৪) এবং ইমেল ঠিকানা (cons.dublin@mea.gov.in) প্রকাশ করেছে।গত ১৯ জুলাই ডাবলিনের তাল্লাঘ্ট এলাকার পার্কহিল রোডে একজন ৪০ বছর বয়সী ভারতীয় পুরুষের উপর নৃশংস হামলার ঘটনা এই পরামর্শের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ। স্থানীয়রা এই হামলাকে ‘ বর্ণবাদী হিংসা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ওই ব্যক্তি, যিনি তিন সপ্তাহ আগে অ্যামাজনের একটি টেক পদে কাজের জন্য আয়ারল্যান্ডে এসেছিলেন, তাঁকে একদল কিশোর-কিশোরী মারধর করে, মুখে ছুরিকাঘাত করে এবং আংশিকভাবে পোশাক খুলে ফেলে। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল, এবং এক ঘণ্টারও বেশি সময় পর জরুরি পরিষেবা তাঁকে উদ্ধার করে। জেনিফার মারে নামে একজন আইরিশ মহিলা, যিনি ভুক্তভোগীকে সাহায্য করেছিলেন, জানিয়েছেন, গত চার দিনে তাল্লাঘ্টে অন্তত চারজন ভারতীয় পুরুষ এবং আরেকজন ব্যক্তি এই ধরনের হামলার শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, এই কিশোর গ্যাংটি ভারতীয়দের মুখে ছুরিকাঘাত করছে। এই ঘটনাগুলো কতজন জানেন বা সংবাদে দেখেছেন? এছাড়া, ৩১ জুলাই আরেকটি হামলার ঘটনায় ৩২ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত উদ্যোক্তা ও এআই বিশেষজ্ঞ ড. সন্তোষ যাদব ডাবলিনের ক্লন্ডালকিন ট্রেন স্টেশনের কাছে ছয়জন কিশোরের দ্বারা আক্রান্ত হন। তিনি লিঙ্কডইনে তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বলেন, রাতের খাবারের পর আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টের কাছে হাঁটছিলাম, তখন ছয়জন কিশোর পেছন থেকে আমার উপর হামলা করে। তারা আমার চশমা ছিনিয়ে ভেঙে ফেলে এবং মাথা, মুখ, ঘাড়, বুক, হাত ও পায়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। আমি রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলাম। তিনি জানান, তাঁর গালের হাড় ভেঙে গেছে এবং তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার জন্য সেন্ট জেমস হাসপাতালে রয়েছেন। সন্তোষ আরও বলেন, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ডাবলিনে ভারতীয় পুরুষ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর বর্ণবাদী হামলা বাড়ছে-বাসে, আবাসিক এলাকায় এবং পাবলিক রাস্তায়। তিনি আইরিশ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে বলেন, হামলাকারীরা মুক্তভাবে ঘুরছে এবং আরও হামলার জন্য উৎসাহিত হচ্ছে। আয়ারল্যান্ডে ভারতীয়রা দেশটির বৃহত্তম অ-ইইউ অভিবাসী সম্প্রদায়, যার সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। তারা আইটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তবে, সাম্প্রতিক বর্ণবাদী হামলার ঘটনাগুলো এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। ইমিগ্রান্ট কাউন্সিল অফ আয়ারল্যান্ডের সিইও টেরেসা বুচকোভস্কা বলেন, ভারতীয় সম্প্রদায় বর্তমানে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, তবে এই হামলাগুলো শুধু তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পুলিশের প্রশিক্ষণের ঘাটতি এবং পুরোনো প্রক্রিয়ার কারণে ঘৃণামূলক অপরাধের রিপোর্টিং কঠিন হয়ে পড়েছে। এই ঘটনাগুলোর প্রতিবাদে ডাবলিনে ব্যাপক প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। ২৫ জুলাই তাল্লাঘ্টে ‘ এগেইনস্ট রেসিজম’ এবং ‘ সাউথ ওয়েস্ট টুগেদার’ সংগঠনের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। শুক্র ও শনিবার ডাবলিন সিটি হল থেকে ন্যাশনাল গ্যালারি পর্যন্ত প্রায় ৮০০ জন ভারতীয়, পাকিস্তানি, বাংলাদেশি এবং আইরিশ নাগরিক ‘ নো টু রেসিজম’ এবং ‘ ইজ হোম’ স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করেন। একটি অনলাইন পিটিশনে ১৫,০০০-এর বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে, যা সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের পুলিশ বাহিনী, আন গার্দা শিওচানা, তাল্লাঘ্টের হামলাকে বর্ণবাদী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অখিলেশ মিশ্র ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, এই হামলাগুলো আয়ারল্যান্ডের সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। তিনি দূতাবাসের তরফে ভুক্তভোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। পুরনো কর ছাড় শেষের পথে! এই ঘটনাগুলো আয়ারল্যান্ডে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনকে আরও জোরদার করেছে। স্থানীয় কাউন্সিলর বেবি পেরেপ্পাডান বলেন, ভারতীয়রা আয়ারল্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা নিয়ে আসছেন। এই ধরনের হামলা তাদের অবদানকে অসম্মান করে। ভারতীয় সম্প্রদায় এখন নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের জন্য জোরালো দাবি তুলছে, এবং এই ঘটনাগুলো ভারত ও আয়ারল্যান্ডের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

# মেডিক্যাল ভিসায় ভারতে বাস, শান্তার কীর্তিতে দায় কার ?

কলকাতায় গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশি মডেল ও অভিনেত্রী শান্তা পালের ঘটনা সম্প্রতি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ২৮ বছর বয়সী এই তরুণী, যিনি একজন প্রাক্তন এয়ারলাইন ক্রু সদস্য এবং ফুড ও ট্রাভেল ভ্লগার হিসেবে পরিচিত, ভারতে জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বসবাসের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ভারতে মেডিক্যাল ভিসার মাধ্যমে প্রবেশ ও বসবাসের পরামর্শ দিয়ে ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন, যা পুলিশের তদন্তের কারণে বিতর্কের কেনদ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই ঘটনা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে চিকিসা ভিসার অপব্যবহার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুকে নতুন করে আলোচনায় এনেছে। ২০২৫ সালের ৩০ জুলাই কলকাতার বিক্রমগড় এলাকায় শান্তা পালকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। তিনি বাংলাদেশের বরিশালের বাসিন্দা এবং ২০২৩ সালে বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তবে, তার ভিসা ও পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র, যেমন আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড, ব্যবহার করে ভারতে বসবাস করছিলেন। সমালোচকদের একাংশের প্রশ্ন শান্তা কি ধরণের অসুস্থতায় ভুগছিলেন তা না পরীক্ষা করেই মেডিক্যাল ভিসা ইস্যু করা হয়। তারা আরও বলেছেন যে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কিভাবে এতো ভুয়ো নথি জোগাড় করল শান্তা।পুলিশের তদন্তে জানা গেছে, শান্তা তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ‘ ট্রাভেলস কলকাতা অ্যান্ড বাংলাদেশ’ নামে একটি পেজের মাধ্যমে ভ্রমণ ব্যবসা প্রচার করতেন এবং চিকিৎসা ভিসার মাধ্যমে ভারতে প্রবেশের পরামর্শ দিতেন। তার ভ্লগে তিনি বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারতে চিকিৎসা ভিসার আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিশেষ করে যখন গত বছর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উত্তেজনার কারণে পর্যটক ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শান্তা সিকিমের নাথুলা পাসসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানে ভ্লগ তৈরি করেছেন, যা তার বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগিয়েছে। পুলিশ এখন তদন্ত করছে, শান্তা কতজনকে চিকিৎসা ভিসার মাধ্যমে ভারতে প্রবেশে সহায়তা করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো অবৈধ কার্যক্রম জড়িত ছিল কিনা। ভারত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উদার নীতি অনুসরণ করে। বাংলাদেশের অনেক রোগী কলকাতা, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ এবং বেঙ্গালুরুর মতো শহরে অবস্থিত ভারতের উন্নত চিকিৎসা সুবিধার জন্য ভ্রমণ করেন। তবে, শান্তার ঘটনা চিকিৎসা ভিসার অপব্যবহারের বিষয়টিকে সামনে এনেছে।

# ছোঁড়া পাথরে গুরুতর জখম এক ট্রেন যাত্রী

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ৩ আগস্ট ঃ এবার মল্লিকপুরের কাছে ট্রেন লক্ষ্য করে ছোঁড়া হলো পাথর।আর তাতে আঘাত লেগে দাঁত ভাঙল যাত্রীর,ঠোঁটে পড়লো একাধিক সেলাই।রেল যাত্রীদের সূত্রে জানা গেল, শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার মল্লিকপুরে স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে মিঠুন মন্ডলকে প্রথমে টিকিট কাউন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়।


**Name Change**

I BAKUL MONDAL S/O LATE EKACHHED MONDAL MY NAME HASBEEN RECOARDED IN MY VOTER CARD AS BAKUL SEKH AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 1/8/25 BAKUL MONDAL S/O EKACHHED MONDAL AND BAKUL SEKH S/O EKACHHED SEKH IS SAME PERSON R/O VILL PURATAN PITAMBARPUR P.O DOMPUKUR P.S CHAPRA NADIA

**Name Change**

I, ANICHHUR SEKH, son of Lt Hanef Sekh, residing at Vill- Chandipur, RO: Malumgachha, P.S: Nakashipara, Dist: Nadia, WB, hereby declare that my correct name is ANICHHUR SEKH, son of Lt Hanef Sekh, DOB:01/01/1976, as recorded in my Voter Card.However, in my Aadhaar Card, my name is recorded as ANICHHUR SK, son of Lt Hanef Sk, date of birth 05/02/1970.This is to declare that ANICHHUR SEKH and ANICHHUR SK are the same person, and Lt Hanef Sekh and Lt Hanef Sk are the same person.This has been legally affirmed by the Judicial Magistrate, Krishnanagar Cour/on 01/08/2025.Henceforth, I shall be known as ANICHHUR SEKH for all Purposes

**Name Change**

I, Sushanta Bairagi (Old Name) S/O–Ranjit Bairagi resident of Vill & Po-Lalbazar , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741163 do hereby declared that I have changed my name from Sushanta Bairagi to Susanta Bairagi and henceforth I shall be known as Susanta Bairagi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/07/2025.My name Susanta Bairagi & Sushanta Bairagi both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MD FAZLE RABBI (Old Name) S/o- MD ENATULLA Residing at, Vill - Budhia (Uttar Gopinathpur), Post- Budhia, Ps- Englishbazar Dist- Malda, Pin-732128, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD FAZLE RABBI To FAZLE RABBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) FAZLE RABBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 21 July 2025, FAZLE RABBI and MD FAZLE RABBI both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, KAMRUN NESA BIBI (Old Name) S/o- HASIL SK Residing at, Vill - Belgram, Post- Panchthupi, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KAMRUN NESA BIBI To SAKILA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAKILA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Kandi Murshidabad On 21 July 2025, SAKILA BIBI and KAMRUN NESA BIBI both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, Sib Sankar Das (Old Name) S/O– Syama Pada Das resident of Vill-Faridpur , Po-Kashimnagar , Ps-Suti , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Sib Sankar Das to Md Maniruzzaman and henceforth I shall be known as Md Maniruzzaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Jangipur court on 06/12/2005.My name Md Maniruzzaman & Sib Sankar Das both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Rabiul Hassam (Old Name) S/O– Haque Saheb Sekh resident of Vill-Gakunda , Po-Gajdharpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Rabiul Hassam to Rabiul Hassan and henceforth I shall be known as Rabiul Hassan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2025.My name Rabiul Hassan & Rabiul Hassam both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Reaz Mondal (Old Name) S/O– Late Yucchab Mondal resident of Vill-Uttar Chapra Balirmathpara , Po-Bangaljhi, Ps-Chapra , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741123 do hereby declared that I have changed my name from Reaz Mondal to Riyajuddin Mondal and henceforth I shall be known as Riyajuddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Krishnagar court on 01/08/2025.My name Riyajuddin Mondal & Reaz Mondal both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Samsunnharbibi Mandal (Old Name) W/O–Afajuddin Mandal resident of Vill-Paschim Saheb Para , Po-Paschim Dogachhi , Ps-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Samsunnharbibi Mandal to Samsunnaher Bibi and henceforth I shall be known as Samsunnaher Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2025.My name Samsunnaher Bibi & Samsunnharbibi Mandal both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Abani Kumar Ghosh (Old Name) S/O–Late Tribhanga Ghosh resident of Vill- & Po- Nachansaha, Ps- Illambajar, Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731236 do hereby declared that I have changed my name from Abani Kumar Ghosh to Abani Ghosh and henceforth I shall be known as Abani Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2025.My name Abani Ghosh & Abani Kumar Ghosh both are same and one identical person.

**Name Change**

,I, Md Akbar Mondal (Old Name) S/O– Mosharaf Mondal resident of Vill- Ramna Dadpur , Po-Dadpur , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Akbar Mondal to Akbar Mondal and henceforth I shall be known as Akbar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2025.My name Akbar Mondal & Md Akbar Mondal both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Golam Kibria (Old Name) S/O– Abdul Hannan resident of Vill-Kashiadanga , Po-Mahisasthali , Ps-Bagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742178 do hereby declared that I have changed my name from Golam Kibria to Golam Kibriya and henceforth I shall be known as Golam Kibriya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2025.My name Golam Kibriya & Golam Kibria both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Golam Mortuja Sekh (Old Name) S/O–Abu Bakkar Sk resident of Vill-Gangapur Uttarpara , Po- Bhabta, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Golam Mortuja Sekh to Golam Murtuja Sekh and henceforth I shall be known as Golam Murtuja Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2025.My name Golam Murtuja Sekh & Golam Mortuja Sekh both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Md Majrul (Old Name) S/O–Muhur Sk residing at Vill-Baruipara Dangapara , PO- Baruipara , PS-Hariharpara , Murshidabad, West Bengal 742165 do hereby declared that I have changed my name from Md Majrul to Majrul Sk and henceforth I shall be known as Majrul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/07/2025.My name Majrul Sk & Md Majrul both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Md Tufyeil Mandal (Old Name) S/O– Akbar Mondal resident of Vill-Ramna Dadpur , Po-Dadpur , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Tufyeil Mandal to Md Tufyeil Mondal and henceforth I shall be known as Md Tufyeil Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2025.My name Md Tufyeil Mondal & Md Tufyeil Mandal both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Maidul Ali Sheikh S/o Sawkat Ali Shaikh Residing at Khasmallick, P.o - Dakshin Gobindapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700145 West Bengal India shall henceforth be known as Maidul Ali Shaikh. I declare that Maidul Ali Sheikh and Maidul Ali Shaikh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-08-2025.

**Name Change**

I, Soukat Ali Sheikh S/o Jamat Ali Shaikh Residing at Khasmallick, P.o - Dakshin Gobindapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700145 West Bengal India shall henceforth be known as Sawkat Ali Shaikh. I declare that Soukat Ali Sheikh and Sawkat Ali Shaikh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-08-2025.

**Name Change**

I, Devendra Thevar S/o Sundar Raj Thevar Residing at 7/1/F, Amiya Hazra Lane, Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016 West Bengal India shall henceforth be known as Devendran Thevar. I declare that Devendra Thevar and Devendran Thevar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-08-2025.

**Name Change**

I, Sekh Kashem S/o Akbar Ali Residing at Vill - Nighin Shah Road South Sithi, P.o - Kazipara, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700125, West Bengal India shall henceforth be known as Abul Kashem. I declare that Sekh Kashem and Abul Kashem is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-08-2025.

**Name Change**

I, Ajoy Naskar (Old Name) S/o Pyari Naskar Residing at 39/20/4, Nabapally 22 Bigha 12 Foot Kalua Joka, District - South 24 Parganas, Pin - 700104 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ajay Naskar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-08-2025. Ajoy Naskar (Old Name) and Ajay Naskar (New Name) both are same and one identical person.

# বাইক চুরি চক্রের তিন পান্ডাকে গ্রেপ্তার করলো নওদা থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ , ৩ আগস্ট ঃ আন্ত ঃরাজ্য বাইক চুরি চক্রের তিন পান্ডাকে গ্রেপ্তার করলো মুর্শিদাবাদের নওদা থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিদের হেফাজত থেকে

উদ্ধার হয়েছে চারটি চোরাই মোটরসাইকেল। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মোটরসাইকেল চুরির একটি ঘটনার তদন্ত করতে নেমে গত ২৫ জুলাই নওদা থানার পুলিশ আমতলা এলাকা থেকে সাহাবুল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রের খবর ধৃত সাহাবুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটি চোরাই মোটরসাইকেলের সন্ধান পাওয়া যায়। সাহাবুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরও জানতে পারে হরিহরপাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা জনৈক মানোয়ার শেখ এবং আল কায়েম শেখ নামে আরও দুজন ব্যক্তি মোটরসাইকেল চুরির এই চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। শনিবার রাতে ওই দুই ব্যক্তির ডেরায় হানা দিয়ে পুলিশ দু'জনকেই গ্রেপ্তার করে এবং ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া তিনটি দামি মোটরসাইকেল। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, আমতলা থেকে ধৃত সাহাবুল বিভিন্ন জেলা এবং ভিন রাজ্যের মোটরসাইকেল চুরির সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। এরপর দরদাম করে মোটরসাইকেল কিনে সে মুর্শিদাবাদ এবং সংলগ্ন নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্যারেজ মালিকদেরকে বিক্রি করে দিত। পুলিশ সূত্রের খবর, মানোয়ার এবং আল কায়েমকেও সম্প্রতি সাহাবুল বেশ কয়েকটি চোরাই মোটরসাইকেল বিক্রি করেছিল। এরপর ওই গ্যারেজ মালিকেরা গাড়ির নম্বর বদলের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির 'চ্যাসিস' নম্বরও বদলে ফেলার চেষ্টা করেছিল, যাতে ধরা পড়লেও পুলিশ সহজে গাড়ির প্রকৃত মালিককে খুঁজে না পায়। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, ধৃত ব্যক্তিরা একটি সংঘটিত অপরাধচক্রের সঙ্গে জড়িত। এরা মুশিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী থানা এলাকা এবং নদীয়া জেলায় সক্রিয় রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি। ধৃত ব্যক্তিদের হেফাজত থেকে এখনও পর্যন্ত চারটি চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। কীভাবে এবং কোন রাজ্য থেকে এই চক্রের মাথারা কাজ করছিল পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে। নওদা থানার এক আধিকারিক জানান , ধৃত ব্যক্তিদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে আমরা বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। উদ্ধার হওয়া চারটি বাইকের মালিকদের সন্ধান এখনও পাওয়া না গেলেও আমরা আশাবাদী আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার আরও কয়েকটি প্রান্ত থেকে বেশ কিছু চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল আমরা উদ্ধার করতে পারব।

# ঝুমি নদীর জল বেড়ে প্লাবিত একের পর এক গ্রাম, পাশাপাশি ঘাটার ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাও

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ৩ আগস্ট ঃ হু-হু করে বাড়ছে ঘাটালের ঝুমি নদীর জল। জল বেড়ে প্লাবিত হচ্ছে ঘাটাল ব্লকের মনসুকা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একের পর এক গ্রাম। জল বাড়ার ফলে ডুবেছে মাঠ ভর্তি ফসল। ঝুমি নদীর বাঁধ উপচে জল ঢুকছে গ্রামে। জল বাড়ার ফলে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। সমস্যায় একাধিক গ্রামের মানুষজন। এবার জল বিপুল পরিমাণে বাড়তে শুরু করেছে ঝুমি নদীতেও। আর ঝুমি নদীর দুপাড়ের নীচু এলাকাগুলোও প্লাবিত হতে শুরু করেছে। লাগাতার বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও বেহাল। প্রায় একমাস হতে চলল জলমগ্ন ঘাটাল পৌর এলাকা, পাশাপাশি ঘাটার ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাও। একদিকে জলাধারগুলো থেকে জল ছাড়া হচ্ছে অন্যদিকে নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন ঘাটাল। ডুবেছে রাস্তাঘাট। যাতায়াতের জন্যে এলাকার লোকজনদের ভরসা এখন ছোট ডিঙি ও নৌকো। মনসুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপুকুর থেকে মনসুকা যাবার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হল প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক। বন্যার জল

ওঠায় কারণে সেই রাস্তাও এখন ডুবেছে। ফলে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যার জেরে সমস্যায় বহু গ্রামের মানুষজন। বর্ষার শুরু থেকে টানা পাঁচ বার বানভাসি হল ঘাটাল। জল যেন পিছু ছাড়ছে না ঘাটালবাসীর। ঝুমি নদীর জল উপচে প্রবেশ করছে বিভিন্ন গ্রামে। জলে ডুবেছে কৃষিজমিও। যার ফলে এর প্রভাব পড়বে স্থানীয় বাজারেও। সবজির দাম হবে আকাশ ছোঁয়া। কাজেই বন্যার জল কমলেও দুর্ভোগ অত সহজে কাটবে না বলেই আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসী। হাহাকার পরিস্থিতি চলছে গোটা এলাকাজুড়ে। সব মিলিয়ে জল যন্ত্রণায় নাভিশ্বাস উঠেছে ঘাটালবাসীর। একঘেঁয়েমি জীবনযাত্রা চালাতে চালাতে কোথাও গিয়ে যেন দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে গ্রামবাসীদের। প্রকৃতির রোষের মুখে পড়ে দুর্ভোগের শেষ নেই তাঁদের। এখন দেখার কবে প্রকৃতি শান্ত হয়ে মুখ তুলে তাকায় ঘাটালবাসীর দিকে।

# বিপাকে বীরভূমবাসী! তিলপাড়া ব্যারেজে আরও বড়সড় ফাটল, যান চলাচলে জারি হয়েছে কড়া নিয়ন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ আগস্ট ঃ আবারও বিপাকে বীরভূমবাসী। সিউড়ির তিলপাড়া ব্যারেজে আরও বড়সড় ফাটল দেখা যাওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যান চলাচলে জারি হয়েছে কড়া নিয়ন্ত্রণ। জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যারেজ দীর্ঘদিন ধরেই সংস্কারের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

হয়ে আসছিল। এবার পিলার এক্সটেনশন ও ওয়াটার ডিভাইডারে দেখা দেওয়া ফাটল দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকায় ভারী যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল তিলপাড়া ব্যারেজ এড়িয়ে যাতায়াতের উপায় কী? তিলপাড়া ব্যারেজ মূলত ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের অংশ, যা দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম সেতুবন্ধন। ফলে এই ব্যারেজ বন্ধ থাকলে প্রভাব পড়ছে রাজ্যের একাধিক জেলায়। যাতায়াতে যাতে বড়সড় ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু বিকল্প রুট নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারী যানবাহনের জন্য সাঁইথিয়া হয়ে ঘুরপথে চলাচল করতে পারেন। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গগামী ট্রাক বা বড় গাড়ি সাঁইথিয়া রুট ধরে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। এছাড়াও বিকল্প হিসেবে ঝাড়খণ্ডের রাণীশ্বর হয়ে উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গমুখী ভারী গাড়ির যাতায়াত সম্ভব। যদিও কিছুটা অতিরিক্ত সময় লাগবে, কিন্তু এটিই আপাতত সবচেয়ে নিরাপদ পথ। ভারী যানবাহনের জন্য সাঁইথিয়া হয়ে ঘুরপথে চলাচল করতে পারেন। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গগামী ট্রাক বা বড় গাড়ি সাঁইথিয়া রুট ধরে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। এছাড়াও বিকল্প হিসেবে ঝাড়খণ্ডের রাণীশ্বর হয়ে উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গমুখী ভারী গাড়ির যাতায়াত সম্ভব। যদিও কিছুটা অতিরিক্ত সময় লাগবে, কিন্তু এটিই আপাতত সবচেয়ে নিরাপদ পথ। যাত্রীবাহী বাসের ক্ষেত্রে বাস থামিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যারেজের এক পাশে। ফাঁকা বাস পার করে অন্য প্রান্তে যাত্রী তোলা হচ্ছে। প্রশাসনের অনুমতিতেই এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে, যদিও এতে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। বর্তমানে ব্যক্তিগত ছোট গাড়ি, মোটরবাইক এবং অটো-রিকশা চলাচলের অনুমতি রয়েছে। তবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে ভবিষ্যতে এই অনুমতিও রদ করা হতে পারে। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে অফিসযাত্রী কিংবা রোগী পরিবহণ, সব ক্ষেত্রেই এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ। ফাটলের জেরে যাতায়াতে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে।

# বন্যা বিধ্বস্ত আদমপুর-কমারগোর পরিদর্শনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসঃ ক্ষোভ উগরে দিলেন ডিভিসির বিরুদ্ধে

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ৩ আগস্ট ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ ব্লকের আদমপুর ও কামারগোর গ্রামে বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে এলেন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিন সকালে তিনি মসাগ্রামের আঝাপুর হাইরোড চৌমাথায় পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান জামালপুর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খাঁন। রায়নার পথে জায়গায় জায়গায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা মমতা ব্যানার্জী জিন্দাবাদ, অরূপ বিশ্বাস জিন্দাবাদ স্লোগানে মুখর করে তোলেন। আদমপুরে পৌঁছে মন্ত্রী ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন এবং ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত দুর্গত মানুষের হাতে নিজে খাবার পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলার তৃণমূল সভাপতি ও কাটোয়া বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেলা শাসক আইএএস আয়েশা রাণী এ, পুলিশ সুপার আইপিএস সায়ক দাস, এসডিও বুদ্ধদেব পান, এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল, রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধারা, জামালপুরের বিধায়ক অলোক মাঝি, রায়না ২ ব্লক সভাপতি কলিমুদ্দিন শেখ, রায়না ১ ব্লক সভাপতি বামদেব

মণ্ডল এবং জামালপুর ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস দুর্গত মানুষদের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। তিনি বলেন, ডিভিসি কোনো আলোচনা না করেই জল ছেড়ে দিয়েছে, যার ফলে শত শত পরিবার ঘরছাড়া হয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এরই ফল একদিন বিজেপির পতনে রূপ নেবে। এছাড়াও তিনি কৃষকদের হাতে শস্য বিমার ফর্ম তুলে দেন। জেলা প্রশাসনের তরফে দ্রুত ত্রাণ ও সহায়তা পৌঁছনোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলেন। সেখানেই একজন সদ্য মাতৃহারা মহিলার কথা শুনে তিনি 'সমব্যথী প্রকল্প'-এর আওতায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেন। ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষজন জানিয়েছেন, তারা পর্যাপ্ত খাবার, চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিষেবা পাচ্ছেন।

# সেচের জলের দাবিতে কৃষকদের পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ আগস্ট ঃ সেচের জলের দাবিতে পথে নামলেন বাঁকুড়া জেলার খাতড়ার কৃষকদের একাংশ। মুকুটমণিপুরের কংসাবতী জলাধার থেকে সেচখালে জল ছাড়ার দাবিতে রবিবার সকাল থেকে বাঁকুড়া-রানিবাঁধ রাজ্য সড়কের উপরে খাতড়ার দেদুয়া মোড়ে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। এ দিন অবরোধের জেরে দীর্ঘ ক্ষণ রাস্তার দু'ধারে আটকে পড়ে যাত্রিবাহী বাস-সহ অন্য যানবাহন। কৃষকদের অভিযোগ, খাতড়া ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার অধিকাংশ উঁচু জমিতে জলের অভাবে এখনও ধান রোয়ার কাজ শুরু করা যায়নি। অবিলম্বে সেচখালে জল ছাড়া না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কৃষকেরা।

# সাপের কামড়ে মৃত্যু স্কুল ছাত্রের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ আগস্ট ঃ বেশ কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির ফলে জমা জলে ভোগান্তির শিকার পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার গোবিন্দনগর অঞ্চলের জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের একাধিক বসতবাড়ি। অপরদিকে বিষধর সাপের উপদ্রব বেড়েছে ওই এলাকায়। বিষধর সাপের আতঙ্ক যেন তাড়া করে চলেছে ওই এলাকার মানুষজনদের, তার মধ্যেই স্কুল থেকে ফিরতেই বাড়ির মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রকে বিষধর সাপে কামড় দিলে তাঁর মৃত্যু হয়। এমনকি গত একমাস আগে ওই মৃত ছাত্রটির ঠাকুমাকেও একবার সাপে কামড় দেয়, যদিও বরাত জোর তিনি প্রানে বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু এবার ওই একই পরিবারের ১৩ বছরের নাবালক শুভেন্দু রানাকে সাপ কামড়ালে শেষ রক্ষা হয়নি তাঁর। একপ্রকার সাপের সাথেই বসবাস মানুষের। তাঁর ফলেই সাপের কামড়ে প্রানহানির মতো ঘটনা ঘটছে। তবে ওই এলাকার সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তাঁরা বারবার পঞ্চায়েত্ সদস্য থেকে শুরু করে প্রশাসনিক বিভিন্ন উপরমহলে জানিও কোন সুরাহা পায়নি। সেই জল যন্ত্রণার পাশাপাশি বিষধর সাপের সাথেই তাঁদের দিন কাটাতে হচ্ছে। জল নিকাশি না থাকায় এমন দুর্ভোগের শিকার তাঁরা। জল নিকাশী ঠিক মতো থাকলে হযতো অকালে ছেলেটির জীবন যেত না বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ফলে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায, এমনকি ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা এমন ঘটনার ফলে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদের দাবি জল নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার ফলেই দীর্ঘমাস ধরেই বাড়ির উঠোনে কিংবা রাস্তায় হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে থাকে, আর তার ফলেই বিষধর সাপের উপদ্রব নিত্যদিন বেড়ে চলেছে। তাঁদের দাবি দ্রুত তাঁদের জলনিকাশী ড্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে, তবেই হয়তো তাঁরা জলযন্ত্রনা এবং সাপের উপদ্রব থেকে রেহাই পাবে।

# মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে কালি লেপনের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিলের সিদ্ধান্ত কোর কমিটির বৈঠকে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩ আগস্ট ঃ রবিবার কোর কমিটির বৈঠকে ঘটে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে কালিলেপনের প্রতিবাদে সারা জেলা জুড়ে ব্লক এবং শহরে একটি ধিক্কার মিছিল সংগঠিত করতে যাচ্ছে সোমবার বিকেল চারটে থেকে। এদিনের বৈঠক শেষে সিউড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে কালি লেপন প্রসঙ্গে বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন এটা এক ধরনের অসভ্যতা। অনুব্রত মণ্ডলের পর সাংসদ শতাব্দী রায় ও বললেন পুলিশের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কোর কমিটির আহবায়ক অনুব্রত মণ্ডল এবং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এদিনের বৈঠকে আমার পাড়া আমার সমাধান, ভোটার লিস্ট, ভাষা আন্দোলন এবং একটি ন্যাক্করজনক ঘটনা ঘটে যাওয়া নিয়ে ধিক্কার মিছিল হবে। এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে। তারা আরো বলেন যে , বীরভূমে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষা আন্দোলন শুরু করেছেন, তার প্রেক্ষিতে প্রতি শনিবার ও রবিবার ভাষা আন্দোলন নিয়ে জেলার বিভিন্ন জায়গায় ধর্ণা বা মিছিল হবে। আমার পারা আমার সমাধান শিবির হচ্ছে বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সেখানে কর্মীদের উপস্থিত থাকতে হবে দেখতে হবে মানুষ যাতে দলমত নির্বিশেষে পরিষেবা পায়। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন রং দেখে রাজনীতি করেন না। জানা গেছে, পরবর্তীতে ১৮ আগস্ট জেলা কমিটির বৈঠক আছে। এদিনের বৈঠকে বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিত সিনহা, শতাব্দী রায়, অসিত মাল, কাজল শেখ, সুদীপ্ত ঘোষ প্রমুখ।

# মাটি দেওয়াল চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু একরত্তির, শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ আগস্ট ঃ বাড়ির উঠোনে খেলা করছিল একরত্তি। সেসময় বাড়ির মাটির দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তার উপর। ঘটনাস্থলেই মারা গেল আড়াই বছরের ওই একরত্তি শিশু। এদিন রবিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থানার বীরসিংহ গ্রামে। মৃত ওই শিশুকন্যার নাম কিরণ লোহার। প্রশাসনের তরফে ওই শিশুর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। বীরসিংহ গ্রামের ডাঙাপাড়া এলাকায় অ্যাডবেস্টরের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়িতে সপরিবারে থাকেন পেশায় দিনমজুর বিশ্বনাথ লোহার। গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি চলছে বাঁকুড়াতে। মাটির দেওয়াল ভিজে রয়েছে। বিশ্বনাথের দুই মেয়ের মধ্যে ছোট কন্যা হল কিরণ। এদিন সকালে বাড়ির সরু উঠোনেই খেলা করছিল ওই শিশু। হঠাৎ করেই ঘরের একাংশের দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তার উপর। ঘটনা দেখেই দ্রুত মাটি সরিয়ে ওই শিশুকে উদ্ধার করা হয়। দ্রুত তাঁকে পাত্রসায়র ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত দত্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। প্রশাসনের তরফ থেকেও ঘটনার খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ২ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হবে বলে খবর। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে তিন লক্ষ টাকা সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা সুব্রত দত্ত। শিশুমৃত্যুর ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

**Government of West Bengal**
**ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER**
**SNIT No.:- WBIW/EE/MED/ SNIT-03/2025-26**

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the ligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of protection works. Last date & time of application for Tender Form on **06.08.2025 Up to 17.00 Hours.** Details may be seen at the website : **www.wbiwd.gov.in**

**Sd/**
**Executive Engineer**
**Mahananda Embankment Division**
**Green Park, Malda**

# লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর আনাগোনা কমাতে উদ্যোগ নিল বন দফতর

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৩ আগস্ট ঃ জঙ্গলে হাতিদের খাবারের অভাব মেটাতে এবং চিতাবাঘ সহ অন্যান্য বন্য প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়স্থলের জন্য দুই হেক্টর জমিতে বেতের চারা রোপন করল বন দফতর। ডুয়ার্সে প্রায় প্রতিদিন লোকালয়ে হানা দিয়ে ক্ষয়ক্ষতি করে হাতি, চিতাবাঘ সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীরা। মানুষ বন্যপ্রাণ সংঘাত এবং লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর আনাগোনা কমাতে উদ্যোগ নিল বন দফতর। রবিবার জলপাইগুড়ি বন বিভাগের মরাঘাট রেঞ্জের খট্টিমারি বিটে দুই হেক্টর জমিতে বেতের চারারোপন করা হল বন দবতরের তরফে। জানা গেছে, বেত গাছের ঝোপ চিতাবাঘ, বন বিড়াল, সজারু সহ বিভিন্ন রকম বন্য জন্তুদের থাকার জন্য আদর্শ জায়গা। জঙ্গলে বড় বড় গাছ থাকলেও বেশি ঘনত্বের ঝোপ নেই। বেতের ঝোপের ভেতর ঠান্ডা পরিবেশ হওয়ায় বন্যপ্রাণীরা থাকতে পছন্দ করে। পাশাপাশি বেতের কচি পাতা পছন্দের খাবার বুনো হাতিদের। বেতের চারারোপনের ফলে লোকালয়ে বন্যপ্রাণের আনাগোনা অনেকটাই কমবে বলে মত বনকর্মীদের। জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি এই এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। বন দফতরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসী এবং যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা।

# গাছ ভেঙে পড়ে আহত ২

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ গাছ ভেঙে গাছের নিচে চাপা পড়ে দুজন গুরুতর আহত জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। দোকানে বসে গল্প করছিল বেশ কয়েকজন ব্যক্তি। হঠাৎ বিশালাকার গাছ পড়ে বিপত্তি। প্রাণে বাঁচলো বেশ কয়েক জন। ভাঙলো দোকানঘর ও টোটো। গুরুতর আহত ২, আহতদের জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে দমকল এবং পুলিশ। উত্তরে একটানা বৃষ্টি। গাছ ভেঙ্গে দোকানের উপরে পড়ে গুরুতর আহত দুজন। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পান্ডাপাড়া, বটতলা এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য।

**নোটিশ**

কোবালা পত্র দলিল দ্বারা কল্যানী গাঙ্গুলী পিতা প্রমথনাথ গাঙ্গুলী সাকিম আদিত্যপুর, থানা- শান্তিনিকেতন, জেলা- বীরভূম পক্ষে পূর্নিমা চক্রবর্ত্তী স্বামী উত্তম চক্রবর্তী আদিত্যপুর, বীরভুম জেলা রেজিস্ট্রী অফিসে (সিউড়ী) রেজিষ্ট্রীকৃত ৭৪ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার মহাশয়ার নিকট হইতে ইংরাজী ৮ জুলাই ২০২৫ আমার মক্কেল এনাক্ষী দাস পিতা দীপনারায়ন দাস বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, বোলপুর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে একখানি Vacant জমি মৌজা - তালতোড়, জে.এল. নম্বর ৬৯, আর.এস. ও এল.আর, দাগ নম্বর ৭৭২, পরিমান ৩৩ শতক, খতিয়ান নম্বর ২৬২ কোবালা দলিল নম্বর ৭৫২৮ / ২৫ মূলে খরিদ করেন এবং উক্ত জমি মিউটেশনের জন্য বোলপুর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও তে আবেদন করা হয়েছে উক্ত জমির মিউটেশন সংক্রান্ত কারো কোন আপত্তি থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অফিসে যোগাযোগ করুন।

**Partho Sarathi Bhattacharya**
**Advocate, Bolpur Court**

# শ্রাবণী মেলায় ভক্তদের বিপুল ভিড়, তৈরি একটি অস্থায়ী টিকিট কাউন্টার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ ময়নাগুড়ির শ্রাবণী মেলায় বাড়ানো হল সুরক্ষা বাহিনী। পাশাপাশি, মেলার মাঠ থেকে টিকিট কেটে ফুটব্রিজ যাওয়ার রাস্তায় সোজা যে ব্যারিকেডটি ছিল সেটিরও পরিবর্তন করা হয়। বাঁশ দিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি করা হয়েছে ব্যারিকেড। এর ফলে ভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি হওয়ার আশঙ্কা কম থাকবে বলে মনে করছে প্রশাসন। পাশাপাশি অস্থায়ী যে লাইটগুলি বাঁশের খুঁটিতে রাখা হয়েছিল সেগুলিও সেখান থেকে খুলে বৈদ্যুতিক পোলে উঁচু করে লাগানো হয়েছে। এর ফলে অনেকটা জায়গা আলোকিত হবে। পাশাপাশি স্কাইওয়াক, টিকিট কাউন্টার এবং ফুট ব্রিজে প্রথম, দ্বিতীয় সপ্তাহের থেকে তৃতীয় সপ্তাহের শ্রাবণী মেলায় বেশি ফোর্স রাখা হচ্ছে। জানিয়েছেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ। এদিন সকাল থেকে ব্যারিকেড তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই জল্পেশ মন্দিরে ভক্তদের ভিড় দেখা যায়। মানুষের ভিড় চোখে পড়ে তিস্তা নদীর ঘাটেও। জল্পেশ মন্দিরে তৃতীয় সপ্তাহের শ্রাবণী মেলায় প্রচুর ভিড় হতে পারে বলে দাবি করেছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ। মূলত সেই কারণেই আরও একটি অস্থায়ী টিকিট কাউন্টার তৈরি করা হয়েছে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে।

**চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশ**

**ই-টেণ্ডার নোটিশ**

নিম্নলিখিত কাজের জন্য এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। [A] ক) দরপত্র নং. EL/CON/484a। খ) কাজের নাম কেজি হাসপাতালের জন্য এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ব্যবস্থা গ) চুক্তির ধরণঃ কাজ। ঘ) দরপত্র মূল্য (GST সহ) (টাকা)ঃ ১,১৫,০৯,৬৫৮.৯৭১ /- (এক কোটি পনের লক্ষ নয় হাজার ছয়শ আটান্ন টাকা এবং মাত্র সাতানব্বই টাকা)। ঙ) দরপত্র নথির মূল্য (টাকা)ঃ প্রযোজ্য নয়। চ) অর্থের বিনিময়ে (টাকা)ঃ ২,০৭,৬০০১ /- (দুই লক্ষ সাত হাজার ছয়শ টাকা মাত্র)। ছ) সমাপ্তির সময়কাল (মাসে)ঃ ১৫ (পনের মাস)। জ) শেষের তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৫ বিকাল ৩.০০ টা। [B] ক) দরপত্র নং. EL/CON/504. খ) কাজের নামঃ চিত্তরঞ্জনে সৌর ছাদ-উপরের প্ল্যান্টের ব্যবস্থা ২০২৫। গ) চুক্তির ধরণঃ কাজ, ঘ) দরপত্র মূল্য (GST সহ) (টাকা)ঃ ৭৮,৪০,৯৯,৮১০.১১০১ /- (আট কোটি চল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশ দশ টাকা মাত্র)। ঙ) দরপত্র নথির মূল্য (টাকা)ঃ প্রযোজ্য নয়। চ) আয়ের টাকা (টাকা)ঃ ৫,৭০,৫০০১ /- (পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশ টাকা মাত্র)। ছ) সমাপ্তির সময়কাল (মাসে)ঃ ০৮ (আট মাস)। জ) সমাপ্তির তারিখঃ ০৫.০৮.২০২৫ বিকাল ৫.৩০ টা। [C] ক) দরপত্র নং. EL/CON/511 এর অধীনে। খ) কাজের নামঃ উন্নত ক্রীড়া অবকাঠামোর জন্য চিত্তরঞ্জন টাউনশিপে ক্রীড়া আলোকসজ্জার সুবিধা প্রদান এবং উন্নয়ন। গ) চুক্তির ধরণঃ কাজ। ঘ) দরপত্র মূল্য (জিএসটি সহ) (টাকা)ঃ ১৪,৯৩,৬০,৯৭১.৪৪ /- (চার কোটি তিরানব্বই লক্ষ ষাট হাজার নয়শ একাত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র)। ঙ) দরপত্রের মূল্য ঃ প্রযোজ্য নয়। চ) বকেয়া অর্থ (টাকা)ঃ ১৩,৯৬,৮০০ /- (তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশ টাকা মাত্র)। ছ) সমাপ্তির সময়কাল (মাসে)ঃ ০৯ (নয় মাস)। জ) সমাপ্তির তারিখঃ ১২.০৮.২০২৫ বিকাল ৪.০০ টা। [D] ক) দরপত্র নং. EL/CON/512, খ) কাজের নামঃ চিত্তরঞ্জন টাউনশিপে ওভাল এবং ফুটবল স্টেডিয়ামে ক্রীড়া আলোর জন্য কম্প্যাক্ট সাবস্টেশন প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি। গ) চুক্তির ধরণঃ কাজ। ঘ) দরপত্র মূল্য (জিএসটি সহ) (টাকা)ঃ ১৬৭,৬৬,৫০৫.৪৮ /- (টাকা সাতষট্টি লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশ পাঁচ এবং আটচল্লিশ পয়সা)। ঙ) দরপত্র নথির মূল্য (টাকা)ঃ প্রযোজ্য নয়। চ) বকেয়া অর্থ (টাকা)ঃ ১১,৩৫,৩০০.০০ /- (টাকা এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশ মাত্র)। ছ) সমাপ্তির সময়কাল (মাসে)ঃ ০৬ (ছয় মাস)। জ) শেষের তারিখঃ ১৬.০৮.২০২৫ রাত ১২.০০ টা। [E] ক) দরপত্র নং. EL/CON/516। খ) কাজের নামঃ মেইন ল্যাব (অ্যাডমায়ার বিল্ডিং), এনডিটি ল্যাব (দোকান ১৭) এবং সিএলডব্লিউ চিত্তরঞ্জনে ফিল্টার হাউস ল্যাবে বৈদ্যুতিক কাজ। গ) চুক্তির ধরণঃ কাজ। ঘ) দরপত্র মূল্য (জিএসটি সহ) (টাকা)ঃ ১৩৭,১০,৩৩১.৪০ /- (টাকা সাঁইত্রিশ লক্ষ দশ হাজার তিনশ একত্রিশ এবং পয়সা চল্লিশ মাত্র)। ঙ) দরপত্র নথির মূল্য (টাকা)ঃ প্রযোজ্য নয়। চ) বকেয়া অর্থ (টাকা)ঃ ৭৪,২০০ /- (টাকা চুয়াত্তর হাজার দুইশ মাত্র)। ছ) সমাপ্তির সময়কাল (মাসে)ঃ ০৪ (চার মাস)। জ) সমাপ্তির তারিখঃ ১৬.০৮.২০২৫ রাত ১২.০০ টা। দ্রষ্টব্যঃ সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।

**PR8/168** **DY.CEE/M/CLW/Chittaranjan**

আমাদের লাইক করুনঃ www.facebook.com/clwrailways

# পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ উত্তরবঙ্গের ভারত-নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। এসএসবি-র জওয়ানরা তাঁদের পাকড়াও করেছেন। নেপাল হয়ে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল দুই বাংলাদেশি যুবকের। এদিকে নেপালে দালালরা তাঁদের সঙ্গে থাকা টাকা ও পাসপোর্ট নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযোগ। দালালদের মাধ্যমে ভারত দিয়ে ফের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এদেশে অনুপ্রবেশ করার পরই তাঁরা পাকড়াও হন বলে খবর। ধৃত দুই যুবকের নাম মহম্মদ নূর হোসেন খন্দকর ও মহম্মদ ওমর ফারুক আরমান। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫টি মোবাইল ফোন, নেপাল ও বাংলাদেশের ২ টি সিম কার্ড, কিছু নেপালি মুদ্রা। এছাড়াও মিলেছে একটি বাংলাদেশি প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্র ও বাংলাদেশের পরিচয়পত্র। গতকাল শনিবার রাতে সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন এসএসবি-র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। সেসময় সীমান্ত দিয়ে দু'জনকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে দেখা যায়। জওয়ানরা তাঁদের পাকড়াও করেন। নেপালের এক দালাল তাঁর থেকে ১২ লক্ষ টাকা নেয় বলে অভিযোগ। কিছুদিন পর তাঁর পাসপোর্ট ও টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

# পাহাড় ও সমতলে ভারী বৃষ্টি, জনজীবন বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পূর্বাভাস মতোই ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে। একইসঙ্গে পাহাড়েও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। ফলে তিস্তা ও জলঢাকা নদী ফের ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দুই নদীতেই হলুদ সংকেত জারি করেছে সেচ দফতর। জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক জায়গায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত। জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ির কিছু এলাকায় উঠেছে তিস্তার জল। অন্যদিকে, কালিম্পং ও দার্জিলিং পাহাড়ের কিছু জায়গায় নেমেছে ধস। সিকিম ও কালিম্পংগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধস, ফাটল ও ভাঙনে বিপর্যস্ত। বিপজ্জনক ওই সড়ক দিয়ে কোনওরকমে ছোট গাড়ি চলছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আবহাওয়া ও নদীর গতিবিধির উপর নজর রাখছেন তারা।

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following work:

**NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/21/2025-26**

Name of work : **Manufacture, supply, fitting-fixing of 04 nos 450 mm dia clip collar for urgent jacketing purpose of 450 mm dia reserve main of GRWW.** Estimated Amount : ₹ **1,58,094.00.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion : **7 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **16.08.2025 at 2 p.m./18.08.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), Br-XVI,** KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for following work:

**NIT No. : KMC/WS/JOKA/26/2025-26**

Name of work : **Restoration of water supply by leaks repair, stand post repair cut and flush end CAP wash at Ishan Ghosh Rd., P.Roy Rd. and B.M.Roy Rd. and Kailash Ghosh Rd. Ward No. 123.** Estimated cost of the work : ₹ **2,69,957.73.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion : **48 days.** Last date of submission of bid : **16.08.2025 upto 2 p.m.** Tender will be opened on: **18.08.2025 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.08.2025 at 5 p.m.** from the website **https:// wbtenders.gov.in**

The **Exe. Eng. (WS) /South, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work (Submission of Bid through online):

**NIT No. : KMC/WS/EE/S/098/2025-26/09/1st Call**

Name of work : **Maintenance of water supply pipeline network system near premises no 8/67B Netajinagar, 1/3 Khanpur etc places in Ward No. 98, Br X.** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **1,97,482.93.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion : **40 days.** Last date and time of online submission of tender : **18.08.2025 at 2 p.m.** Date and Time of online open of tender: **20.08.2025 at 2 p.m.** For full and further details, **please visit the website http://www.wbtenders.gov.in. Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only.** KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer (Water Supply), S.S.Unit,** KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

**(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/13/25-26/76 (1st Call)**

Name of work : **Providing water supply to newly laid secondary grid from 400 MM dia R/Main by pickup connection at 78/2/2 Biren Roy Road(W) in Ward No. 127, Br-XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : ₹ **1,44,804.82.** Earnest Money: ₹ **2,900.00.** Period of Completion : **15 days.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/14/25-26/77 (1st Call)**

Name of work : **Restoration of water supply mains near 15, 3/3, 102/2/2, BDT Rakshit Para Road, 14/10, 34/2 Green Park, 1, Ration Shop, 36 Jadav Ghosh Road, 14/1, 1A, Ram Gopal Paul Road, 15 Sarsuna Main Road and other locations in Ward No. 127, Br-XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : ₹ **2,51,389.43.** Earnest Money: ₹ **5,050.00.** Period of Completion : **45 days.**

**(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/12/25-26/75 (1st Call)**

Name of work : **Laying of 100 MM dia D.I. Pipe near 62 Ho-Chi-Minh-Sarani, 361/C K.D.Road and Tiptop Saloon, Das Para Link Road in Ward No. 127, Br XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : ₹ **2,21,882.52.** Earnest Money: ₹ **4,450.00.** Period of Completion : **21 days.** Last date of submission of bid : **21.08.2025 (upto 2 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **23.08.2025 at 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on & from **08.08.2025 at 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

**(1) NIT No. : KMC/WS/W77-1/T-34/25-26**

Name of work : **Repairing of leakages on existing 675 MM dia filtered water reserve main by M.S Jacketing at 72 D.H. Road (in front of PNB) and 67 D.H Road (in front of St. Paul School) in Ward No. 77.** Estimated Amount : ₹ **2,80,076.00.** Earnest Money: ₹ **5,650.00.** Period of Completion : **05 days.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/W79-02/T-36/25-26**

Name of work : **Augmentation of F.W. supply near 52/2 K.M.Sarani (Mintu Gali) and its adjoining areas bylaying 100 MM dia D.I.Pipe, in Ward No. 79.** Estimated Amount : ₹ **3,60,854.00.** Earnest Money: ₹ **7,250.00.** Period of Completion : **18 days.** Last date of receipt/opening of Tender (Online) : **16.08.2025 at 11 a.m./18.08.2025 at 11 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

**(3) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-09/25-26**

Name of work : **Restoration for filtered water supply against contamination at 1) 10H/1, 42/99A B.D. 2nd Ln 2) 3/21E R.K Chatterjee Rd. with some allied works in Ward No. 67.** Estimated Amount : ₹ **3,15,419.00.** Earnest Money: ₹ **6,400.00.** Period of Completion : **10 days.**

**(4) NIT No. : KMC/WS/West/W90/T-06/2025-26**

Name of work : **Restoration of filtered water supply near Pre. No. 44C, 35A, 40A, 34, 38A, Sarat Banerjee Road, 16/4/1, 526, 221, Hemanta Mukhopadhyay Sarani, 105, 102, Dr. Meghnad Saha Sarani etc. & other allied works in Ward No. 90.** Estimated Amount : ₹ **2,84,347.00.** Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date of receipt/opening of Tender (Online) : **19.08.2025 at 1 p.m./22.08.2025 at 1 p.m.** (for Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders. gov.in** (for Sl. No. 3 & 4).

**CORRIGENDUM**

**(1) NIT No. LTG/132/36/V/Z-II/25-26. (2) NIT No. LTG/133/37/V/Z-II/25-26.** Published in this Newspaper on **01.08.2025** (Key No. 783/25-26) of **Lighting/ Electrical/Z-II Department (For Sl. No. - 9 & 10).** The Earnest Money will be **4,000.00** instead of 2,000.00 (for Sl. No. 1 & 2)

(801/25-26)

# বুমরাহ না থাকলেই কি ভালো খেলেন? কার্তিকেরপ্রশ্নের জবাবে সপাট উত্তর সিরাজের

৩ আগাস্ট ঃ ওভালে প্রথম একাদশে জশপ্রীত বুমরাহ নেই। কুছ পরোয়া নেই, মহম্মদ সিরাজ আছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে সেই ঠিক সেই কাজটাই করলেন, যা এতদিন ধরে করে এসেছেন। প্রথম ইনিংসে চার উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ইংল্যান্ডকে ধাক্কা দিয়েছেন সিরাজ। তাহলে কি বুমরাহ না থাকলেই ভালো খেলেন সিরাজ? দীনেশ কার্তিকের প্রশ্নের জবাবে সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নিজেই।

ওভাল টেস্টের প্রথম ইনিংসে সিরাজ পান ৮৬ রানে ৪ উইকেট। তৃতীয় দিনের শেষে জ্যাক ক্রলিকে 'বোকা' বানিয়ে আউট করেন। তাতে কৃতিত্ব রয়েছে অধিনায়ক শুভমান গিলেরও। তৃতীয় দিনের একেবারে শেষ মুহূর্তে যশস্বী জয়সওয়ালকে স্কোয়ার লেগে পাঠান গিল। স্বাভাবিকভাবেই ক্রলি আশা করছিলেন, শর্ট বল আসবে। কিন্তু তাঁকে হতভম্ব করে ইয়র্কার দিয়ে উইকেট ছিটকে দেন সিরাজ।

তৃতীয় দিনের ম্যাচ শুরুর আগেই প্রাক্তন ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিক সিরাজকে প্রশ্ন করেন, যখন বুমরাহ থাকে না, তখন তুমি দায়িত্ব নাও। অনেক ভালো খেলো। সেক্ষেত্রে কী বদল আসে? বেশি বল করার সুযোগ পাও বা টেলএন্ডারদের বেশি বল করার সুযোগ পাও? তখন তোমার পরিসংখ্যানও ভালো। বুমরাহ না থাকলে নিজের সম্পর্কে কী মনে হয়?

জবাবে সিরাজ বলেন, আমি দায়িত্ব নিতে ভালোবাসি। তবে সিনিয়র বোলার হিসেবে জসসি ভাইকে মিস করি। যখন বাড়তি দায়িত্ব আসে, তখন তো ভালোই লাগে। আমি সেটা খুব উপভোগ করি। তবে আমি চাপ নিতে রাজি নই। আমি শুধু নিজের পরিকল্পনামাফিক বল করি। তবে এটাও ঠিক যে, বুমরাহর অনুপস্থিতিতে আরও আগুনে মেজাজে থাকেন সিরাজ। এমনকী ' নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি।

## লেজেন্ডস লিগে পাকিস্তানকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা

৩ আগস্ট ঃ ৪১ বছর বয়সেও তিনি রয়েছেন এক, অবিকল। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং এখনও ঘুম ছুটিয়ে দিতে পারে। এর প্রমাণ পেল পাকিস্তান। লেজেন্ডস লিগে ৪৭ বলে সেঞ্চুরি করলেন এবি ডিভিলিয়ার্স। আর তাঁর ব্যাটিং ঝড়ের দাপটে ট্রফি অধরা থাকল পাকিস্তানের।

প্রথমে ব্যাটিং করে পাকিস্তান তোলে ১৯৫ রান। শারজিল খান করেন ৪৪ বলে ৭৬। উমর আমিন ১৯ বলে ৩৬ রানে অপরাজিত থাকেন। কিন্তু যে দলে ডিভিলিয়ার্সের মতো ব্যাটার রয়েছেন, তাদের চিন্তা কী? জবাবে ব্যাটিং করতে নেমে শুরু থেকেই ঝড়ের গতিতে রান তুলতে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ৬ ওভারেই তারা পৌঁছে যায় ৭২ রানে।

সাঈদ আজমলের বলে হাশিম আমলা ব্যক্তিগত ১৮ রানের মাথায় আউট হলেও টলানো যায়নি ডিভিলিয়ার্সকে। তাঁর সঙ্গে জেপি ডুমিনিও হাত খুলে মারতে থাকেন। শেষমেশ ৬০ বলে ১২০ রানে অপরাজিত থাকেন এবিডি। ম্যাচের সেরাও হন তিনি। ডুমিনির নামের পাশে অপরাজিত ২৮ বলে ৫০ রান। ১৯ বল বাকি থাকতেই পাকিস্তানকে হেলায় হারিয়ে লেজেন্ডস লিগের শিরোপা জিতে নেয় দক্ষিণ আফিকা।

এবারের লেজেন্ডস লিগে এর আগেও ঝলসে উঠেছিল ডিভিলিয়ার্সের ব্যাট। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪১ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। সেদিন ৫১ বলে ১১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। আর ফাইনালেও খুনে মেজাজে ব্যাটিং করে ১২টা চার এবং ৭টা বিশাল ছক্কা হাঁকায়ে দেশকে ৯ উইকেটে জয়ের স্বাদ পাইয়ে দিলেন তিনি। ডিভিলিয়ার্সের এমন রুদ্রমূর্তি দেখে মুগ্ধ টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না। তিনি বলেন, দুরন্ত ব্যাটিং ডিভিলিয়ার্সের। পুরো উড়িয়ে দিয়েছে ওদের। আমরা খেললেও ওদের হারিয়ে দিতাম। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্ব লেজেন্ডস চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল খেলতে রাজি হয়নি ভারত। সীমান্তে সন্ত্রাস বজায় রেখেছে পাকিস্তান। পহেলগাঁওকাণ্ড তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। সন্ত্রাস আর খেলা সমান্তরালভাবে চলতে পারে না। সাফ বুঝিয়ে দিয়েছেন যুবরাজ সিংরা। যে কারণে নাম প্রত্যাহার করে ভারত। এর ফলে ফাইনালে উঠে যায় পাকিস্তান। আর সেখানে ডিভিলিয়ার্স-ঝড়ে নাস্তানাবুদ হতে হল পাক দলকে।

# শীর্ষে ওঠা হল না, কলকাতা লিগে পুলিশ এসি'র কাছে পরাস্ত ইস্টবেঙ্গল

**পুলিশ এসি ঃ ২ (আমিল নঈম, মৃন্ময় মহাপাত্র)**
**ইস্টবেঙ্গলঃ ০**

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ কলকাতা লিগে মোহনবাগানকে হারানোর পর বেহালা এসএস'কে দিয়েছিল ছ'গোল দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। রবিবার আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়েই বারাকপুর স্টেডিয়ামে নেমেছিলেন বিনো জর্জের ছেলেরা। কিন্তু এই ম্যাচে পুলিশ এসি'র কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল মশাল বাহিনী। ০-২ গোলে পরাস্ত হয়ে কলকাতা লিগে শীর্ষে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করল ইস্টবেঙ্গল। মনে রাখতে হবে, কলকাতা লিগে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে পুলিশ এসি। চলতি বছর মোহনবাগানকে তারা হারিয়েছিল। সেই ম্যাচে একমাত্র গোল করেছিলেন মহম্মদ আমিল নঈম। আর এদিনও ইস্টবেঙ্গলকে বেগ দিলেন তিনি। ১১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তাঁর গোলেই এগিয়ে যায় পুলিশ। এরপর দুই দল কিছু সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথমার্ধে শেষ হয় পুলিশের পক্ষে ১-০ অবস্থায়।ম্যাচে ফিরতে হলে দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলকে খোলস ছেড়ে বের হতেই হত। কিন্তু হয় উল্টোটা। প্রতিপক্ষ দলে থাকা কলকাতা ময়দানের অভিজ্ঞ মুখ ফয়জল আলি, সুরজি শীল, উইলিয়ামরা অনবদ্য ফুটবল উপহার দিয়ে রুখে দেন ইস্টবেঙ্গলকে। তার উপর ৭৫ মিনিটে ফের গোল খেয়ে বসে ইস্টবেঙ্গল। পুলিশের হয়ে ব্যবধান বাড়ায় মৃন্ময় মহাপাত্র। এরপর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও

কাজের কাজ করতে পারেনি লাল-হলুদ। এই সময় পুলিশের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা অনবদ্য খেলেন। শেষমেশ পুলিশ এসি'র কাছে ০-২ গোলে পরাস্ত হয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে ওঠার সুযোগ হাতছা।া করল ইস্টবেঙ্গল।

## ইংল্যান্ড বনাম ভারত ঃ ওভালে টেস্টে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের পরিসংখ্যান

লন্ডন, ৩ আগস্ট ঃ ওভালে পঞ্চম টেস্টের তৃতীয় দিনে চা বিরতি পর্যন্ত ভারত ২৮১ রানে এগিয়ে থাকায়, সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে নামলে ইংল্যান্ডকে একটি রেকর্ড তাড়া করতে হবে। লন্ডনের ওভাল ঐতিহাসিকভাবে চতুর্থ ইনিংসের রান তাড়া করার জন্য একটি কঠিন ভেন্যু ছিল, যেখানে ২০০ রানের বেশি লক্ষ্যমাত্রা মাত্র ছয়বার ওভারহল করা হয়েছিল। এই ভেন্যুতে সর্বোচ্চ সফল রান তাড়া করার রেকর্ডটি ইংল্যান্ডের দখলে ছিল, ১৯০২ সালে, যখন তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাত্র এক উইকেট হাতে রেখে ২৬৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে। তাছাড়া, শতাব্দীর শুরু থেকে, ওভালে মাত্র একটি দল ২০০ রানের বেশি লক্ষ্য তাড়া করতে পেরেছে। গত বছর সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২১৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে শ্রীলঙ্কা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। এই ভেন্যুতে ভারতের সর্বোচ্চ সফল রান তাড়া করার রেকর্ড হল ১৭৩, যা ১৯৭১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এসেছিল। ওভালে টেস্টে সর্বোচ্চ সফল রান তাড়াঃ

লক্ষ্যঃ ২৬৩-ইংল্যান্ড (২৬৩৯) বনাম অস্ট্রেলিয়া, ১৯০২
লক্ষ্যঃ ২৫২-ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২৫৫২) বনাম ইংল্যান্ড, ১৯৬৩
লক্ষ্যঃ ২৪২ - অস্ট্রেলিয়া (২৪২৫) বনাম ইংল্যান্ড, ১৯৭২
লক্ষ্যঃ ২২৫-ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২২৬২) বনাম ইংল্যান্ড, ১৯৮৮
লক্ষ্যঃ২১৯-শ্রীলঙ্কা (২১৯২) বনাম ইংল্যান্ড,২০২৪।

## চোট পেলেন মেসি, লিগস কাপের পরের রাউন্ডে উঠেও দুশ্চিন্তায় ইন্টার মায়ামি

৩ আগস্ট ঃ পেনাল্টিতে জয় পেয়ে লিগস কাপের পরের রাউন্ডে উঠেছে ইংটার মায়ামি। কিন্তু মায়ামির জয় ছাপিয়ে আলোচনায় লিওনেল মেসির চোট। মেক্সিকোর নেকাক্সার বিপক্ষে খেলতে নেমে মাত্র ১১ মিনিটের মাথায় মাঠ ছা।তে হয় তাঁকে। ৮ মিনিটে চোট পেয়েছিলেন তিনি। এরপর অস্বস্তিতে দেখা যায় এলএম১০'কে। বেশিক্ষণ খেলতে পারেননি। মেসির চোট নিয়ে মায়ামি কোচ মাসচেরানো বলেন, বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। তবে ওর চোট গুরুতর সেটা একদিন পর আমরা বুঝতে পারব। এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিছু তো একটা হয়েছেই। যদিও পায়ে ব্যথা নেই। তাই মনে হচ্ছে না গুরুতর কিছু। নেকাক্সার দুই ডিফেন্ডারকে ড্রিবল করে বক্সে প্রায় ঢুকেই পড়েছিলেন মেসি। তাঁকে আটকাতে রাউল সানচেজ ও আলেক্সিস পেনা এগিয়ে আসেন। সেই ট্যাকল সামলাতে না পেরে বক্সের ভেতর পড়ে যান। এরপর খেলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও

শেষ পর্যন্ত পারেননি। মেসি উঠে যাওয়ার পরের মিনিটেই তেলেসকো গোলে এগিয়ে দেন মায়ামিকে। তবে, ১৭ মিনিটে তাল কাটে। লাল কার্ড দেখেন ম্যাক্সিমিলিযানো ফ্যালকন। ৩৩ মিনিটে থমাস বাদালোনির গোলে সমতায় ফেরে নেকাক্সা। ৬০ মিনিটে ক্রিস্টিযান ক্যালদেরন লালকার্ড দেখায় ১০ হয়ে যায় নেকাক্সাও। ৮১ মিনিটে এগিয়ে রিকার্ডো মনরিয়েলের গোলে ব্যবধান বাড়ায় নেকাক্সা। ৯২ মিনিটে স্কোরলাইন ২-২ করেন জর্ডি অ্যালবা। নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গোলে শেষ হয়। টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানে জয় পায় ইন্টার মায়ামি। নেকাক্সার টমাস বাদালোনির শট রুখে মায়ামির গোলরক্ষক এখন নায়ক।

# ভারতীয় কোচ হিসাবে খালিদ জামিল এলেন জাতীয় কোচের দায়িত্বে

৩ আগস্ট ঃ শেষবার ভারতীয় দলের কোচের পদে দেশীয় কোচ ছিল ২০১১-১২ মরশুমে। সেবার সুনীলদের কোচের দায়িত্বে ছিলেন স্যাভিও মেদেইরা। তার আগের টার্মে ছিলেন আর্মান্দো কোলাসো। আর সুখবিন্দর সিং শেষ দফায় দায়িত্বে ছিলেন ২০০5 সালে। পরের বছরে ছিলেন সৈয়দ নঈমুদ্দিন। তবে জাতীয় কোচের পদে বসলেও স্যাভিও, আর্মান্দা কিংবা সুখবিঃদর সিংরা খুব বেশিদিন কাজ করার সুযোগ পাননি। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় কোচের পদে বিদেশিতেই আস্থা রেখেছিল ফেডারেশন। স্যাভিওর ১৩ বছর পর একজন ভারতীয় কোচ হিসাবে খালিদ জামিল এলেন জাতীয় কোচের দায়িত্বে। খালিদের নাম ঘোষণা হওয়ার পর খুশি স্যাভিও-আর্মানেন্দারা। এই মুহূর্তে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় রয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় কোচ সুখবিন্দর সিং। বর্ষীয়ান এই কোচকে যখন ফোনে ধরা হল তখন সেখানে রাত পৌনে তিনটে। খালিদের কোচ হওয়ার খবর নিয়ে বলছিলেন, এর আগে যত সাফল্য এসেছে, সবই ভারতীয় কোচেদের হাত ধরে। এতদিন পর একজন ভারতীয় দেশের ফুটবল টিমের কোচ হল। ওর মধ্যে সেই যোগ্যতা আছে। ইদানিং ভারতীয় ফুটবলের খুব একটা খোঁজখবর না রাখলেও বর্তমানে জাতীয় দলের র‍্যাঙ্কিং নামতে নামতে ১৩৩-এ চলে যাওয়ায় যথেষ্টই হতাশ প্রাক্তন জাতীয় কোচ। বলছেন, এখান থেকে উপরে তুলতে গেলে আস্থা রাখতে হবে নতুন কোচের ওপর। খালিদের কোচ হওয়ার খবর পেয়েই তাঁকে ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠিয়েছেন স্যাভিও মেদেইরা। এই গোয়ান কোচের পর যে চারজন কোচ জাতীয় কোচের দায়িত্বে এসেছেন, তাঁরা সবাই বিদেশি। এঁদের মধ্যে যেমন উইম কোভারম্যান্স রয়েছেন, তেমনই স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন, ইগর স্টিমাচ ও মানোলো মার্কুয়েজরা রয়েছেন। সেই স্যাভিও বলছেন, খালিদকে কোচ করা যেমন ভালো দিক, তেমনই তাঁকে সময়ও দিতে হবে। একদিনে বড় পরিবর্তন আসবে না। স্যাভিও বলছেন, খালিদকে আমাদের সবার সমর্থন করা উচিত। শুধু ফেডারেশন নয়, ভারতীয় ফুটবলপ্রেমী থেকে সংবাদমাধ্যম সবাইকে এই কঠিন সময় খালিদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। এই মুহূর্তে কোচেস এডুকেশন নিয়ে কাজ করছেন স্যাভিও। আরেক প্রাক্তন জাতীয় কোচ আর্মান্দো কোলাসো বলছেন, এটাই মনে হয় শুরু। খালিদকে উসাহ দিতে হবে। আইএসএলে ভালো কাজ করেছে। একদিনেই জাতীয় দলে সাফল্য পাবে বলছি না। সময় দিতে হবে। যেমন বিদেশিদের ওপর আস্থা রাখেন, তেমনই খালিদের ওপরও আস্থা রাখুন। ও ভারতীয় ফুটবলের সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহল। সুযোগ না পেলে নিজেকে প্রমাণ করবে কীভাবে?

## ফের বাবা হলেন শিল্টনপাল

৩ আগস্ট ঃ ফের বাবা হলেন প্রাক্তন গোলকিপার শিল্টন পাল। পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন শিল্টনের স্ত্রী সায়না। এর আগে ২০২২ সালে পুত্রসন্তান হয়েছিল মোহনবাগানের ' এবার আরও বড় হল শিল্টন-সায়নার পরিবার।২০২২-এর মে মাসে দুই থেকে তিন হন শিল্টন-সায়না। কোল আলো করে এসেছিল পুত্র রেহনাশ। বছর তিনেকের খুদেকে নিয়ে প্রায়ই আবেগঘন ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৩৭ বছর বয়সি প্রাক্তন ফুটবলার। এবার ফের খুশির খবর। তিন থেকে চার হলেন তাঁরা। ২০০৬-এ সবুজ-মেরুনের জার্সি গায়ে দেওয়ার পর ক্রমশ 'ঘরের ছেলে' হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ছিলেন রক্ষণের শেষ প্রহরী, বিশ্বস্ত ' ২০১৪-১৫ মরশুমে অধিনায়কের আর্মব্যান্ডও ওঠে শিল্টনের হাতে। তবে শুধু বাংলায় নয়, খেলেছেন রাজ্যের বাইরেও। আই লিগের ক্লাব গোয়ার চার্চিল ব্রাদার্স ছাড়াও আইএসএলে চেন্নাইয়ান, এটিকে, কেরালা ব্লাস্টার্স দলেও ছিলেন তিনি। ২০২০-এ ভবানীপুর ক্লাবের হয়েও ভরসা জুগিয়েছেন তিনি। ২০২৪-এ গ্লাভসজোড়া তুলে রাখেন।

এখন অবশ্য আরও বড় দায়িত্ব শিল্টনের উপর। মোহনবাগানের যুব ফুটবল সচিব হয়েছেন শিল্টন। ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। তার পরপরই খুশির খবর শিল্টনের জীবনে। ২০১৯-এ বিয়ে হয় শিল্টন পাল ও সায়না মণ্ডলের। তাঁদের প্রেমকাহিনিও অনেকটা সিনেমার মতো। সায়নার মন পেতে ডার্বি জয় করতে হয়েছিল মোহনবাগানের 'বাজপাখিকে। ডার্বি সেরা হওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েই সায়নার ফোন নম্বর পেতে হয়েছিল শিল্টনকে। তারপর চারহাত এক হয়। এবার তিন থেকে চার হল তাঁদের পরিবার।

## ক্রিকেটারদের গলি থেকে রাজপথে উত্থান! নতুন লিগে বাংলার নেতা জোড়া

৩ আগাস্ট ঃ বড় চমক LegenZ T10 লিগে। ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সারপ্রাইজ নিয়ে এল বেঙ্গল টাইগার্স। তাদের অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে জোড়া বিশ্বকাপজয়ী অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের নাম। ৭ আগস্ট জয়পুরে শুরু হতে চলছে এই টি১০ লিগ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে বিশ্বজয়ী এই ক্রিকেটারের। তবে টি১০ ফরম্যাটে আসন্ন টুর্নামেন্টের মাধ্যমে অভিষেক ঘটাতে চলেছেন ফিঞ্চ। এবার তাঁর নেতৃত্বেই মাঠে নামবে বেঙ্গল টাইগার্স। যদিও বাংলার দলের লক্ষ্য কেবল ক্রিকেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। গলি ক্রিকেটারদের স্টেডিয়ামের আলো দেখানোও তাদের উদ্দেশ্য।

১৩ আগস্ট পর্যন্ত সওয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে চলবে এই প্রতিযোগিতা। এই টুর্নামেন্টের জন্য সরকারিভাবে ২০ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বেঙ্গল টাইগার্স। ফিঞ্চ ছাড়াও দলে রয়েছেন অজি তারকা ড্যানিয়েল ক্রিশ্চিয়ান, ক্রিস লিন, শ্রীলঙ্কার ইসুরু উদানা, জিম্বাবোয়ের ক্রিস্টোফার এমপোফুর মতো ক্রিকেটাররা। সঙ্গে রয়েছেন মহম্মদ মুজতবা, মহম্মদ নাজ, সোরভ সোনি, মানস দত্তর মতো তরুণ মুখ। বোঝাই যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেটারদের মিশ্রণে দল গড়েছে বেঙ্গল টাইগার্স। উল্লেখ্য, বেঙ্গল টাইগার্স কেবল ক্রিকেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। এই দল গঠনের পিছনে রয়েছে এক সামাজিক উদ্দেশ্যও। তাদের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন তাঁদের লক্ষ্যের কথা। ' টু গ্লোরি', এই স্লোগানে চলবে দলটি। তাঁদের লক্ষ্য, ভারতের গলির ক্রিকেটারদেরও স্টেডিয়ামের আলোয় তুলে আনা। এই প্রয়াস ভারতীয .ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছে।

বেঙ্গল টাইগার্সের প্রথম ম্যাচ ৭ আগস্ট, বিকেল ৫টায়। তাদের প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার দিল্লির। প্রত্যেক দিন তিনটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ম্যাচগুলি হবে বিকেল ৫টা, সন্ধ্যা ৭টা এবং রাত ৯টায়। ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে প্লে-অফের তিনটি ম্যাচ। ১৩ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় রয়েছে প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফাইনাল। জয়পুরের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে এই টুর্নামেন্ট ঘিরে উসাহ রয়েছে। আয়োজকদের আশা, স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শকদের সামনেই খেলবেন ফিঞ্চরা। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্ট ঘিরে এখন থেকেই সাজোসাজো রব সওয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে। দর্শকদের জন্য থাকছে আধুনিক ফ্যান জোনও।

# টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক রানের অধিকারী ১০ ভারতীয় ব্যাটার

৩ আগস্ট ঃ ক্রিকেট ভারতে একটি ধর্মের মতো, এবং টেস্ট ক্রিকেট এই খেলার সবচেয়ে পবিত্র রূপ। এই দীর্ঘ ফরম্যাটে ভারতীয় ব্যাটাররা তাদের দক্ষতা ও ধৈর্য দিয়ে বিশ্ব দরবারে নিজেদের নাম উজ্জ্বল করেছেন। কিছু কিংবদন্তি ব্যাটার একটি টেস্ট সিরিজে এত রান করেছেন যে, তাদের নাম ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আমরা এমনই শীর্ষ ১০ ভারতীয় ব্যাটারের কথা জানব, যারা একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক রান সংগ্রহ করেছেন।

১. সুনীল গাভাসকার - ৭৭৪ রান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৭১
ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে একটি টেস্ট সিরিজে ৭০০-র বেশি রান সংগ্রহ করেন। ১৯৭০-৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তিনি তার অভিষেক সিরিজেই এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে গাভাসকার ৮ ইনিংসে ৭৭৪ রান করেন, যার মধ্যে ছিল চারটি সেঞ্চুরি এবং তিনটি হাফ-সেঞ্চুরি। সিরিজের শেষ টেস্টে তার ১২৪ এবং ২২০ রানের ইনিংস ছিল সিরিজের হাইলাইট। গাভাসকারের এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের সুবাদে ভারত ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয়।

২. শুভমান গিল-৭৫৪ রান বনাম ইংল্যান্ড, ২০২৫
২০২৫ সালে ইংল্যান্ড সফরে শুভমান গিল টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক করেন এবং ব্যাট হাতে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখান। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি, এজবাস্টনে ডাবল সেঞ্চুরি ও আরেকটি সেঞ্চুরি, এবং ওল্ড ট্রাফোর্ডে আরেকটি সেঞ্চুরি করে তিনি সিরিজে মোট ৭৫৪ রান সংগ্রহ করেন। ৭৫.৪০ গড়ে চারটি সেঞ্চুরি সহ গিল তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে একটি দ্বিপাক্ষিক

টেস্ট সিরিজে ৭০০-র বেশি রান করেন।

৩. সুনীল গাভাসকার - ৭৩২ রান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৭৮-৭৯
সুনীল গাভাসকার একমাত্র ভারতীয় ব্যাটার যিনি দুইবার একটি টেস্ট সিরিজে ৭০০-র বেশি রান করেছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে ভারতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ছয় ম্যাচের সিরিজে গাভাসকার ৯ ইনিংসে ৭৩২ রান করেন। ৯১.৫০ গড়ে তিনি চারটি সেঞ্চুরি এবং একটি হাফ-সেঞ্চুরি করেন, যার মধ্যে সর্বোচ্চ ২০৫ রান। ভারত এই সিরিজ ১-০ ব্যবধানে জিতে নেয়।

৪. যশস্বী জয়সওয়াল - ৭১২ রান বনাম ইংল্যান্ড, ২০২৪
২০২৪ সালে ভারতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরোা সিরিজে তরুণ ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান। পাঁচ টেস্টে তিনি ৭১২ রান করেন, যার মধ্যে ছিল দুটি ডাবল সেঞ্চুরি এবং তিনটি হাফ-সেঞ্চুরি। ৮৯ গড়ে জয়সওয়াল সুনীল গাভাসকারের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে একটি দ্বিপাক্ষিক টেস্ট সিরিজে ৭০০-র বেশি রান করেন।

৫. বিরাট কোহলি-৬৯২ রান বনাম অস্ট্রেলিয়া, ২০১৪-১৫
বিরাট কোহলি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে ভালোবাসেন, এবং ২০১৪-১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনি তা প্রমাণ করেন। চার ম্যাচের সিরিজে তিনি ৬৯২ রান করেন, যার মধ্যে ছিল চারটি সেঞ্চুরি এবং একটি হাফ-সেঞ্চুরি। ৮৬.৫০ গড়ে তার সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ১৬৯। যদিও ভারত সিরিজটি ২-০ হারে, কোহলির পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ।

৬. বিরাট কোহলি-৬৫৫ রান বনাম ইংল্যান্ড, ২০১৬
২০১৬-১৭ সালে ভারতে ইংল্যান্ডের সফরে বিরাট কোহলি পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৬৫৫ রান করেন। দুটি সেঞ্চুরি এবং দুটি হাফ-সেঞ্চুরি সহ তার সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ২৩৫। ১০৯.১৬ গড়ে তার এই পারফরম্যান্স ভারতকে ৪-০ ব্যবধানে সিরিজ জিততে সহায়তা করে।

৭. দিলীপ সরদেশাই - ৬৪২ রান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৭১
১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দিলীপ সরদেশাই পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৬৪২ রান করেন। তিনটি সেঞ্চুরি এবং একটি হাফ-সেঞ্চুরি সহ তার এই পারফরম্যান্স ভারতকে ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জিততে সহায়তা করে। এই সিরিজে সুনীল গাভাসকারও অভিষেক করেন এবং সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী হন।

৮. রাহুল দ্রাবিড়-৬১৯ রান বনাম অস্ট্রেলিয়া, ২০০৩-০৪
রাহুল দ্রাবিড় ২০০৩-০৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে ৬১৯ রান করেন। ৮ ইনিংসে ১২৩.৮০ গড়ে তিনি একটি ডাবল সেঞ্চুরি (২৩৩) এবং তিনটি হাফ-সেঞ্চুরি করেন। অ্যাডিলেডে তার ডাবল সেঞ্চুরি ভারতকে জয় এনে দেয় এবং সিরিজটি ১-১ ড্র হয়।

৯. বিরাট কোহলি-৬১০ রান বনাম শ্রীলঙ্কা, ২০১৭
২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারতে তিন ম্যাচের সিরিজে বিরাট কোহলি ৬১০ রান করেন। পাঁচ ইনিংসে তার স্কোর ছিল ০, ১০৪, ২১৩, ২৪৩, এবং ৫০। এই অসাধারণ পারফরম্যান্স ভারতকে সিরিজে আধিপত্য বিস্তার করতে সহায়তা করে।

১০. রাহুল দ্রাবিড়-৬০২ রান বনাম ইংল্যান্ড, ২০০২
রাহুল দ্রাবিড় ২০০২ সালে ইংল্যান্ড সফরে চার ম্যাচের সিরিজে ৬০২ রান করেন। ১০০.৩৩ গড়ে তিনি নটিংহ্যামে ১১৫, হেডিংলেতে ১৪৮, এবং ওভালে ২১৭ রানের ইনিংস খেলেন। তার এই পারফরম্যান্স সিরিজটিকে ড্র করতে সহায়তা করে। ভারতীয় ক্রিকেটের এই কিংবদন্তিরা তাদের অসাধারণ ব্যাটিং দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের গৌরব বাড়িয়েছেন। সুনীল গাভাসকার থেকে শুভমান গিল, প্রত্যেকেই তাদের সময়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের জন্য দু ঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিলেন। এই তালিকা প্রমাণ করে যে, ভারতীয় ক্রিকেটের শক্তি কেবল বর্তমানে নয়, অতীতেও ছিল

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com